CMYK

চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উনাকোটি
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 6 August 2019 ■ আগরতলা, ৬ আগস্ট, ২০১৯ ইং ■ ২০ শ্রাবণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

নিশ্চিন্তের প্রতীক
Sister
সিস্টার
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

৩৭০-এর শৃঙ্খল মুক্ত জম্মু ও কাশ্মীর আত্মপ্রকাশ হল কেন্দ্রশাসিত লাদাখের

থমথমে ভূস্বর্গ, নিরাপত্তা জোরদার, গ্রেপ্তার প্রাক্তন দুই মুখ্যমন্ত্রী ওমর ও মেহবুবা

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারার অবলুপ্তির প্রস্তাবে সায় জানাল রাজ্যসভা। পাশাপাশি জম্মু ও কাশ্মীর পুনর্গঠন প্রস্তাবেও সায় জানানো হয়েছে। বিষয়টিকে দেশের ইতিহাসের মাইলফলক বলে চিহ্নিত করেছেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী প্রকাশ জাভরেকর। এর আগে সোমবার রাজ্যসভায় সংবিধান থেকে ৩৭০ ধারা অবলুপ্তির প্রস্তাব পেশ করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এই প্রস্তাবে আগেই সই করেছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের। প্রস্তাবে জম্মু ও কাশ্মীর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পাশাপাশি জম্মু ও কাশ্মীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে লাদাখকে। ফলে নতুন করে সূচনা হতে চলেছে জম্মু ও কাশ্মীরের ইতিহাস ।

জম্মু ও কাশ্মীর ও লাদাখ দু'টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলেই নিয়োগ করা হবে দু'জন লেফটেন্যান্ট গর্ভনরকেউ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীরে বিধানসভা থাকবে, তবে লাদাখ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিধানসভা থাকবে নাউ জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের প্রস্তাবকে সমর্থন করেছে এআইএডিএমকে, বিজু জনতা দল (বিজেডি), শিবসেনা এবং বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)উ তবে, ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের প্রস্তাবকে বিরোধিতা করেছে কংগ্রেস, নীতীশ কুমারের জনতা দল (ইউনাইটেড), ডিএমকে, এমডিএমকে এবং শিবসেনাউ কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তকে 'বেদনাদায়ক' আখ্যা দিয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ন্যাশনাল কনফারেন্স-এর সহ-সভাপতি ওমর আবদুল্লাউ যা নিয়ে সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভা উত্তাল ছিল দিনভর উ এই আবস্থায় সোমবার ভোটাভুটিতে পাশ হয়ে গেল জম্মু ও কাশ্মীর পুনর্গঠনের প্রস্তাব উ এ দিন সন্ধ্যায় ১২৫-৬১ ভোটে পাশ হয়ে যায় বিলটি। কেন্দ্রের এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে বিশ্বহিন্দু পরিষদ। দিল্লির রাজনীতিতে আম আদমি পার্টি (আপ) এবং বিজেপি চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বলে খ্যাত। কিন্তু ৩৭০ ধারা অবলুপ্তি প্রসঙ্গে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের পাশে দাঁড়াল আম আদমি পার্টি। সংবিধান থেকে ৩৭০ ধারা অবলুপ্তি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী

নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা অরুণ জেটলি। বিষয়টিকে ঐতিহাসিক ভুল সংশোধন করা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। ৩৭০ ধারা অবলুপ্তি নিয়ে কেন্দ্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ দেশের প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানি।

দেশের একতাকে শক্তিশালী করতে সাহসী পদক্ষেপ নেওয়া হল বলে জানিয়েছেন তিনি। ৩৭০ ধারা অবলুপ্তি নিয়ে বড় শরিক বিজেপির পাশেই দাঁড়াল জোটসঙ্গী শিবসেনা। বিষয়টিকে ঐতিহাসিক দিন হিসেবে আখ্যা দিয়ে শিবসেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরে দাবি করেছেন এই দিনটির জন্য বহু মানুষ দীর্ঘ সময় ধরে স্বপ্ন দেখেছিল। অন্ধ্রপ্রদেশের বিশেষ মর্যাদা প্রসঙ্গে বিজেপি সঙ্গে মতবিরোধ হলেও ৩৭০ ধারা ক্ষেত্রে বিজেপি পাশেই দাঁড়ালেন তেলেগু দেশম পার্টির সুপ্রিমো চন্দ্রবাবু নাইডু। অন্যদিকে কেন্দ্রের এই পদক্ষেপ বুদ্ধিদীপ্ত সিদ্ধান্ত নয় বলে জানিয়ে দিয়েছেন বর্ষীয়ান আইনজীবী সোলি সোরাবজি।

সংবিধান থেকে ৩৭০ ধারা অবলুপ্তি নিয়ে কেন্দ্রের পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে দেশের ক্রীড়া মহল। গৌতম গম্ভীর থেকে শুরু করে সুরেশ রায়না সকলেই কেন্দ্রের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা অবলুপ্তির কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আগামী ৭ আগস্ট দেশজুড়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভ দেখাবে বামপন্থী দল সিপিআই(এম)। ৩৭০ ধারা বিলুপ্তি নিয়ে ভিন্ন সুর দুই মুখ্যমন্ত্রীর গলায়। একদিকে যখন কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ অন্যদিকে এই বিষয়ে কেন্দ্রের নিন্দায় সরব পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরেন্দ্র সিং। দশকের পর দশক ধরে জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা থাকার ফলে রাজ্যে দুর্নীতি বৃদ্ধি পেয়েছে। আর্থিক অগ্রগতির দিক দিয়েও পিছিয়ে পড়েছে রাজ্য। সোমবার রাজ্যসভায় এমনই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ৩৭০ ধারা অবলুপ্তির ক্ষেত্রে যে সকল রাজ্যসভার সাংসদ সমর্থন জানিয়েছে তাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ। ভবিষ্যতে অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হলে ফের রাজ্যের মর্যাদা পাবে জম্মু ও কাশ্মীর বলে জানিয়েছেন অমিত শাহ। এদিন ৩৭০ ধারা বিলুপ্তি নিয়ে চিন, আমেরিকা, ফ্রান্স, রাশিয়া এবং ইংল্যান্ডের রাষ্ট্রদূতদের ডেকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে সংসদে যে প্রসঙ্গে বর্তমানে আলোচনা হচ্ছে তা পুরোপুরি ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়।

সোমবার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উড়ালপুল নির্মাণে দুর্নীতির অভিযোগ, ক্রাইম ব্রাঞ্চের জেরা প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রীকে

প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী বাদল চৌধুরী। সোমবার তোলা নিজস্ব ছবি।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগস্ট।। আগরতলায় উড়ালপুল নির্মাণে দুর্নীতির অভিযোগকে ঘিরে প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী তথা বর্তমান বিধায়ক বাদল চৌধুরীকে ক্রাইম ব্রাঞ্চ জেরা করেছে। সোমবার সকাল ১১টা থেকে বিকেল সাড়ে ৫-টা পর্যন্ত টানা সাড়ে ছয় ঘণ্টা ক্রাইম ব্রাঞ্চের ডিআইজি আরজিকে রাও-সহ পুলিশের পদস্থ আধিকারিকরা তাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। ক্রাইম ব্রাঞ্চ থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বাদলবাবু বলেন, উড়ালপুল নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁরা জানতে চেয়েছেন। তাঁদের সহযোগিতা করেছি। তবে, উড়ালপুল নির্মাণ নিয়ে তিনিও যে সন্দেহের তালিকায় রয়েছেন তা আজ স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

বামফ্রন্ট জমানায় ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় উড়াল পুলের নির্মাণকাজ শুরু হয়। পূর্বতন সরকারের আমলেই ওই উড়ালপুলের অধিকাংশ নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে। তবে, উড়ালপুলের নির্মাণ কাজ নিয়ে শুরু থেকেই অভিযোগ উঠেছিল। বিশেষ করে নির্মাণকারী সংস্থা বাছাই নিয়েই বাম সরকার সমালোচিত হয়েছিল। ওই সময় পূর্তমন্ত্রী ছিলেন বাদল চৌধুরী। ফলে, দুর্নীতি ইস্যুতে তাঁকে ক্রাইম ব্রাঞ্চের জেরা করা স্বাভাবিক বলেই মনে হচ্ছে।

এদিন বিকেল সাড়ে ৫-টা নাগাদ ক্রাইম ব্রাঞ্চ থেকে বেরিয়ে আসার সময় তিনি সংবাদ মাধ্যমকে জানান, উড়ালপুল নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর কাছে ক্রাইম ব্রাঞ্চের আধিকারিকরা কিছু তথ্য জানতে চেয়েছেন এবং তিনি তাঁদের সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন।

প্রাক্তন মন্ত্রী বলেন, সিএসআই এই উড়ালপুল নির্মাণ কাজের পরীক্ষা করেছে এবং ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হওয়ার পরও আবার পরীক্ষা করানো হয়েছে। তাঁর দাবি, ত্রিপুরার ইঞ্জিনিয়ারদের অক্লান্ত পরিশ্রমে রাজ্যের উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। এখন তাঁদের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ খুবই দুঃখজনক, মন্তব্য করেন তিনি।

তাঁর কথায়, রাজ্যের অনেক অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারকে ডেকে আনা হচ্ছে। অথচ, রাজ্যের ও বহিঃরাজ্যের বিশেষজ্ঞ সংস্থা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে ওই নির্মাণ কাজের। তাঁর দাবি, কাজ শুরুর সময় যে পরিমাণ অর্থের বরাদ্দ করা হয়েছিল পরবর্তী সময় জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে, তাই টাকা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে হত্যার চেষ্টা, মামলায় গ্রেপ্তার দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগস্ট।। শনিবার গভীর রাতে রাজধানীর বুকে এক ব্যক্তিকে দুষ্কৃতিরা গুরুতর ভাবে আহত করে ফেলে রেখে যায়। পরবর্তী সময় পুলিশের উপস্থিতিতে দমকল বাহিনীর কর্মীরা আহত ব্যক্তিকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। রাজধানীর জ্যাকশন গেইট সংলগ্ন এলাকায় সংগঠিত এই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ দুজনকে আটক করল। আহত ব্যাঙ্ক ম্যানেজার বোধিসত্ব দাসের দেওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে পশ্চিম থানার পুলিশ আটক করে কালিকা জুয়েলার্সের কর্ণধারের ছেলে সুমিত চৌধুরী ও রাজধানীর মসজিদ পট্টী এলাকার বিভিন্ন অসামাজিক কাজের সঙ্গে লিপ্ত ওমর শরিফ ওরফে সোয়েব মিয়াকে।

রবিবার আক্রান্ত ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের পরিবারের পক্ষ থেকে একটি মামলা দায়ের করা

হয়। সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে তদন্তে নেমে পুলিশ দুজনকে আটক করেছে। তবে তদন্তের স্বার্থে এর বেশি কিছু জানাতে চায়নি পশ্চিম থানার পুলিশ। চার দিনের পুলিশ রিমান্ডে চেয়ে দুজনকে আদালতে সোপর্দ করা হয়। তবে কি কারনে মদের আসরে এই ঘটনা ঘটল যার জেরে আক্রান্ত হলেন আগরতলার জয়নগর এলাকার বাসিন্দা ব্যাঙ্ক ম্যানেজার বোধিসত্ব দাস তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

তবে দাগী অপরাধীর সঙ্গে কালিকা জুয়েলার্সের কর্ণধারের ছেলে সুমিত চৌধুরী কি যোগ সাজস তাও ক্ষতিয়ে দেখছে পুলিশ। এই ঘটনায় শহরে নৈশকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন নিগমবাসীর মধ্যে।

ধারা ৩৭০ প্রত্যাহার কেন্দ্রের 'সাহসী সিদ্ধান্ত'কে স্বাগত জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগস্ট।। জম্মু-কাশ্মীর নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহসী সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ট্যুইট করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার ৭২ বছর পর অবশেষে জম্মু-কাশ্মীর থেকে ধারা ৩৭০ প্রত্যাহার হয়েছে। তিনি বলেন, ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-কে এজন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর মতে, এই সিদ্ধান্তে শান্তি এবং সুশাসনের নতুন যুগের সূচনা হবে।

তিনি ট্যুইট করে আরও বলেন, জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য বিশেষ মর্যাদা এখন থেকে সমাপ্ত হচ্ছে। ওই প্রদেশ এখন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে পরিচিত হবে। সাথে লাদাখও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে আলাদা পরিচিতি পাবে। তাঁর দাবি, জম্মু ও কাশ্মীর পুনর্গঠন বিল উপত্যকার জনগণের জন্য কল্যাণকারী হিসেবে প্রমাণিত হবে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জম্পইজলায় শান্তি সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগস্ট।। জম্পইজলা মহকুমা এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার লক্ষ্যে আজ মহকুমা ভিত্তিক একটি 'শান্তি কমিটি' গঠন করা হয়। আজ দুপুরে জম্পইজলা বি এ সি হলে মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত এক শান্তি সভায় এই কমিটি গঠন করা হয়। সভা থেকে বিধায়ক বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা, এডিসির সদস্য রমেন্দ্র দেববর্মা, জেলাশাসক সি কে জমাতিয়া এবং সমাজসেবী বজলাল দেববর্মাকে নিয়ে উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। এছাড়া বিজেপি, আই পি এফ টি এবং সি পি আই (এম) পার্টির পক্ষ থেকে তিন জন করে এবং বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিদের নিয়ে শান্তি কমিটি গঠন করা হয়েছে। জম্পইজলা মহকুমার মহকুমা শাসক এই কমিটির সভাপতি এবং মহকুমা পুলিশ আধিকারিককে আহ্বায়ক করা হয়েছে।

আলোচনা সভায় জেলাশাসক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নতুন পরীক্ষা পদ্ধতীর খুটিনাটি জানতে দিল্লীতে সিবিএসই অফিসে প্রশিক্ষণে গেলেন রাজ্যের দশজন শিক্ষকের টিম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগস্ট।। রাজ্যের দশজন শিক্ষকের একটি টিম সোমবার সকালে নয়াদিল্লীতে সিবিএসই কার্য্যলায়ে যান প্রশিক্ষণের জন্য। মূলত রাজ্যের তৃতীয় থেকে অষ্টম এবং নবম থেকে দশম শ্রেণীর পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরীর বিষয় নিয়ে হবে তিনদিনের এই প্রশিক্ষণ।

এই টিমের নেতৃত্ব দিচ্ছেন এলিমেন্টারি এডুকেশনের যুগ্ম অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য্য এবং সেকেন্ডারী এডুকেশনের যুগ্ম অধিকর্তা অনিমেষ দেববর্মা।

প্রাথমিকভাবে এই টিম পরীক্ষা নিয়ামক ডঃ এস ভরদ্বাজের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করবেন। তারপর শিক্ষকদের এই টিম সিবিএসই এর তথ্য প্রযুক্তির প্রজেক্ট ডিরেক্টর ডঃ অন্তরিক্ষ জহরির সাথে কথা বলবেন। তাঁর সাথে কথা বলে জানবেন কিভাবে সিবিএসই এর পরীক্ষা নেওয়া হয় এবং প্রযুক্তিগত বিভিন্ন দিক কিভাবে সামলাতে হবে। সোমবার বিকেলে শিক্ষকদের এই টিম দিল্লী সরকারের শিক্ষা দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা সরোজ এবং সোনির সাথে কথা বলেছেন এবং জানার চেষ্টা করেছেন কিভাবে পরীক্ষা পদ্ধতী নেওয়া হয় কেন্দ্রীয় ভাবে। শিক্ষকদের এই টিম দিল্লীর কোর একাডেমিক ইউনিট এর সাথে মতবিনিময় করেন পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে।

এদিকে, সোমবার মহাকরণে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, গুণগত শিক্ষার জন্য রাজ্যের দুটি কেন্দ্রীয় পরীক্ষা ইউনিট গঠন করা হবে প্রশ্নপত্র তৈরী করার জন্য। চলতি মাস থেকেই প্রশ্নপত্রের ধরন তৈরীর কাজ শুরু হয়ে যাবে এবং তা এসসিইআরটির ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।

এখানে উল্লেখ করা যায়, তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ৭৫টি বিষয়ে এবং নবম থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ৩৬টি বিষয় রাখা হবে। মূলত রাজ্যস্তরীয় ও জাতীয় স্তরীয় পরীক্ষায় যাতে রাজ্যের ছেলেমেয়েরা ভাল ফলাফল করতে পারে তার জন্যই এই পদ্ধতী অবলম্বন করা হচ্ছে। বর্তমানে রাজ্যে এলিমেন্টারি স্তরে ৩.২০ লক্ষ, নবম শ্রেণীতে ৫৫,০০০ এবং একাদশ শ্রেণীতে ৩৬,০০০ ছাত্রছাত্রী রয়েছে।

দামছড়ায় রাস্তা ভাঙনের মুখে, হেলদোল নেই দপ্তরের, জনমনে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৫ আগস্ট।। গত ২০১৮ইং সালের জুন মাসে প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে দমছড়া থেকে খেদাছড়া সড়কের কাটুয়া ব্রিজ পর্যন্ত বাইপাস সড়কটির কিং অফ কিং ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল সংলগ্ন স্থানে বিশালাকার ভাঙনের ফলে যোগাযোগ ব্যাবস্থা চরমে উঠেছিল। খেদাছড়া গামী সব যানবাহন ঘুরপথে যেতে হতো। অর্থের অভাব দেখিয়ে পূর্তদপ্তর প্রায় একবছর সড়কটির ভাঙনরোধের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

ভুক্তভোগী এলাকাবাসীর বারবার আবেদন নিবেদনের পরে এবছরের গত মে-জুন মাসে একজন ঠিকেদারকে দিয়ে দামছড়া পূর্ত দপ্তর সড়কটির ভাঙন ভরাটে হাত দেয়। কিন্তু এলকাবাসী লক্ষ্য করেন ভরাট মাটি আটকানোর জন্যে রাস্তার পূর্ব পাশে প্রোটেকশন ওয়াল ও পশ্চিম পাশে উইং ওয়াল নির্মান আবশ্যক। কারণ এখানে এর আগেও দুই পাশে পাকা রিটার্নিং ওয়াল ছিল। কিন্তু তা অত্যাধিক বৃষ্টির কারণে ভেঙে যায়। সে যায়গায় এলাকাবাসী দেখতে পান যে বস্তায় বালি ভর্তি করে আগের রিটার্নিং ওয়াল এর পরিবর্তে বসানো হচ্ছে, তাও আবার ভরাট করা মাটি থেকে প্রায় তিন ফুটে নিচে। যার কারনে বিগত কিছুদিনের বৃষ্টির ফলে সংস্কারের মাত্র দুই মাসের মাথায় বালির বস্তাগুলি ফেঁটে গিয়ে রাস্তার উপর ভরাট করা মাটি সরে গিয়ে মরন ফাঁদে পরিণত হচ্ছে।

এলাকাবাসীর তরফ থেকে পূর্তদপ্তরের এসডিও রাজেশ দেববর্মাকে এবিষয়ে জানালে তিনি নাকি কর্নপাত করেননি। এলাকাবাসীর আরো অভিযোগ যে এই কাজে নাকি প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা বরাদ্ধ হয়েছিল, এই ১৪ লক্ষ টাকায় রাস্তার দুইপাশে রিটার্নিং ওয়াল ভালোভাবেই হয়ে যেতে পারতো। কিন্তু তা না করে একটি বক্স কালভার্ট করে কিছু মাটি ভরাট করে ১৪ লক্ষ টাকা ঠিকাদার এবং দামছড়া পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকরা হাফিজ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে শাসক-বিরোধী দলে তরজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৫ আগস্ট।। উত্তর জেলার কদমতলা ব্লক এলাকার বেশিরভাগ পঞ্চায়েত গুলোতে বিজেপির জয় জয় কার হলেও পূর্বঃ ফুলবাড়ী পঞ্চায়েতে ছিল ব্যতিক্রমী।এখানে সিপিএম ৪ টি, কংগ্রেস ৪টি এবং বিজেপি ৩টি আসন দখল করায় ত্রিশঙ্কু হয়ে যায় পূর্বঃ ফুলবাড়ী পঞ্চায়েতটি। এখানে মোট ১১ টি পঞ্চায়েত আসন রয়েছে।যার ফলে এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা কেউই অর্জন করতে পারেনি।তবে কংগ্রেস ও সিপিএম একত্রিত ঐক্য মঞ্চে হয়ে পঞ্চায়েত গঠন করার জন্য আজ বিজয় মিছিল উদযাপন করে।

আর তাতে বাঁধা সাজে বিজেপি।বিজেপির সদস্যরা কংগ্রেস সিপিএম এর সদস্যদের অনেক প্রলোভন দিয়ে নিজেদের অনুকূলে আনতে পারেনি।ফলে পঞ্চায়েত গঠন করার দাবিতে এগিয়ে রয়েছে কংগ্রেস ও সিপিএম যৌথ রাজনৈতিক দল। আর তারই পরিপ্রেক্ষিতে আজ সিপিএম ও কংগ্রেসে দলের ঐক্য মঞ্চের বিজয় মিছিল সংঘটিত করার সময় এক বিজেপি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা ও শান্তিরবাজারে দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগস্ট।। রাজধানীর চন্দ্রপুর মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় পন্য বোঝাই ট্রাকের সঙ্গে পন্য বোঝাই অটোর মুখোমুখি সংঘর্ষ। এই দুর্ঘটনায় আহত অটোর চালক। দমকল কর্মীরা খবর পেয়ে ছুটে আসে ঘটনা স্থলে। উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে জায় অটোটির চালককে। সোমবার দুপুরে এই ঘটনা ঘটে। আটক করা হয়েছে পণ্য বোঝাই ট্রাকের চালককে। তবে কিভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল তা স্পস্ট করে কেউ বলতে পারছে না। দুর্ঘটনায় অটোটির ব্যাপক ক্ষতি গ্রস্থ হয়। ভেঙ্গে জায় সামনের অংশ। নষ্ট হয় অটোটে থাকা পণ্য সামগ্রী। এই দুর্ঘটনায় অল্প বিস্তর আহত হয়েছে অপর একটি অটো।

এদিকে, বাইখোড়া এস এস

বি ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় ফের যান দুর্ঘটনায় আহত এক ব্যক্তি। রবিবার রাতে শান্তিরবাজার মহকুমার বাইখোড়া এস এস বি ক্যাম্প সংলগ্ন আগরতলা সাব্রুম জাতীয় সড়কে দুইটি গাড়ীর মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটে। জানাযায় টি আর-০১-২৮০৩ নাম্বারের কমান্ডার গাড়ী জোলাইবাড়ী থেকে বাইখোড়ার দিকে আসছিলো। অপরদিকে টি আর ০৮-এ-১৫৩১ নাম্বারের বি এস এফ এর জিপসি গাড়ী শান্তিরবাজার থেকে সাব্রুম এর দিকে যাচ্ছিলো। বাইখোড়া এস এস বি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কদমতলা বাজারে ফের দুঃসাহিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৫ আগস্ট।। একের পর এক চুরির ঘটনায় রাতের ঘুম উবে গেছে কদমতলা এলাকার বাসিন্দাদের। কদমতলায় কালী মন্দিরে চুরির রেস কাটতে না কাটতে রবিবার রাতে এক মোটর পার্টসের দোকানে হানা দেয় চোরের দল। দোকান থেকে প্রায় দুই লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী নিয়ে চম্পট দিল চোরের দল। রবিবার রাতে কদমতলার মোটরপার্টস ব্যবসায়ী কাজল নাথের দোকান থেকে মোটর পার্টস, ব্যাটারি সহ অন্যান্য সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যাওয়ার সময় কিছু সামগ্রী রাস্তায় ফেলে যায় চোরের দল। সোমবার সকালে সকলের নজরে আসে চুরির ঘটনা। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ। পর পর চুরির ঘটনায় কদমতলা থানার পুলিশ একপ্রকার চ্যালেঞ্জের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৫ ◻ সংখ্যা ২৯৬ ◻ ৬ আগস্ট
২০১৯ইং ◻ ১৮ শ্রাবণ ◻ মঙ্গলবার ◻ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

ভয়ঙ্কর ভেজাল

বাজারে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য ও পানীয় বিক্রি হইতেছে। এইসব খাদ্য বা পানীয়র গুণমান নিয়া প্রশ্ন থাকিলেও কোনও নিয়ন্ত্রণ বা পর্য্যবেক্ষণ নাই। বাজারে ভেজাল সামগ্রীতে ছাইয়া গিয়াছে। সরকারী সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কোনও ভূমিকা দেখা যায় না। কিছুদিন আগেও জোর প্রচার ছিল যে, মাছে ফরমালিন ব্যবহার করা হয়। ইদানিং এই বিষয়ে কোনও সাড়া শব্দ নাই। এখন কি বাজারে ফরমালিন মুক্ত মাছই বিক্রি হইতেছে? কোনও অভিযোগ নাই? সংশ্লিষ্ট দপ্তর কি বাজারগুলিতে মাছ পরীক্ষা চালু রাখিয়াছেন? এইসব প্রশ্নগুলির পিছনে বড় কারণ হইতেছে বাজারে ভেজাল ছাইয়া গিয়াছে। এই ভেজাল ও মেয়াদ উর্ত্তিণ পানীয় ও খবার খাইয়া ছোট ছোট শিশুরা অসুস্থ হইয়া পড়িতেছে। শুধু রাজধানী শহর আগরতলা নহে রাজ্যের সর্বত্র বিভিন্ন ফাস্ট ফুডের দোকান গজাইয়া উঠিয়াছে। বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট, মিস্টির দোকান ইত্যাদি খাদ্য সামগ্রীর দোকান, ফ্যাক্টরীগুলি পর্যন্ত অবাধে চলিতেছে, বাঁধাবন্ধনহীন অবস্থায়। ফলে, অসুখ বিসুখের সুতিকাগার হিসাবে রকমারী খাদ্য তৈরীর কারখানা যে বিশাল ভূমিকা রাখিতেছে সে বিষয়ে দ্বিমত আছে মনে হয় না। বিস্কুট তৈরীর বেকারী হইতে শুরু করিয়া আইসক্রীম ইত্যাদি তৈরীর ক্ষেত্রে পরিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্য সম্মত প্রতিবিধান মানিয়া চলা হয় কিনা সরকারী তরফে কোনও ধরনের তত্ব তল্লাসী নাই। ফলে, তিলে তিলে মানুষের প্রাণশক্তি কমিতেছে। বিভিন্ন রোগ ছড়াইতেছে। জনজীবনে স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়াইতে এবং ভেজাল খাদ্য বর্জনের জন্য তেমন প্রচার নাই। সরকারী তরফে উদ্যোগের অভাবে ভেজালকারীরা সক্রিয় হইতেছে। রোগ বিস্তৃতির জন্য তাঁহাদের ভূমিকা অনেক বেশী দায়ী একথা স্বীকার না করিয়া বোধহয় উপায় নাই।

এই রাজধানী আগরতলা শহরের অলিতে গলিতে বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট ফাস্ট ফুডের দোকানগুলি কতখানি স্বাস্থ্য সম্মত এই প্রশ্ন উঠা খুব সংগত। এইসব রেস্টুরেন্টে বিভিন্ন খাবারের দোকানগুলিতে নিয়মিত স্বাস্থ্য সম্মত সতর্কীকরণ আবশ্যক। কিন্তু সরকারী স্তরে এইসব কান্ডের দেখা নাই। সব চাইতে লক্ষ্যনীয় যে, বিভিন্ন স্কুলের সামনে বিভিন্ন খাবারের সামগ্রী নিয়া হাজির হয় বিক্রেতারা। এইসব খাবার কঁচিকাঁচারা প্রতিনিয়ত নিতেছে। বিশেষ করিয়া আইসক্রিম ইত্যাদি কতখানি স্বাস্থ্য সম্মত বা ভেজালহীন সেগুলি যাচাইয়ের কোনও রকম উদ্যোগও দেখা যায় না। কঁচিকাঁচারা বিভিন্ন বিজ্ঞাপনেও প্রলুব্ধ হয়। বিভিন্ন চিপস্ রকমারী খাবারের প্রতি শিশুদের আকর্ষণ চিরকালীন। আর এজন্যই অভিভাবকরা যদি সতর্ক না হন তাহা হইলে শিশুরাই বিভিন্ন অসুখে আক্রান্ত হইবে। তিলে তিলে ধ্বংসের দিকে আগাইয়া যাইবে। রাজ্য সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগের কাজকর্ম নিয়াই প্রশ্ন উঠিয়াছে। আগে বিভিন্ন হোটেল রেস্টুরেন্ট, মিস্টির ফ্যাক্টরী, বিভিন্ন বেকারীগুলিতে পরিদর্শকরা অভিযান চালাইতেন। এখন সেই পাট যেন উঠিয়া গিয়াছে। অথচ দপ্তর আছে, আছে যথেষ্ট সংখ্যক কর্মীও। রাজ্যে চিকিৎসা ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা থাকায় বহু রোগী বহির্রাজ্যে পাড়ি দেন। কিন্তু, পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবার তৈরীর গ্যারান্টি দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকার উদ্যোগী হইতে পারে। এইসব খাবার দাবার হইতেও বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি হইতেছে। স্বচ্ছ ভারত গড়িবার জোর শ্লোগান চলিতেছে। স্বচ্ছ ভারত তখনই গড়িয়া উঠিবে যখন রোগ বিস্তৃতি রোধে কার্যকরী উদ্যোগ চলিবে। আমাদের রোগ বিস্তৃতির ক্ষেত্রে এইসব অস্বাস্থ্যকর খাবার তৈরীর ফ্যাক্টরীগুলি অনেকাংশে দায়ী। মিস্টির, বিস্কুটের ফ্যাক্টরি ও বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট হোটেলগুলিতে প্রতিনিয়ত পরিদর্শন জারী রাখা জরুরী। বিভিন্ন দোকানে মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবার বিক্রি না করার উপর কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। সরকারী স্তরে এইসব খাদ্যের গুণমান যাচাইয়ে জোর তৎপরতা কাম্য মানুষের সুস্বাস্থ্যের প্রশ্নেই।

জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের প্রস্তাব কেন্দ্রের, বিরোধীদের সমস্ত জবাব দিতে প্রস্তুত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট (হি.স.): কী হতে চলেছে জম্মু ও কাশ্মীরে? এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নিজেইউ জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের প্রস্তাব করল কেন্দ্রীয় সরকারউ সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের প্রস্তাব করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহউ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই প্রস্তাবের পরই উত্তাল হয় রাজ্যসভাউ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অবশ্য জানিয়েছেন, বিরোধীদের সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিতে তিনি প্রস্তুত রয়েছেনউ কী হতে চলেছে কাশ্মীরে, তা নিয়ে উদ্বেগ ক্রমশই বাড়ছিলউ এই আবহেই সোমবার সকালে ৭ লোক কল্যাণ মার্গে বিশেষ বৈঠক করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাউ সোমবার সকাল ৯.৩০ মিনিট থেকে ৭ লোক কল্যাণ মার্গে শুরু হয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকউ বৈঠক শেষে ৭ লোক কল্যাণ মার্গ থেকে সোজা সংসদে চলে যান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহউ এরপর বেলা এগারোটা নাগাদ সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় বক্তব্য রাখেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহউ জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের প্রস্তাব করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহউ

কাশ্মীরের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে এদিন রাজ্যসভায় কংগ্রেস সাংসদ গুলাম নবি আজাদ বলেছিলেন, 'কাশ্মীর উপত্যকা জুড়ে কারফিউ জারি রয়েছে, তিনজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী-সহ রাজনৈতিক নেতাদের গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছেউ কাশ্মীরে এখন যুদ্ধের মতো পরিস্থিতি, তাই এই বিষয়টির উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিতউ' এরপরই জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের প্রস্তাব করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, 'সমস্ত ধরনের আলোচনার জন্য আমি প্রস্তুত রয়েছিউ কাশ্মীর ইস্যুতে সমস্ত বিরোধী দলের সঙ্গে আলোচনা করতে আমি প্রস্তুত রয়েছিউ সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিতেও প্রস্তুত রয়েছিউ' কিন্তু, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই প্রস্তাবের পরই উত্তাল হয় সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভাউ

এযাবতজম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যপাল সত্যপাল মালিকের নিরাপত্তার দায়িত্ব ছিল জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের হাতেউ কিন্তু, জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যপাল-সহ পাঁচজন ভিভিআইপি-র নিরাপত্তার দায়িত্ব রাজ্য পুলিশের হাত থেকে সরিয়ে নিয়ে স্থলসেনা বাহিনীর কমান্ডোর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছেউ এদিকে, আগামী এক সপ্তাহ নতুন করে যাতে কোনও বুকিং নেওয়া না হয় তার জন্য হোটেল গুলিকে সরকারিভাবে নোটিশ দেওয়া হয়েছেউ পর্যটকদের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে রাজ্যপাল সত্যপাল মালিক জানিয়েছেন, 'সমস্ত দেশি ও বিদেশি পর্যটক নিরাপদে আছেনউ পর্যটকদের যাতে দ্রুত কাশ্মীর থেকে ফেরত পাঠানো সম্ভব হয়, সেই চেষ্টাই করা হচ্ছে।

সীমানা পাঁচিল ভেঙে বিপত্তি! পঞ্জাবে আহত ২১ জন পুলিশের চাকরি প্রত্যাশী

জলন্ধর (পঞ্জাব), ৫ আগস্ট (হি.স.): সীমানা পাঁচিল ভেঙে বড়সড় বিপত্তি! পঞ্জাবের জলন্ধরে সীমানা পাঁচিল ভেঙে কমবেশি আহত হলেন কমপক্ষে ২১ জনউ আহতরা প্রত্যেকেই পুলিশের চাকরি প্রত্যাশীউ সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে জলন্ধরের পঞ্জাব আর্মড পুলিশ গ্রাউন্ডেউ আহতদের উদ্ধার করে জলন্ধরের সিভিল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেউ

জলন্ধর (সেন্ট্রাল)-এর এসিপি হরসিমরত সিং জানিয়েছেন, সোমবার সকালে পঞ্জাব আর্মড পুলিশ গ্রাউন্ডে আচমকাই ভেঙে পড়ে সীমানা পাঁচিলউ সেই সময় পুলিশের চাকরির প্রত্যাশীরা পাঁচিলের কাছেই উপস্থিত ছিলেনউ পাঁচিল ভেঙে আহত হয়েছেন কমপক্ষে ২১ জন চাকরি প্রত্যাশীউ তবে, কারও আঘাত গুরুতর নয়উ এসিপি আরও জানিয়েছেন, আহতদের প্রত্যেককে জলন্ধরের সিভিল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

চলচ্চিত্রে অনুপ্রেরণার চরিত্র বদলাচ্ছে

সুছন্দা রায়

অবশেষে দিনটি এল ২৬ অক্টোবর, ১৯৪৭ মহারাজা হরি সিং ভারতের সঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীরের সংযুক্তিকরণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন। রাজার সাম্রাজ্যজুড়ে গেল সদ্য স্বাধীন হ ওয়া ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ায় ইতিহাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, শুরু হল ভারত পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের এক নতুন অধ্যায়। চুক্তি স্বাক্ষরেরপরের দিন প্রথম শিখ ব্যাটেলিয়ান শ্রীনগরে ঢুকে পাক সেনাকে হটিয়ে দুই তৃতীয়াংশ নিয়ন্ত্রণে নেয়।

"The biggest single fact in the motion picture industry'--- চার্লস স্পেনসার চ্যাপলিন সম্পর্কে মার্কিন সমালোচকরা। এমনই ঐতিহাসিক ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন উক্তি করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে ওই উক্তির গভীরতা যে কতখানি ছিল তা সমগ্র পৃথিবী দেখেছে। জীবদ্দশায় কিংবদন্তী খ্যাতি অর্জন ভাগ্যবানের কপালে জোটে, চার্লস স্পেনসার চ্যাপলিন সেই ভাগ্যবানদের মধ্যে অন্যতম ছিল। তার অভিনয় সত্তায় মোহিত আবাল বৃদ্ধ বনিতা। চার্লি হলিউড চলচ্চিত্র জগতের একটা অধ্যায়, তিনি অনুপ্রেরণা। তার অভিনয় দক্ষতা নতুন প্রজন্মের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক ঘটায়। নির্বাক চলচ্চিত্রের শুধুমাত্র ভাবভঙ্গি দ্বারা একটা সিকোয়েন্সকে নিখুঁত ও সাবলীলভাবে ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা চ্যাপলিনকে খ্যাতির শৃঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সিনেমার পর্দা আদপে সমাজ দর্পণ, টুকরো টুকরো ঘটনাকে কেন্দ্র করে চলচ্চিত্র নির্মাণের ধারা আবহমান। শুধু ঘটনা নয়, সমাজের একাধিক বিশিষ্ট চরিত্র ও তাদের অব দানকে নিয়ে সিনেমা তৈরির প্রচেষ্টাকে সংস্কৃতিমনস্করা সাধুবাদ জানিয়েছেন। কিন্তু অসামাজিক চরিত্র নির্ভর সিনেমা তৈরির প্রয়াস খুব একটা দেখা যায়নি। অনেকে বলবেন কেন হিটলারকে নিয়ে সিনেমা তৈরি হয়েছে--- বিশ্বমানবের অশেষ অকল্যাণ ঘটলেও তিনি একটি দেশের শাসক ছিলেন জঙ্গি নন। পৃথিবীর সবকটি দেশ একে অপরের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক, কূটনৈতিক, বাণিজ্যিক সম্পর্কে আবদ্ধ থাকার পাশাপাশি সে দেশগুলোর রাজনীতির গুরুগম্ভীর মহলে থেকে সহস্র হস্ত দূরে থাকা মানুষগুলোকে সংস্কৃতি নামক সুতো আবদ্ধ করেছে। তারা নিজেদের শিল্পী সত্তাকে বিশ্বআঙিনায় তুলে ধরে দেশও জাতির সংস্কৃতিক মূল্যবোধের পরিচয় দিয়ে থাকেন। সুস্থ সমাজব্যবস্থার লক্ষণ তেমনটা হওয়াই কাম্য। তবে সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ যখন মানুষের মধ্যে সম্পর্কের বন্ধনকে আলগা করে তোলার চিন্তিত প্রয়াস গ্রহণ করে, তখন নিঃসন্দেহে তা অপসংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। সম্প্রতি পাক অভিনেতা আমির লিয়াকত হুসেনের ঘোষণা থেকে তেমনই অপসংস্কৃতির ইঙ্গিত মিলেছেবৈকি— নিহত জঙ্গি বুরহান ওয়ানিকে নিয়ে তিনি সিনেমা তৈরি করতে চলেছেন। কাশ্মীর সমস্যা নতুন করে তৈরি হওয়া কোনও জটিলাত নয়, বরং দুদেশের সম্পর্কের অবনতির প্রধান ও মুখ্য কারণ, যা সমাধানের অবনতির প্রধান ও মুখ্য কারণ, যা সমাধানের নিরঙ্কুশ চেষ্টা পাকিস্তানের নিন্দনীয় কর্মকান্ডের জেরে ব্যর্থ হয়েছে, আশা নিরাশায় পর্যবসিত হয়েছে।

হ জ্জানে, জঙ্গিদের গুলিতে জখম আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ান চেতন চিতার স ঙ্গে হাসপাতালে দেখা করতে গিয়ে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছিলেন সত্যিই গুলিতে জখম সেনানি বাঁচবেন কিনা সেটা কোটি টাকার প্রস্ন ছিল। ভাগ্য তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে ত তার স্ত্রী বলেছিলেন মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে আসা স্বামীকে ভারতীয় সেনার ইউনিফর্মে দেখতে চাওয়ার কথা অকপটে তিনি দেখাতে পেরেছেন— হয়তো বলার জন্য নয়, আসমুদ্রহিমাচলকে শত্রুর শোষণ দৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করার ব্রতে তিনিও বরাবরের ভাগিদার। স্বামীর মনোবলকে ধরে রাখতে স্ত্রীর মুখে এমন কথা হয়তো সেনাবাহিনীতে ক র্মরত জওয়ানদের পরিবারের লোকজন বলতে পারেন। চেতনের পরিবারের মতো কয়েক লক্ষ জওয়ানের পরিবার প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কার মধ্যে বেঁচে থাকতে শিকে নিয়েছেন। দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগে জওয়ানদের পাশাপাশি তাদের পরিবারও সমান ভাগিদার। আমরা কৃতজ্ঞ। ভারত পাক সম্পর্কের তিক্ততার জের আমার আপনার ওফর পড়ে না, সব রোষের নিশানায় ভারতীয় সেনা--- গোপনে জঙ্গি অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে পাকিস্তান ভারতীয় সেনাবাহিনীকে গুড়িয়ে দেয়ার দিবা স্বপ্ন দেখে— যা ভাবা যায়, কিন্তু বাস্তবায়িত করা দুঃসাধ্য।

উর্দ কবি সোহেল আখতারের মতে, বুরহান ওয়ানি কে নিয়ে সিনেমা করার চেষ্টা ঠিক নয়। জঙ্গিদমনের প্রশ্ন উঠলে পাকিস্তান মিথ্যা কথা বলে। এই ধরনের সিনেমা তৈরি ক রে পাকিস্তান ভারতকে হে নস্থা করার চেষ্টা করছে। কাশ্মীর ইস্যু চাইলে একদিনে স মাধান করা যায়, নইলে ইস্যু চাইলে একদিনে সমাধান করা যায়, নইলে কোনও দিন করা সম্ভব নয়। বুরহান কাশ্মীরের প্রতিনিধি নয়, ও জঙ্গি। কেজন জঙ্গিকে ওরা শহিদ বলে, তাহলে ভেবে দেখা উচিত পাকিস্তান কি চায়। বুরহানের বায়োপিক তৈরির উদ্যোগ নিয়ে ফের প্রমাণ করল ওরা দ্বসন্ত্রাসবাদকে স মর্থন করে। স্বাধীনতার সময় থেকে কাশ্মীর সমস্যা চলে আসছে, দুটো স্বাধীন দেশের মাঝকানে যে কোনও সাম্রাজ্য স্বাধীনভাবে দেশের মাঝকানে যে কোনও সাম্রাজ্য স্বাধীনভাবে থাকতে পারে না, তা জম্মু ওকাশ্মীরের রাজা বুঝে উঠতে পারে না, তা জম্মু কাশ্মীরে রাজা বুঝে উঠতে দেরি করেছিলেন। বিপত্তি বাঁধল রাজার সাম্রাজ্য নিয়ে— পাকিস্তান না ভারত কার সঙ্গে জুড়বে কাশ্মীর। অবশেষে দিনটি এল ২৬ অক্টোবর, ১৯৪৭ মহারাজা হরি সিং ভারতের সঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীরের সংযুক্তিকরণ চক্তিতে স্বাক্ষর করলেন। রাজার সাম্রাজ্যজুড়ে গেল সদ্য স্বাধীন হওয়া ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ায় ইতিহাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কিন্তু একানেই শেষ নয়, শুরু হল ভারত পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের এক নতুন অধ্যায়। চুক্তি স্বাক্ষরেরপরের দিন প্রথম শিখ ব্যাটেলিয়ান শ্রীনগরে ঢুকে পাক সেনাকে হটিয়ে দুই তৃতীয়াংশ নিয়ন্ত্রণে নেয়। তারপরও টানা একবছর ধরে যুদ্ধ চলে, যা ইতিহাসের পাতায় ভারত পাকিস্তানের মধ্যে প্রতম যুদ্ধ হিসেবে উল্লেখিত। পরে রাষ্ট্রসংঘের মধ্যস্তথায় অস্ত্রবিরতির নির্দেশ জারি করা হয়। ভারত মেনে নিলেও পাকিস্তানের লোলুপ নজর আজও কাশ্মীর উপত্যকাকে গিলে খায়, সুকৌশলে নিয়ন্ত্রণরেখার ওপার থেকে কাশ্মীরিদের মনে ভারত বিরোধী চিন্তাধারার বিষাক্ত বীজ বপন করেছে। প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতির কথা বললেও তার দলের নেতা আমির লিয়াকত হুসেন বলেছেন— আমি হিরো নই, আসল হি রো বুরহান ওয়ানি। আমি বুরহানের চরিত্রে অভিনয় করব। হিইজদ্য হিরো অফ কাশ্মীর নেশন। ভারতের সঙ্গে কাশ্মীর ইস্যু নিয়ে কোনও ধরনের অলোচনার প্রথম ও প্রধান শর্ত জঙ্গি অনুপ্রবেশ বন্ধ ও সন্ত্রাসে মদত বন্ধ, স্তি পাকিস্তান জঙ্গি অনুপ্রবেশ বন্ধ করেনি। নইলে পুল্যয়ামা হামলা ঘটত না। তার ওফর বুরহানকে হিরো তকমা লাগিয়ে সিনেমা তৈরির পরিকল্পনা, নিন্দনীয় ব টে। পরিচালক ও প্রযোজক প্রবীর রায় রীতিমতো ক ঠোর অবস্থান নিয়ে বলেন, সাংঘাতিক ব্যাপার। একজন জঙ্গিকে নিয়ে সিনেমা করা হচ্ছে, মেনে নেয়া যায় না। পাকিস্তান স বসময় ভারতের বিরুদ্ধে কথা ব লে এসেছে। দুদেশের স ম্পর্কে এর বিরাট প্রভাব পড়বে। ওরা জঙ্গিকে শহিদের তকমা লাগিয়ে সুকৌশলে কাশ্মীরি যুবকদের উস্কানি দিচ্ছে।জঙ্গি চরিত্রে নিয়ে সিনেমা তৈরিকে আমি কেন, সুস্থ মস্তিস্কের কোনও মানুষ সমর্থন করবেন না। ছবিটা রিলিজ হলে কাশ্মীরের যুব সম্প্রদায়ের ওপর প্রভাব পড়বে। হিরো হওয়ার লক্ষ্যে আরও জঙ্গি তৈরি হবে। বুরহান ওয়াজ দ্য ডেঞ্জার টু দ্য সোসাইটি এন্ড দ্য কান্ট্রি। সেনা ও নিরাপত্তাবাহিনীর ওপর ইটপাথরের হামলার ঘটনা আরও বাড়বে। কোকেরনাগে নিরাপত্তারক্ষীদের গুলিতে উচ্চশিক্ষিত পরিবারের জেহাদের নেশায় বুঁদ ছেলে বুরহানের দেহ ঝাঝঁড়া হয়ে গেছিল। তার মৃত্যুকে ঘিরে উপত্যকায় প্রতিবাদ বিক্ষোভের ঢেউ উঠেছিল, পাকিস্তানও ছেলে হারানো মায়ের বুকের জ্বালাকে শতগুণ বাড়িয়ে বুরহানের নামের আগে শহিদের তকমা সেটে দিয়েছিল টানটান উত্তেজনার ৫৭ দিন, উপত্যকায় পর্যটকদের কোলাহলের জায়গায় ভারি বুটের শব্দ আর বাঙ্কারের ওপর সাজানো বন্দুকের নলের পিছনে অপলক দৃষ্টির নজরদারি পরিস্থিতিকে উদ্বেগজনক করে তুলেছিল। পাকিস্তানের দাবি, কাশ্মীরের জনগণের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বে সরকারি নজরদারি প্রতিষ্ঠানের রিপোর্ট অন্য কথা বলছে --- Freedom house 2019সালের রিপোর্টে উল্লেখ করেছে, "Indian states of Jammu & Kashmir enjoys more freedom than pakistan occupied kashmir and pakistan i tself, contarary to popular allegation levelled by the Imran Khan led govt in pakistan." সিনেমা বিনোদনের কারণে, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থের কারণে নয়।

(দৈঃ স্টে)

বাইশে শ্রাবণ উদযাপন

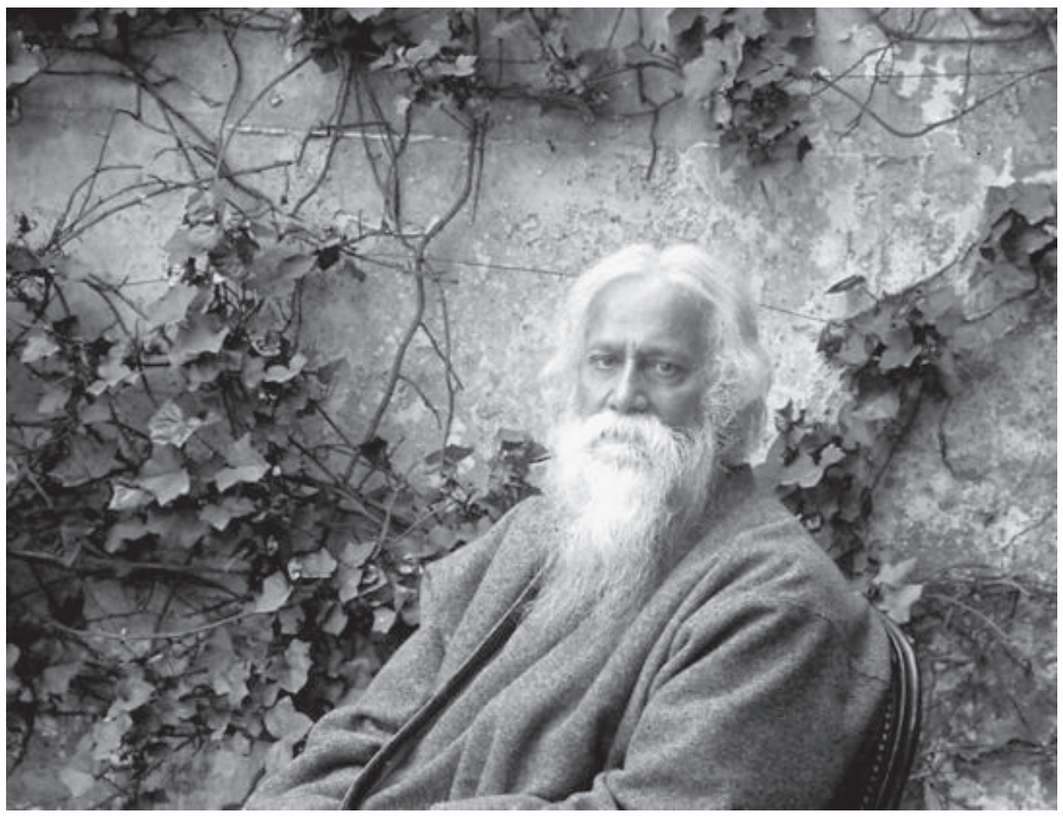

শ্রাবণ এলেই মনটা বড় আর্দ্র হয়ে ওঠে। স্মৃতির পাত্রে চলকে ওঠে নয়নের জল। কারণে অকারণে হৃদয়বাণীয় বে জে ওঠে সজল মিয়ামল্লারের তান। কদমের শলাকায় আটকে থাকা, বারিবন্দু, বৃষ্টিভেজা। কদমের শলাকায় আটকে থাকাবারিবিন্দ, বৃষ্টিভেজা কামিনী ফুলের স াদা পাপড়ির ঝরে পড়া, বেল ফুলের গন্ধ। বেদনে কেবলই মনে হয়, মনে কি দ্বিধা রেখে গেল চলে।

হ্যাঁ, দ্বিধাই তো। আশি বছরের পরিণতি বয়সেই তো তিনি চলে গিয়েছিলেন। তবু আজও মনে হয় কত কিছু যেন পাওয়া গেল না। কি যেন শোনা হল না। সত্যি বলতে কি, পঁচিশে বৈশাখের রবীদ্রনাথ আড়ম্বরের বলতে কি পংচিশে বৈশাখের রবীন্দ্রনাথ আড়ম্বরের মধ্যে কোথাও যেন দূরে চলে যান। আর বাইশে শ্রাবণের রবীন্দ্রনাথ --- তিনি যেন একেবারে আপনার জন। পঁচিশে বৈশাখের শ্রাবণের সুখের মাঝে তাকে পাওয়া যায়। আর বাইশে শ্রাবণের দুঃখে তাকে পাওয়া যায় প্রাণভরে।

পঁচিশে বৈশাখে শহর জোড়া অনুষ্ঠানের তুলনায় বাইশে শ্রাবণের অনুষ্ঠান সংখ্যায় অনেক কম. জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে যেখানে কেদিন তার শেষ নিঃশ্বাস পড়েছিল সে ঘরটি এদিন আলপনায়, ফুলের সাজা, ধূপের ধোয়া, মনে করিয়ে দেয় বড়ো বেদনার মতো বে জেছ তুমি। মৃত্যুরও যে এমন রাজকীয় সাজা হয়, তা এদিন অনুভব করা যায় না। নিমতলাশ্মশানে যেখানে একদিন নশ্বর দেহটা আগুনে বিলীন হয়ে গিয়েছিল, সে স্থানও পুলে ফুলে ঢেকে যায়। মনে করিয়ে দেয় কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথাও বিচ্ছেদ নাই।

বাইশে শ্রাবণে এই শহরটায় যে কয়েকটি অনুষ্ঠান হয়, সবই যেন মৃত্যুকে উদযাপন করে। এদিন আমরা হয়তে অনেকেই যে যার মতো করে সকল দুঃখের প্রদীপ জ্বালাই। সেখানেও সে লতের মতো রয়ে থাকেন রবীন্দ্রনাথ। বেদনার স্মৃতির ফুল জড়ো করি। তা দিয়ে মালা গাঁথি। সেখানেও বিনিসুতোর মতো অদৃশ্য হয়ে থাকেন রবীন্দ্রনাথ। কত না পাওয়ার হিবে নিকেশ করতে বসি জীবনের খাতায়। সে হিসেবেও মিলিয়ে দেন রবীন্দ্রনাথ। শুনিয়ে দেন কিপাইনি তার হিসাব মিলাতে মনে মোরনয়ে রাজি। কবিতা দিয়ে গান, দিয়ে। সকল শূন্যতা পূর্ণতায় ভরে দেন সে রবীন্দ্রনাথই। বাইশে শ্রাবণ আমাদের সে আশ্র অবলম্বনের দিন।

গ্রন্থ মননে এই বাইশে শ্রাবণকে পরিক্রমণের আয়োজন করেছে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান সূত্রধর। আগামী ৮ আগস্ট বৃহস্পতিবার আশুতোষ মুখার্জি মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউটে এই দিনটিকে উদযাপন করা হবে। এদিন সি এফ অ্যান্ড্রুজ প্রণীত থ্রি স্কেচেস গ্রন্থ সম্পর্কে আলোকপাত করবেন অভ্র ঘোষ। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিরচিত পঞ্চাশের মন্বন্তর গ্রন্থ বি ষয়ে প াঠ প্রতিক্রিয়া জানাবেন। চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়। দুটি গ্রন্থই সূত্রধর প্রকাশিত। সূত্রধর প্রকাশনার তৃতীয় বই দেবাঞ্জন সেনগুপ্তর নিবেদিতা অ্যান্ড রবীন্দ্রনাথ ঃ দ্য রিলেশনশিপ আনভেইলড গ্রন্থ নিয়ে বলবেন বিশ্বজিৎ রায়। বাড়তি পাওনা গ্রামোফোন রেকর্ডে রবীন্দ্রনাথ। যার সামগ্রিক উপস্থাপনায় কৃষ্ণজিৎ সেনগুপ্ত।

(দৈঃ স্টে)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

রাজনৈতিকভাবে পরাজিত হয়ে বিএনপি গুজবের আশ্রয় নিচ্ছে : ড. হাছান মাহমুদ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ০৫।।তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ বলেছেন, রাজনৈতিকভাবে পরাজিত হয়ে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে বিএনপি এখন গুজবের আশ্রয় নিচ্ছে।তিনি বলেন, 'যারা বাংলাদেশ চায়নি তারা দেশের বিরুদ্ধে নানা ধরনের ষড়যন্ত্র করছে। একের পর এক গুজব ছড়াচ্ছে। তারা পদ্মা সেতু, ছেলে ধরা, হারপিক ও ব্লিচিং পাউডারের মতো নানা গুজব ছড়িয়ে এখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়েও গুজব ছড়াচ্ছে। এরা রাজনৈতিকভাবে পরাজিত হয়ে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে এখন গুজবের আশ্রয় নিচ্ছে। আওয়ামী লীগকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়ে বিএনপি এবং তার স্বাধীনতাবিরোধী দোসরেরা গুজবের আশ্রয় নিচ্ছে।'

তথ্যমন্ত্রী সোমবার জাতীয় প্রেসক্লাবে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের ৮৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করছিলেন।বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব পরিষদ আয়োজিত আলোচনা সভায় তথ্যমন্ত্রী বলেন, যারা দেশের উন্নয়ন চায় না, সমাজে অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা করছে। যারা দেশবিরোধী কাজকর্মের সাথে যুক্ত হয়েছে, তাদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিহত করতে হবে। স্বাধীনতা বিরোধীদের এসব গুজব সাময়িক বুদ বুদ তৈরি করতে পারে, কিন্তু এগুলো হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে।

খালেদা জিয়াকে মুক্তি দিলে নাকি ডেঙ্গু মশা চলে যাবে, কতিপয় বিএনপি নেতার এমন বক্তব্য প্রসঙ্গে ড় হাছান মাহমুদ বলেন, 'এ বক্তব্যের মাধ্যমে তারা এটাই প্রমাণ করেছেন যে, রাজনৈতিকভাবে তারা হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন। তারা বলছেন খালেদা জিয়ার মুক্তি নাকি আমরা চাই না। খালেদা জিয়া একজন সাজাপ্রাপ্ত আসামী। আইনী লড়াইয়ে আদালতের মাধ্যমে মুক্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ বা সরকারেরতো কোন বাধা নেই।'

বিএনপি নেতাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, এসব কথা না বলে খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য আইনী লড়াইটা জোরদার করুন। আপনাদের আইনজীবীদের মধ্যে যে নানা ধরনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব রয়েছে তা কাটিয়ে তাদের ঐক্যবদ্ধ করুন। তাহলে হয়তো আইনী লড়াইটি জোরদার হবে।ড় হাছান মাহমুদ বলেন, ৭৫-এর পর জিয়াউর রহমান ছিল সেই শক্তির আশ্রয়স্থল, যারা বাংলাদেশ চায়নি তাদের পুনর্বাসিত করেছিলেন জিয়াউর রহমান। সেই কারণে শাহ আজিজকে তিনি প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছিলেন। যেই শাহ আজিজুর রহমান জাতিসংঘে গিয়ে পাকিস্তান প্রতিনিধিদলের ডেপুটি লিডার হিসেবে পাকিস্তানের পক্ষে উকালতি কলে বলেছিলেন যে, বাংলাদেশে কোন মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে না। কিছু ভারতীয় চর আন্দোলন করছে মাত্র। এর মাধ্যমে দুটি জিনিস প্রমাণিত হয়-একটি হচ্ছে তিনি যে স্বাধীনতাবিরোধী চক্রকে পুনর্বাসিত করেছিলেন, সেই প্রকল্পের অংশ হিসেবে শাহ আজিজকে প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছিলেন। আরেকটি হচ্ছে-জিয়াউর রহমান পরিস্থিতির কারণে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলেন।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, জিয়াউর রহমান পরিস্থিতির কারণে মুক্তিযোদ্ধার ছদ্মাবরণে প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানীদের দোসর হিসেবে, গুপ্তচর হিসেবে কাজ করেছেন। যা পরবর্তীতে ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয়েছে। আজকে সেই প্রজন্মের পরবর্তী প্রজন্মের আশ্রয় এবং প্রশ্রয়স্থল হচ্ছে বিএনপি।

বাংলাদেশ উন্নত হচ্ছে তা তাদের ভাল লাগছে না। দেশ যখন উন্নতির দিকে অদম্য গতিতে এগিয়ে চলছে, তখন যে শক্তিটি দেশের অভ্যূদয় চায়নি, তারা দেশকে নিয়ে নানা ধরনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে।

বাঙালির ইতিহাসে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর জীবনের বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত শেখ বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের সাথে পরামর্শ করে নিয়েছেন। যেই সিদ্ধান্তগুলোর সঙ্গে বাঙালি জাতির অভ্যূদয়ের ইতিহাস জাড়িত। বঙ্গবন্ধু আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, আইয়ুব খানের মার্শাল ল'র সময়, ৬৬-এর ৬ দফার দেয়ার পর যখন জেলখানায়, তখন দলের নেতারা যখন সিদ্ধান্তহীনতায় কিংবা কেউ কেউ আপোষকামীতায় লিপ্ত ছিল, তখন দল যাতে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ ব্যাপারে সবসময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব।

ড় হাছান মাহমুদ বলেন, বঙ্গবন্ধু সংসার পেতেছিলেন, কিন্তু সংসার করতে পারেননি। তিনি সারাদেশকে নিজের সংসার মনে করতেন। জীবনের অধিকাংশ সময় জেলখানায় কাটিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু যখন জেলে থাকতেন তখন দল এবং সংসার দুটোই চালাতেন বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব।

আজ বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বহুমাত্রিক গুণের অধিকারী শেখ কামালের আজ জন্মদিন উপলক্ষে তথ্যমন্ত্রী তাকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন এবং তার জীবনের বিভিন্ন ঘটনার উপর আলোকপাত করে বলেন, শেখ কামাল একজন ক্রীড়া ও সঙ্গীত অনুরাগী মানুষ ছিলেন এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে তার অসামান্য অবদান রয়েছে।

তিনি বলেন, একাত্তরের পরাজিত শক্তি যারা এদেশের স্বাধীনতা চায়নি, তারা শুরু থেকেই বঙ্গবন্ধু, তাঁর পরিবার ও বঙ্গবন্ধুর সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। সাড়ে তিন বছরের মধ্যে তৎকালীন জাতীয় সংসদের ৫ জন সদস্যকে হত্যা করা হয়েছে। ঈদের নামাজ পড়ার সময় গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। সেই সময় এই ধরনের বিভিষিকাময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছিল। শেখ কামালের গায়েও কালিমা লেপনের চেষ্টা করা হয়েছে। যেগুলো সর্বৈব মিথ্যা ও বানোয়াট। বাসন্তির গায়ে জাল পরিয়ে, বাসন্তি নাকি লজ্জা ঢাকার চেষ্টা করেছে, সেই কথা প্রচারের চেষ্টা করা হয়েছে। তখন একটি কাপড়ের দামের চেয়ে একটি জালের দাম কয়েকগুণ বেশি ছিল। এই হাস্যকর কাজগুলো যারা করেছেন, তারা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক ড় আবদুল মান্নানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহে আলম মুরাদ ও এডভোকেট বলরাম পোদ্দার। সভায় বক্তব্য রাখেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আকতার হোসেন, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক অরুন সরকার রানা ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব পরিষদের সাধারণ সম্পাদক আবদুস সালাম মৃধা প্রমুখ।

মশারে কর উৎসে বিনাশ- কলকাতার মন্ত্র শেখালেন অতীন ঘোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ০৫।। দীর্ঘ আট বছরের চেষ্টায় কলকাতা কী করে ডেঙ্গু জ্বরের বাহক এইডিস মশা নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে সেই অভিজ্ঞতা ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলামকে শোনালেন কলকাতার ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ।ডেঙ্গু প্রতিরোধে ফগার দিয়ে কীটনাশক প্রয়োগের চেয়ে এইডিস মশার প্রজননস্থল ধ্বংসের ওপর গুরুত্ব দিলেন তিনি।

সোমবার দুপুরে কলকাতা পুরসভা থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঢাকা উত্তরের নগর ভবনে মেয়র আতিকের সঙ্গে যুক্ত হন অতীন ঘোষ।তিনি বলেন, প্রতিরোধ ও প্রতিকার- এই দুই ভাগে ভাগ করে সারা বছর ধরে তারা ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণের কাজটি করে যাচ্ছেন। আর এ কাজ চলছে ২০০৯ সাল থেকে।ওয়ার্ড, বরো ও হেড কোয়ার্টার- এই তিন পর্যায়ে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে নজরদারি করা হয় কলকাতা পুরসভায়। মনিটরিংয়ের পাশাপাশি চলে জনগণকে সচেতন করার কাজ।'মশারে করো উৎসে বিনাশ'- এই স্লোগান নিয়ে বাসা-বাড়ি কিংবা উন্মুক্ত জলাশয় যেখানেই এইডিস মশার প্রজননস্থল পাওয়া যায় তা ধ্বংস করা হয় বলে জানান কলকাতার ডেপুটি মেয়র।গত জুনের শুরু থেকে ঢাকায় ডেঙ্গুজ্বরের প্রকোপ বাড়তে থাকলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে বলে দাবি করছিল সিটি করপোরেশন কর্তৃপক্ষ। কিন্তু জুলাইয়ের শেষে এসে এ রোগ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে।এইডিস মশার প্রজননস্থানগুলো ধ্বংসে সফলতা না এলে সেপ্টেম্বরে এ রোগের প্রকোপ আরও বাড়তে পারে বলে সতর্ক করা হয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে।ডেঙ্গু পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হতে থাকায় সমালোচনার মুখে পড়ে ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন। মশা নিধন কার্যক্রমে শিথিলতার অভিযোগ ওঠে দুই সিটির বিরুদ্ধে।এই পরিস্থিতিতে গত ১ অগাস্ট এক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার পর উত্তর সিটির মেয়র আতিকুল ইসলাম বলেন, মশা মারতে তার সততার কোনো অভাব নেই, অভাব আছে অভিজ্ঞতায়।সেই ঘাটতি পূরণে কলকাতা পুরসভার অভিজ্ঞতা থেকে শেখার আগ্রহের কথা সেদিন সাংবাদিকদের বলেন মেয়র আতিক।তিনি বলেন, টেলিফোনে কলকাতার ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষের সঙ্গে তার কথা হয়েছে; তাকে শিগগিরই ঢাকায় নিয়ে আসা হচ্ছে।এর ধারাবাহিকতায় সোমবার ভিডিও কনফারেন্সে কথা হয় অতীন ও আতিকের।ঢাকার কোন কোন এলাকা ডেঙ্গুপ্রবণ তা চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে উত্তরের মেয়রকে পরামর্শ দেন কলকাতার ডেপুটি মেয়র। তিনি বলেন, কৌশল ঠিক করতে হবে প্রয়োজন অনুযায়ী।

"কলকাতা পুরসভা নয় বছর ধরে অবকাঠামোভিত্তিক লড়াই চালিয়ে আজকের অবস্থানে এসেছে। একই সাথে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছারও গুরুত্ব আছে।"অতীন ঘোষ জানান, কিউলেক্স মশা নিয়ন্ত্রণে ফগার মেশিনের সাহায্যে ওষুধ প্রয়োগ কার্যকর ফল দিলেও এইডিস মশা দমনে এর কার্যকারিতা কম।অভিজ্ঞতা বিনিময় করায় তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলাম বলেন, এই কনফারেন্স থেকে অনেক 'নলেজ শেয়ারিং' হল।''কলকাতার অভিজ্ঞতা আমরা কাজে লাগাতে পারব। কলকাতার সাথে এ ধরনের নলেজ শেয়ারিং এটি প্রথম হলেও শেষ নয়।

ভবিষ্যতে দুই শহরের যোগাযোগ অব্যাহত থাকবে।"

স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক মো. খলিলুর রহমান, ডিএনসিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আবদুল হাই, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোমিনুর রহমান মামুন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক কবিরুল বাশার, কীটতত্ত্ববিদ ড় মঞ্জুর আহমেদ চৌধুরী, কলকাতা পুরসভার চিফ ভেক্টর কন্ট্রোল অফিসার ডা. দেবাশীষ বিশ্বাস, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. মনিরুল ইসলাম, উপ-প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. সুব্রত রায় চৌধুরী, স্বাস্থ্য বিষয়ক মুখ্য পরামর্শক ডা. তপন মুখার্জী ভিডিও কনফারেন্সে অংশ নেন।

তাহলে উন্নয়নটা কোথায়, প্রশ্ন ফখরুলের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ০৫।। ডেঙ্গুর পাশাপাশি সড়কে নিরাপত্তাহীনতা, জীবনের নিরাপত্তাহীনতার বিষয়গুলো তুলে ধরে সরকারে উন্নয়ন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।"কোথায় উন্নয়ন? যেখানে আমি হাসপাতালে আমার রোগীদের চিকিৎসা দিতে পারি না, যেখানে আমি মশক নিধনের জন্য ওষুধ আনতে পারি না, যেখানে আমি একটা নিরাপদ সড়ক তৈরি করতে পারি না, যেখানে মানুষের জীবনেরে কোনো নিরাপত্তা নেই, সেখানে উন্নয়ন কোত্থেকে?"গত ১০ বছরের শাসনে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করাসহ অর্থনীতির নানা সূচকে অগ্রগতি দেখিয়ে আসছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। সোমবার নয়া পল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের উদ্যোগে ডেঙ্গু রোগীদের জন্য স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠান এবং জাতীয় প্রেস ক্লাবে কে এম হেমায়েত উল্ল্যাহ আওরঙ্গের ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকীর আরেকটি আলোচনা সভায় বক্তব্যে আওয়ামী লীগের কৃতিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিএনপি মহাসচিব।তিনি বলেন, "আমরা এমন একটা রাষ্ট্রে বাস করছি, যে রাষ্ট্রে আমাদের জীবনের কোনো নিরাপত্তা নাই। এই সরকার তাদের নিজেদের সুরক্ষার জন্য দুর্নীতি করছে। সেই দুর্নীতির টাকা দিয়ে বাইরে তারা বাড়ি-ঘর নির্মাণ করছে।"আইনজীবী শাহদীন মালিকের এক বক্তব্য উদ্ধৃত করে ফখরুল বলেন, "তিনি কয়েকদিন আগে বলেছেন, বাংলাদেশের নাগরিকের কোনো সুরক্ষা নেই। তার ওই বক্তব্যের উপর আজকে যুগান্তর পত্রিকায় একটি জরিপে প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে শতকরা ৯৩ জন এই কথাকে সমর্থন করেছে।"অর্থাৎ প্রত্যেকটি মানুষ মনে করছে, এ রাষ্ট্র নিরাপদ নয়। ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চা মেয়েকে ধর্ষণ করা হচ্ছে, গলা কেটে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, প্রকাশ্যে দিবালোকে আদালতের ভেতরে খুন করা হচ্ছে। কোথায় রাষ্ট্র?"এই অবস্থা থেকে উত্তরণে খালেদা জিয়ার মুক্ত করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে সবাইকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান বিএনপি মহাসচিব।

"কারণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ছাড়া এসব সম্ভব না। সংসদে যারা যাবেন, তাদের জনগণের প্রতিনিধি হতে হবে। তা না হলে এই সুরক্ষা করা সম্ভব না, ডেঙ্গু নির্মূলও সম্ভব না, মানুষের নিরাপত্তা দেওয়াও সম্ভব না।"

ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বাড়তে থাকায় উদ্বেগ জানিয়ে এক্ষেত্রে ব্যর্থতার জন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেককে দায়ী করেন বিএনপি মহাসচিব ফখরুল।তিনি বলেন, "এখন সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা হচ্ছে যে আমরা বাঁচব কি বাঁচব না, ডেঙ্গু আক্রান্ত হব কি হব না। আমাদের সাহেবরা যারা আমাদের মাথার উপর বসে ছড়ি দিয়ে দেশ চালাচ্ছেন, তারা তো বলছেন 'ঠিক আছে, সব কিছু নিয়ন্ত্রণে আছে'।"আজকে পত্রিকায় আছে, সরকারি হিসাব অনুযায়ী ১৫ হাজার ৭৬০ জনের (আক্রান্ত হওয়ার)। আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়েছেন। উনি তো জানেনই না, কতজন মারা গেছেন।

"আমাদের মেয়র দুজন প্রথমে বললেন গুজব। এখনও তারা যেসমস্ত কথা-বার্তা বলছেন, তাতে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এদের কোনো দায়িত্বশীলতা নেই। আসলে এদের কোনো লজ্জা নেই, শরম নেই। একথায় বলা যায় বেহায়া, বেশরম।"ফখরুল বলেন, "সংসদে তো কোনো কিছুই নাই। ওখানে একটা তথাকথিত তাদের পছন্দমতো বিরোধী দল দাঁড় করিয়ে রেখেছে।"

জেনিভায় মানবাধিকার বিষয়ক সম্মেলনে গুমের কথা অস্বীকার করে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক 'মিথ্যাচার' করেছেন বলে মন্তব্য করেছেন মির্জা ফখরুল।তিনি বলেন, "কয়েকদিন আগে জেনিভাতে মানবাধিকারের ওপরে একটা কনভেশন হয়েছে। সেখানে বাংলাদেশ সরকারকে প্রায় ২০ বছর আগে বিভিন্ন সময়ে জবাবদিহিতা চেয়েছিল। এই সরকার ১০/১২ বছর দায়িত্বে আছে, তারা কোনো জবাবদিহি করেনি। ১০/১২ বছর পরে বাধ্য হয়ে মানবাধিকারের কমিটি নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে বাংলাদেশকে ডেকেছে, তাদের কাছে মানবাধিকারের প্রশ্নগুলো উত্থাপন করেছে এবং দেশে যে নির্যাতন হয়, সে সম্পর্কে সরকারের বক্তব্য কী?"অবলীলায় আমাদের আইনমন্ত্রী বলছেন, বাংলাদেশে কোনো গুম হয় না, কোনো গুমের কথা তাদের জানা নেই। অথচ পত্রিকায় ২/১ দিন ধরে আমরা দেখছি, একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলের সিনিয়র সাংবাদিক গুম হয়ে গেছেন। আমাদের এম ইলিয়াস আলী এমপি ছিলেন, চৌধুরী আলম কাউন্সিলর ছিলেন, পারভেজ এমপি ছিলেন, তারাও ৭/৮ বছর হয়ে গেছে তাদের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। আমাদের প্রায় ৫শ'র উপর নেতা-কর্মী গুম হয়ে গেছে। আমরা এমন একটা রাষ্ট্রে বাস করছি, যে রাষ্ট্রে আমাদের জীবনের কোনো নিরাপত্তা নাই।"

নয়া পল্টনে স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি শফিউল বারী বাবুর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল কাদের ভুঁইয়ার পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী, যুগ্ম মহাসচিব হাবিব উন নবী খান সোহেল, স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক মীর সরফত আলী সপু বক্তব্য রাখেন।

প্রেস ক্লাবের অনুষ্ঠানে ছিলেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হাবিবুর রহমান হাবিব, শাহ মো. আবু জাফর, জামাল শরীফ হিরু, শহীদুল ইসলাম বাবুল, হেলেন জেরিন খান, আমিরুজ্জামান খান শিমুল, শাহজাহান মিয়া সম্রাট, এসএম জাহাঙ্গীর, কে এম আলমগীর ও প্রয়াত আওরঙ্গের স্ত্রী তাহমিনা আওরঙ্গ।

সোমবার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির বলিদান দিবসের সম্মান জানান ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা। ছবি- নিজস্ব।

উন্নতি ভালো লাগছে না, তাই ষড়যন্ত্রে বিএনপি : হাছান

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ০৫।। রাজনৈতিকভাবে আওয়ামী লীগকে মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়ে বিএনপি এখন গুজব ছড়াচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক হাছান মাহমুদ।

সোমবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি বলেন, "বাংলাদেশ উন্নত হচ্ছে এটি বিএনপির ভালো লাগছে না। এজন্য দেশে তারা নানা ধরনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তারা দেশে গুজব ছড়াচ্ছে।"তারা প্রথমে পদ্মা সেতু নিয়ে গুজব ছড়িয়েছে, ছেলেধরা নিয়ে গুজব ছড়িয়েছে, তারপর হারপিক আর ব্লিচিং পাউডার নিয়ে গুজব ছড়িয়েছে। এরপর এখন প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে গুজব ছড়ানোর চেষ্টা করছে। এরা রাজনৈতিকভাবে পরাজিত হয়ে, হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে গুজবের আশ্রয় নিয়েছে। আওয়ামী লীগকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়ে গুজবের আশ্রয় নিয়েছে বিএনপি।

তথ্যমন্ত্রীর দায়িত্বে থাকা হাছান মাহমুদ বলেন, "বুদবুদ যেমন হাওয়ায় মিলিয়ে যায়, তারাও ঠিক হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে। যারা দেশের উন্নয়ন চায় না, সমাজের অস্থিরতা তৈরি করার চেষ্টা করছে, যারা দেশবিরোধী কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, তাদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ করতে হবে।"

খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য তার আইনজীবীদের আইনি লড়াই জোরদার করার পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, "বিএনপি নেতাদের বক্তব্যে দেখলাম খালেদা জিয়াকে মুক্তি দিলে নাকি ডেঙ্গু মশা চলে যাবে। অর্থাৎ তারা এটি প্রমাণ করছে রাজনৈতিকভাবে তারা হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।"

তারা এও বলছে- আওয়ামী লীগ নাকি খালেদা জিয়ার মুক্তি চায় না। তিনি একজন সাজাপ্রাপ্ত আসামি। আদালতের মাধ্যমে তার মুক্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের তো কোনো বাধা নেই। আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে তিনি যদি মুক্তি পান সেক্ষেত্রে তো সরকারের পক্ষ থেকেও কোনো বাধা নেই।"

জিয়াউর রহমান জাতিসংঘে পাকিস্তানের পক্ষে ওকালতি করেছিলেন এমন দাবি করে হাছান মাহমুদ বলেন, "দেশ যখন অদম্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন যে শক্তিটি দেশের অভ্যুদয় চায়নি, সেই শক্তির পরবর্তী প্রজন্মের আশ্রয়স্থল হচ্ছে জিয়াউর রহমান।

যারা বাংলাদেশ চায়নি, তাদেরকে পুনর্বাসিত করেছিলেন জিয়াউর রহমান। তিনি পাকিস্তান প্রতিনিধি দলের ডেপুটি লিডার হিসেবে জাতিসংঘে গিয়ে পাকিস্তানের পক্ষে ওকালতি করেছিলেন যে- বাংলাদেশে কোনো মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে না।"বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব পরিষদের সভাপতি আব্দুল মান্নান চৌধুরীর সভাপতিত্বে আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সাধারণ সম্পাদক শাহে আলম মুরাদ, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক অরুণ সরকার রানা।

যুক্তরাষ্ট্রে গুলিবর্ষণের ঘটনায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিন্দা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ০৫।।প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুক্তরাষ্ট্রে দু'টি পৃথক পৃথক গুরুতর গুলিবর্ষণে অন্তত ২৯ জন নিহত ও বেশ কয়েক ডজন লোক আহত হওয়ার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন।

সোমবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে পাঠানো এক বার্তায় তিনি বলেন, 'এই সপ্তাহান্তে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস ও ওহিওতে ১৩ ঘন্টার ব্যবধানে দু'টি মারাত্মক গুলিবর্ষণের ঘটনায় ২৯জন নিহত ও বেশ কয়েক ডজন লোক আহত হওয়ায় আমি অত্যন্ত মর্মাহত।'

তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে আমি এই বর্বরোচিত সন্ত্রাস ও সহিংসতার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।'সন্ত্রাসীদের কোন বর্ণ, জাতি বা ধর্ম নেই উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, তাদের একমাত্র পরিচয় তারা সন্ত্রাসী।প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকারের ঘোষিত ও অনুসৃত নীতি হচ্ছে 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স'।

শেখ হাসিনা বলেন, 'আমার প্রিয় বাবা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং আমার পরিবারের অধিকাংশ সদস্য ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে জঘন্য সন্ত্রাসী হামলার শিকার হন। আমি নিজেও আমার জীবনে বেশ কয়েকবার সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয়েছি।'প্রধানমন্ত্রী ট্রাম্পের কাছে এবং তাঁর মাধ্যমে বন্ধুপ্রতিম মার্কিন জনগণের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা জানান।তিনি বলেন, 'আপনাদের সকলের জন্য বিশেষ করে শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের জন্য আমাদের সহমর্মিতা ও প্রার্থনা রইল। এই মর্মান্তিক ও কঠিন সময়ে আমরা আপনাদের পাশে রয়েছি এবং আমাদের দু'দেশ ও এর বাইরে যে কোন ধরনের সন্ত্রাসবাদ এবং সহিংস উগ্রবাদ মোকাবেলায় আমাদের সর্বাত্মক সহায়তার প্রস্তাব করছি।'প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, 'এই কঠিন সময়ে আসুন আমরা ঘৃণা ও কট্টরপন্থার বিরুদ্ধে আমাদের প্রচেষ্টা বহুগুণ জোরদার করি এবং আমাদের গ্রহ থেকে সন্ত্রাসবাদ ও সহিংস উগ্রবাদের হুমকি নির্মূল এবং এটিকে আগামীর প্রজন্মের জন্য আরো নিরাপদ করে গড়ে তুলতে আমাদের একযোগে কাজ করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করি।'শেখ হাসিনা এই দুই ঘটনায় নিহতদের আত্মার চির শান্তি এবং তাদের বিদেহী আত্মার মুক্তি কামনা করেন।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

স্বাস্থ্যে কাজু বাদামের বিভিন্ন উপকারিতা জেনে নিন

কাজু বাদাম খাওয়া কি স্বাস্থ্যকর? এমন প্রশ্নের জবাবে বলতে হয়, পুষ্টিগুণ এবং শারীরি উপকারিতার দিক থেকে কাজুবাদামের কোন বিকল্প হয় না বললেই চলে। এতে উপস্থিত প্রোটিন অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট খনিজ এবং ভিটামিন নানাভাবে শরীরের উপকারে লেগে থাকে। শুধু তাই নয়, কাজু বাদামে ভিটামিনের মাত্রা এত বেশি থাকে যে চিকিৎসকেরা একে প্রকৃতির ভিটামিন ট্যাবলেট নামও ডেকে থাকেন। একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত যদি কাজু বাদাম খাওয়াযায়, তাহলে শরীরে নানা পুষ্টিকর উপাদানের ঘাটতি দূর হয়, সেই সঙ্গে আরও কিছু উপকার পাওয়া যায়। ক্যান্সার রোগ দূরে থাকে মারণ রোগটি যদি সাপ হয় , তাহলে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হল বেজি। তাই তো যেখানে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে সেখানে ক্যান্সার সেলের খোঁজ পাওয়া কঠিন হয়েদাঁড়ায়। তাই তোপ্রতিদিন এক মুঠো করে কাজু বাদাম খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিৎসকরাও। আসলে এই বাদামটির শরীরে রয়েছে প্রচুর মাত্রায় অ্যান্টি অক্সিডেন্ট, যা ক্যান্সার সেলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার পাশাপাশি টিউমার যাতে দেখা না য়ে সেদিকেও খেয়াল রাখে। প্রসঙ্গত, কাজু বাদামে থাকা প্রম্যাছোসায়ানিডিন নাম একটি উপাদানএক্ষেতে বিশেষ ভমিক পালন করে থাকে। সংক্রমণের আশঙ্কা কমে প্রাকৃতিক উপাদানটিতে থাকা জিঙ্ক, ভাইরাসের আক্রমণের হাত থেকে শরীরকে রক্ষা করে। তাই আপনি যদি এই ধরনের ইনফেকশনের শিকার প্রায়শই হয়ে থাকেন, তাহলে রোজের ডায়েটে কাজু বাদামের অন্তর্ভুক্তি ঘটাতেই পারেন। হার্টের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা কমে কাজু বাদামে উপস্থিত অ্যান্টি অক্সিডেন্ট একদিকে যেমন ক্যান্সার রোগকে দূরে রাখে তেমনি নানবিধ হার্টের রোগ থেকে বাঁাতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই যাদে পরিবার হার্ট ডিজিজের ইতিহাস রয়েছে, তারা প্রয়োজনে মনে করলে এই প্রকৃতির উপাদানটির সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতেই পারেন। ব্লাড প্রেসার নিয়ন্ত্রণে রাখা মাঝে মধ্যেই কি রক্তচাপ গ্রাফের কাঁটার মতো ওঠা নামা করে? তাহলে তো চটজলদি কাজু খাওয়া শুরু করতে হবে। কারণ এই বাদামে রয়েছে ম্যাগনেসিয়াম, যা ব্লাড প্রেসারকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

শিম চাষ: বীজ বপনের উপযুক্তসময়

শীতকালে দেশি শিম খুবই জনপ্রিয় সবজি শীত মরশুমের শুরুতেই সরবরাহ কম থাকায় দাম চড়া থেকে আমিষসমৃদ্ধ দেশি শিম একটি গুরুত্বপূর্ণ শীতকালন সবজি এটি পুষ্টিকর , সুস্বাদু ও অত্যন্ত জনপ্রিয় শিমের কচি শুঁটির বীজে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন ও শ্বেতসার থাকে বলে খাদ্য হিসেবে খুব উপকারী। তাছাড়া এতে যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস এবং ভিটামিন 'এ', 'বি' ও 'সি' থাকে। আমাদের দেহের পুষ্টিসাধনে এসব পুষ্টি উপাদানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

শিম সব ধরনের মাটিতেই চাষ করা যায়। তবে দো আশ বা বেলে দো আশ মাটি দেশি শিম চাষের জন্য বেশি উপযোগী। জল জমে না এমন উঁচু জমি শিম চাষের জন্য বেছে নেওয়া ভাল।

উপযোগী জমি ও মাটি : প্রায় সব ধরনের মাটিতে শিম চাষ করাযায়। তবে দোষ আশ ও বেলে দো আশ মাটিতে এর ফলন সবচেয়ে ভাল হয়।

জাত নির্বাচন ঃ শিমের বিভিন্ন জাতের মধ্যে ঘৃতকাঞ্চন, নলডক, আশ্বিনা, কার্তিকা, নলডক, হাতিকান, বৌকানী , রূপবান , বারি শিম- বারি শিম ২, বারিশিম ৩, বারি শিম ৪, ইপসা -১ ও ইপসা ২ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বীজ বপনের সময় ঃ আষাঢ় থেকে ভাদ্র মাস বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।

মাদা তৈরি ও সার প্রয়োগ: দেশি শিম প্রধানত মাদা প্রথায় বসতবাড়ির আশে পাশে পুকুরপাড়ে, পথের ধারে ও জমির আইলে চাষ করা হয়। তবে চাষ করা হলে ১ মিটার সারিকরে প্রতি সারিতে ৫০ সেমি পর পর ৪৫ সেমি লম্বা, ৪৫ সেমি চওড়া ও ৪৫সেমি গভীর করে মাদা তৈরি করতে হয়। তারপরপ্রতি মাদার মাটির সঙ্গে ১০ কেজি পচা গোবর, ১৫০ গ্রাম টিএপি ও ১০০ গ্রাম এসওপি সার ভালোভাবে মিশিয়ে মাদা ভরাট করতে হবে । বীজবপনকালে বর্ষাথাকে, তাই মাদায় যাতে জল না জমে সে জন্য জমির সাধারণ সমলত হতে মাদার ভরাটি মাটি ৫ সেমি পরিমাণ উঁচু রাখতে হয়।

বীজ বপন ঃ মাদায় সার প্রয়োগের ৮-১০ দিন পর প্রতি মাদায় দুই তিনটি বীজ ফাঁক ফাঁক করে ২.৫ - ৩.০ সেমি গভীর বপন করতে হয়। চারা গজানোর১০-১২ দিন পর প্রতি মাদায় দুটি সুস্থ ও সবল চারা রেখে বাকিগুলি উঠিয়ে ফেলতে হবে। বীজ বপনের আগে ২৪ ঘন্টা জলে ভিজিয়ে নিলে তাড়াতাড়ি চারা গজায় এক শতক বা ৪০ বর্গমিটার জমিতে ৪০ গ্রামশিম বীজের প্রয়োজন হয়।

পরবর্তী পরিচর্যা ঃ শিমের চারা ও তার আশপাশের আগাছা নিড়ানি দিয়ে নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। তাছাড়া মাঝে মধ্যে নিড়ানি দিয়ে চারার গোড়ারমাটি খুঁচিয়ে আলাদা ও ঝুরঝুরে করে রাখতে হবে। শিমের খরা সহ্য করার মতো থাকলে ও বৃষ্টির অভাবে মাটিতে রসের ঘাঁটতি হলে জল সেচ দিতে হবে।

উপরি সার প্রয়োগ: শিমের জমিতে সার উপরি প্রয়োগের কাজ দুই কিস্তিতে করতে হয় প্রথম কিস্তি চারা গজানোর এক মাস পর এবং দ্বিতীয় কিস্তি গাছে দুই চারটি ফুল ধরার সময়। প্রতি কিস্তিতে মাদা প্রতি ২৫ গ্রাম ইউরিয়া ও ২৫ গ্রাম এমওপি সার গাছের গোড়ার চারদিকে উপরি প্রয়োগকরে মাটির সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। সার প্রয়োগের সময় মাটিতে রসের অভাব হলে ঝাঁঝরি দিয়ে জল সেচ দিতে হবে।

মাচা ও বাউনি দেওয়া ঃ শিমগাছ বাওয়ার সুযোগ যত বেশি পায়, ফলন তত বেশি হয়। তাই শিমগাছ যখন ১৫-২০ সেমি লম্বা হবে তখন গাছের গোড়ার পাশে বাঁশের ডগা (কঞ্চিসহ) মাটিতে পুঁতে দিতে হবে। এ ঝড়েশিমগাছ পড়ে ভালো ফুল ও ফল দিতে পাে।

রোপণের আগে পরে করণীয় ও পরিচর্যা ঃ আষাঢ় থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত দেশি শিমের বীজ বপন করার সময়। যে মাসেই বীজ বপন করা হোক, অগ্রহায়ণের শেষ বা কার্তিক শুরুর আগে কোন গাছেই ফুল ও ফল ধরে না, ব্যতিক্রম বারমাসী জাত। দেশি শিমে যেহেতু আগাম, মাঝরি ওনারী জাত আছে, তাই জাতের সঠিক তথ্য নাজেনে চাষ করলে সময়মতো ফলন পাওয়া যায় না। দেশি শিম ক্ষেত ছাড়াও বসতবাড়ির দেওয়ালের পাশে, আঙিনার ধারে ছোট মাচায়, ঘরের চালে পুকুর ও রাস্তার ধারে এবং ক্ষেতের আইলে চাষ করা যায়। ক্ষেতে চাষ ও মই দিয়ে জমি ভালোভাবে ঝুরঝুরে ও সমান করে নিতে হয়। এরপর ১০ ফুট দূরত্বে সারিকরে সারিতে ৫ ফুট পর পর গর্তবা মাদা তৈরি করতে হয়। দেড় ফুট চওড়া ও দডড়েদ ফুট গভীর গর্তুখুড়ে গর্তের মাটির সঙ্গে ১০ কেজি জৈব বা গোবর সার, ৫০ গ্রম ইউরিয়া, ১০০ গ্রাম টিএসপি ও ৫০ গ্রাম এমওপি সার মিশিয়ে ৬ থেকে ৭ দিন রেখে দিতে হয়।

শিমের রোগ বালাই: পাতার রোগ : দেশি শিমের পাতায় কালো দাগ ও ফোস্কা পড়া দেখা দিলে মেনকোজের জাতীয় ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হয়। আর পাতায় হলুদ মোজাইকরোগ হলে গাছটি তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হয়। রোগটি হয় জ্যাসিড বা সাদা মাছির কারণে।এজন্য অন্যান্য সুস্থ গাছে ইমিডাক্লোরপিড বা ফেনথিয়ন গ্রুপের কীটনাশন স্প্রেকরে জ্যাসিড বাসাদামাছি নিয়ন্ত্রণ করতে হয়।

গোড়া ও শিকর পচা রোগ:শিকর পচা রোগ হলে আক্রান্ত গাছ তুলে বাকি গাছে ও মাটিতে ভাল করে কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হয়। শিমের গোড়া ও শিকড়পচা রোগ সাধারণত বর্ষার শুরুতে বা অতি বর্ষণের ফলে গোড়ায় জল জমলে হয়।তবে মাঝেমাঝে আবহাওয়ারআর্দ্রতা বেড়ে গেলে ও উচ্চ তাপমাত্রায় গোড়াপচারোগের প্রকোপ বাড়ে গাছের বৃদ্ধির যে কোন অবস্থাতেই এ রোগ হতে পারে মাটির ঠিক ওপরে গাছের কাণ্ডে লালচে বাদামি দাগ পড়ে ধীরে ধীরে এইদাগ বিস্তার লাভ করে বেশি হলে শিকড়েও ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত অংশ আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায়,ফলে গাছ দুর্বল হয়। ফলন কম হয়। কখনো কখনো গাছগুলো মরেও যেতে পারে। চারা অবস্থায় আক্রান্ত হলে চারা মারা যায়। মরিচা রোগ: দেশি শিমগাছের বয়স্ক অবস্থায় মোজাইক বা মরিচা রোগ দেখা যায়। এটি ছত্রাকঘটিত রোগ। মাঘ মাসের শুরুর দিকে বিশেষ করে এ সময় দু-এক পশলা বৃষ্টি হলে বা বেশিকুয়াশা হলে এই রোগদেখা দেয়।শিমগাছের পাতায় বিশেষ করে নিচের দিকের পুরনো পাতায়, কাণ্ডে ও ডগার বা কখনো কখনো শুঁকিয়ে মরিচা রোগের আক্রমণ দেখা যায়। এর আক্রমণে ছোট ছোট বাদামি ধূসর রঙের দাগ পড়ে পাতায়। পরে দাগগুলো আকারে বাড়। পরে দাগগুলো আকারে বাড়ে, গোলাকার বা কোণবিশিষ্ট হয় এবং গাঢ় বাদামি রং ধারণ করে শেষে বড় দাগগুলো কালো রঙে রূপান্তরিত হয়।

সত্যি কি সন্তানের জন্ম দিতে পারবে পুরুষও ?

চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এখন আগের থেকে অনেক কিছুই সম্ভব হচ্ছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতিতেই আর শুধু মহিলারাই নন, এবার সন্তানের জন্ম দিতে পারবেন পুরুষও। 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট' বা গর্ভ রোপনের মাধ্যমে পুরুষরাও হতে পারবেন অন্তঃসত্ত্বা এবং ভবিষ্যতে জন্ম দিতে পারবেন সন্তানের। এমনটাই দাবি বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় প্রজনন বিশেষজ্ঞরা।

ইন্ডিপেন্ড-এ প্রকাশিত খবর অনুযায়ী জানা গিয়েছে যে, যে পদ্ধতিতে মহিলাদের 'উম্ব ট্রান্স প্ল্যান্ট' করা হয়ে থাকে, সেই একই পদ্ধতি পুরুষদের উপর প্রয়োগ করলে, পুরুষরাও সন্তানের জন্ম দিতে পারে। প্রজনন বিশেষজ্ঞ ডক্টর রিচার্ড পলসন এই প্রসঙ্গে বলেন যে, 'চিকিৎসা বিজ্ঞানের কাছে এটা একটা চ্যালেঞ্জ। মহিলা এবং পুরুষদের আলাদা আলাদা আকৃতির পেলভিস রয়েছে। গর্ভ রোপণের পদ্ধতি খুবই জটিল একটি বিষয়। আর বিষয়টা সিজারিয়ান সেকশনের মাধ্যমে একজন ট্রান্সজেন্ডার মহিলার সন্তান জন্ম দেওয়ার মতোই।

তবে আমাদের দেশের চিকিৎসা শাস্ত্রের যা পরিকাঠামো তাতে কি আদৌ সম্ভব পুরুষদের 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট'? আমরা কথা বলেছিলাম স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ গৌতম খাস্তগীরের সঙ্গে । তিনি বলেন, 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট বিষয়টি আমাদের কাছে এখনও প্রায় বলতে গেলে কল্পনার জগতেই রয়েছে। এটি করা আদৌ সম্ভব কিনা, তা এখনও পর্যন্ত নিশ্চিত নয়। মহিলাদের ক্ষেত্রেই বিষয়টি এখনও বেশ জটিল পর্যায়ে রয়েছে, পুরুষদের ক্ষেত্রে আরও বেশি জটিল। মহিলাদের ক্ষেত্রেই এই উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট-র মতে জটিল অপারেশন সারা পৃথিবীতে মাত্র ৩ থেকে ৪ টি হয়েছে। এবং সেগুলিও এখনও পর্যন্ত খুব একটা সফল নয়। 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট'-এর ক্ষেত্রে রোগীকে দুটি বড় বড় অপারেশনেরমধ্যে দিয়ে যেতে হবে।' সেগুলিও এখনও পর্যন্ত খুব তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন, 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট'-এর ক্ষেত্রে উন্নত পরিকাঠামোর প্রয়োজন। আমাদের দেশে এক থেকে দুটি এমন অপারেশন হয়েছে। সেগুলি সব হয়েছে পুনেতে। বেশিরভাগ জায়গাতেই এই অপারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো নেই। পাশাপাশি সেই পরিকাঠামো তৈরির জন্য যা খরচ হয়েছে, তা অন্য কোনও ক্ষেত্রে ব্যবহার করলে অনেক বেশি পল পাওয়া যাবে। বিদেশে এই অপারেশন সফল হয়েছে। তবে, ১০ টি অপারেশনের মধ্যে একটি সফল হয় এই ক্ষেত্রে। পুনেতে যে অপারেশনগুলি হয়েছে, তাও সফল হয়েছে কিনা জানা যায়নি।' কী এই উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট?

অন্য কোনও মহিলার ইউট্রাস নিয়ে অন্য কোনও মহিলা কিংবা পুরুষের শরীরে প্রতিস্থাপন করাহয়। এই প্রতিস্থাপনের জন্য ৬ থেকে ৮ ঘন্টার দীর্ঘ অপারেশন হয়। যার শরীরে 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট' করা হচ্ছে, তার পরিবর্তন হচ্ছে হরমোনেরও। হরমোন পরিবর্তন কী কী ঝুঁকি কিংবা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে? চিকিৎসক গৌতম খাস্তগীর বলেন, 'হরমোন পরিবর্তন তেমন কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। কিন্তু এই অপারেশনে ঝুঁকি এত বেশি যে, চিকিৎসকরা এখনও উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট' নিয় আশাবাদী নন। তবে, আরও একটি পদ্ধতি রয়েছে। কৃত্রিমভাবে উম্বস্ট্রান্সপ্ল্যান্ট'যাতে শরীরের মধ্যে প্লাস্টিকের মতো একটা বস্ত ভরে দেওয়া হবে। যার মধ্যে বাচ্চাটি বড় হবে। এবং এটাকে পেটের মধ্যে ভরে দেওয়া 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট'-এর তুলনায় অনেক সহজ হবে। কৃত্রিম প্রক্রিয়াটিকে কতটা সফল করা যায়, তা নিয়েই এখন গবেষণাচলছে।''

ধূমপান শিশুমৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ায়

সর্দিকাশি থেকে শুরু করে দাঁতের ক্ষয়, এমনকি হজমের সমস্যা ও ডায়ারিয়া, বাচ্চাদের নানা অসুখবিসুখের অন্যতম কারণ সিগারেটসহ তামাকের ধোঁয়া।

এমনকি এক বছরের কম বয়সী শিশুদের আচমকা মৃত্যুর অন্যতম কারণ হতে পারে বাবা অথবা বাড়ির বড়দের ধূমপান।

সিগারেট না টানলেও ফুসফুসের ক্যানসারের ঝুঁকি থাকে। এ যেন অন্যের দোষে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দেয়া।

সিগারেটের ধোঁয়া প্রবেশ করে শিশুদের শরীরে নানা অসুখবিসুখের সঙ্গে ক্যানসার ডেকে আনতে পারে।

সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে বড় হরফে ক্যানসারের কারণ লেখা থাকলেও ধূমপায়ীদের কেউই খুব একটা তোয়াক্কা করেন না। তাদের নিজেদের ক্ষতির সঙ্গে সঙ্গে অসুস্থ করে তুলছেন বাচ্চাদের। দু'চারটে নয়, সাত হাজার ক্ষতিকর রাসায়নিক পাওয়া গিয়েছে সিগারেট বিড়ির ধোঁয়ায়। এদের মধ্যে ১০০ টি অত্যন্ত ক্ষতিকর ৭০ টি কার্সিনোজেনিক, অর্থাৎ ক্যানসার ডেকে আনতে সিদ্ধহস্ত। গর্ভবতী মায়েদের মধ্যে ধূমপানের প্রবণতা থাকলে গর্ভস্থ ভ্রূণ ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অনেক সময় গর্ভস্থ শিশুর বৃদ্ধি ব্যাহত হয়ে নির্ধারিত সময়ের আগেই সন্তান বেরিয়ে আসে। গর্ভবতী মায়ের সামনে যদি বাড়ির অন্য সদস্যরা সিগারেট টানেন, তাহলেও বাচ্চার সমস্যা দেখা দিতে পারে। এমনকি অন্য ঘরে সিগারেটের ধোঁয়া টানলেও সন্তানসম্ভবার শারীরিক সমস্যার ঝুঁকি থাকে।

সাইড স্ট্রিম বেশি ক্ষতিকর

সিগারেটের ধোঁয়া দুভাবে অধুমপায়ীর শরীরে প্রবেশ করে। সিগারেট টেনে ধোঁয়া ছাড়া হলে তা যখন অন্যজন বাতাসের সঙ্গে টেনে নেন, তাকে বলে মেন স্ট্রিম। আর সিগারেট জ্বালিয়ে রাখা আছে, তার থেকেধোঁয়া সরাসরি বাতাসের সঙ্গে টেনে নিলে তাকে বলে সাইড স্ট্রিম।

এই ধোঁয়ায় আরও বেশি কার্সিনোজেনিক , অর্থাৎ ক্যানসার উৎপাদনকারী বিষাক্ত রাসায়নিক থাকে। অত্যন্ত ক্ষতিকর এই ধোঁয়া ছোটদের ভয়ানক শারীরিক ক্ষতি করে। বড়রাও ক্ষতিগ্রস্ত হন।

শ্বাসনালি ও ফুসফুসের কষ্ট

লক্ষ করে দেখবেন, বাচ্চারা খুব দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস নেয়। তাই সিগারেট বিড়ির ধোঁয়া চট করে ওরা টেনে নেয়। শিশুদের শ্বাসনালি আকারেও অনেকটা ছোট। তাই নিজেদের অজান্তে বুক ভরে টেনে নেয় বাবা কাকা মামার মতো নেশাখোরদের ছেড়ে দেয়া বিষ ধোয়া।

সেকেন্ড হ্যান্ড স্মোকিংয়ের ফলে বাচ্চার অত্যন্ত সংবেদনশীল শ্বাসনালি আর ফুসফুস 'ইরিটেটেড' হয়ে পড়ে। শুরু হয় সর্দিকাশি । এ রকম চলতে থাকলে বারবার শ্বাসনালি ও ফুসফুসের প্রদাহ হয়ে ক্রনিক সর্দিকাশি, ব্রঙ্কাইটিস, হাঁপানি ও নিউমোনিয়ার ঝুঁকি বাড়ে।

যেসব শিশুর অ্যাজমা আছে, তামাকের ধোঁয়ায় তাদের বারবার অ্যাটাক হয়। অনেক সময় ইনহেলার বা ওষুধের কোনও কাজ হয় না। নিউমোনিয়ায় কাহিল হয়ে পড়ার ঝুঁকি বাড়ে। বাচ্চার ভোগান্তির শেষ থাকে না। হাসপাতালে ভর্তি রেখে চিকিৎসা করে রিলিফ দেয়ার চেষ্টা করা হয়। বরাবরের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শ্বাসযন্ত্র। আচমকা শেষ নিঃশ্বাস পড়ার ঝুঁকি থাকে

মা, বাবা অথবা বাড়ির অন্য সদস্যদের ধুমপানের কুপ্রভাবে এক বছরের কমবয়সী বাচ্চাদের আচমকা মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে। বিশেষ করে গর্ভাবস্থার শুরুতে মা ধূমপান করলে অথবা পরোক্ষভাবে সিগারেটের ধোঁয়ার মধ্যে থাকলে এক বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে আকস্মিক মৃত্যুর ঝুঁকি থাকে। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, গর্ভবতী নারী ধূমপায়ী হলে শিশুমৃত্যুর ঘটনা অধূমপায়ীদের থেকে ৫৮ শতাংশ বেশি। সুতরাং সাবধানতা নিতেই হবে।

নাক কান দাঁতের অসুখ থেকে ক্যানসার

সিগারেটের বিষ ধোঁয়া শুধুই যে ফুসফুসের বারোটা বাজায় তা নয়, শরীরের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে বিকল করে দিতে পারে। নাক কান গলায় সংক্রমণ, কানের ইউস্টেশিয়ান টিউবে বাধা, অটাইটিস মিডিয়া, মধ্য কর্ণের সংক্রমণ থেকে ক্রমশ বধির হয়ে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ে।

কথা বলার সমস্যা তো হয়ই, মানসিক বিকাশও ব্যাহত হতে পারে। এছাড়া দাঁতের ক্ষয়, গন্ধের অনুভূতি নষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে লিউকোমিয়াসমেত নানা রক্তের অসুখ ও ক্যানসারে শঙ্কা বাড়ে।

বাড়ির বারান্দায় সিগারেট ধরালেও শিশুর ক্ষতি

নিকোটিনের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে কিছুটা ওয়াকিবহাল শিশুর নিকটাত্মীয়েরা অনেক সময় বাড়ির বারান্দায় গিয়ে সিগারেট টেনে এসে বাচ্চাকে কোলে নেন। মনে রাখবেন, এর ফলেও শিশুর শরীরে সিগারেটের বিষ প্রবেশ করে।

ধূমপানের পর জামাকাপড়ে ও ধূমপায়ীর শরীরে বিষাক্ত রাসায়নিক থেকে যায় কমপক্ষে ঘন্টা চারেক। তাই বারান্দায় সিগারেট টানলেও বাচ্চার ক্ষতির পরিমাণ বহাল থাকে পুরোদমে।

আসছে মানুষ অদৃশ্য করার প্রযুক্তি

মানুষকে অদৃশ্য করে ফেলার প্রযুক্তি এতদিন শুধু সায়েন্স ফিকশনেই দেখাগেছে। কিন্তু এবার তো বাস্তবে আনার জন্য গবেষণা চলছে। এ আবিষ্কার বাস্তবে মানুষের নাগালে এলে আগামী দিনে সেনাবাহিনী এবং বিভিন্ন পরিকাঠামো রক্ষা করতে এ প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে বলে মনে করছেন গবেষকরা।

সম্প্রতি ইনফ্রায়েড নাইট ভিশন টুল থেকে মানুষকে অদৃশ্য করতে নতুন উপাদান তৈরি করেছে ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার আরভাইনের একদল গবেষক। স্কুইডের অদৃশ্য হওয়ার ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করেই নতুন উপাদানটি প্রস্তুত করেছেন তারা।

গবেষকদের মধ্যেঅন্যতম অ্যালন গোরোডেস্কি জানিয়েছেন, মূলত আমরা একটি নরম উপাদান তৈরি করেছি, যা স্কুইডের চামড়া যেভাবে আলোর প্রতিফলন করে একইভাবে তাপ প্রতিফলিত করতে পারে। এটি অমসৃণ এবং অনুজ্জ্বল অবস্থা থেকে মসৃণ এবং চকচকে রূপ ধারণ করতে পারে, যেভাবে এটি তাপের প্রতিফলন ঘটায়। নতুন এ উপাদানের সম্ভাব্য ব্যবহার নিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, সেনাসদস্যদের আরও ভালো ছদ্মবেশ এবং মহাকাশযান স্টোরেজ কনটেইনারসহ একাধিক কাজে এটি ব্যবহার করা যেতে পারে। নতুন এ আবিষ্কারের তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে সায়েন্স জার্নালে।

ঢেঁড়শ গাছের বিভিন্ন ধরনের রোগবালাই ও তার প্রতিকার সম্পর্কে

ঢেঁড়শ আমাদের দেশে একটি সবজি জাতীয় ফসল ঢেঁড়শ চাষ করে বর্তমানে আমাদের দেশের কৃষকরা অনেক লাভবান হচ্ছেন তবে ঢেঁড়শ চাষ করার ক্ষেত্রে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় ঢেঁড়শের ক্ষেতে বিভিন্ন ধরনের রোগ বালাইয়ের আক্রমণ হয়। ঢেঁড়শের কিছুরোগবালাই ও তার প্রতিকার ঃ

ঢেঁড়শ গাছের বিভিন্ন রোগের লক্ষণ ও বর্ণনা

১. উইল্ট রোগ: ক) ফিউসেরিয়াম ও ওক্সিস্পোরাম এফ ভেসিনফেকটাম নামক ছত্রাকের আক্রমণে এই রোগ হয়ে থাকে এই রোগ ঢেঁড়শ গাছের অনেক ক্ষতি করে থাকে। খ) এই রোগে আক্রান্ত গাছ হলদে ও বামনাকৃতির হয়ে যায়। এরপরে পাতাগুটিয়ে গাছ ঢলে পড়ে যায় এবং এরপরে গাছ মরে যায় গ) আক্রান্ত গাছের কাণ্ড অথবা শিকড় লম্বালম্বিভাবে চিরলে এক মধ্যকার রস সঞ্চালন নালীকে কালো মনে হয়। এইরোগের আক্রমণ বেশি হলে গাছের সম্পূর্ণ কাণ্ডই কালো হয়ে যায়।

২. গোড়া এবং কাণ্ড পচা রোগ : ক) ম্যাক্রোফোমিনা ফেসেওলিনা নামক ছত্রাকের আক্রমণের ফলে এই রোগের সৃষ্টি হয়। রোগাক্রান্ত গাছ উপড়ে ফেলার পর শিকড়গুলি বিভিন্ন অবস্থায় দেখা যায় খ) এই রোগে আক্রমণের ফলে মাটির সংলগ্ন গাছের গোড়া নরম হয়ে পচে যায় আক্রান্ত শিকড়ে এবং কাণ্ডে কালো কালো বিন্দুর মতো পিকনিডিয়া হয় গ) রোগ বিকাশের অনুকূল অবস্থায় ২-৩ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ গাছ শুকিয়ে যায়।

৩. শিরা স্বচ্ছতা রোগ ঃ ক) একপ্রকার ভাইরাসের আক্রমণের ফলে এই রোগ হয়ে তাকে। এই রোগে আক্রান্ত গাছের পাতার শিরাগুলি স্বচ্ছ হয়ে যায় খ) যদি রোগের প্রকোপ বেশি হয়তাহলে গাছের কচি পাতাগুলি হলুদ বর্ণ ধারণ করে এবং পাতাছোট হয় এবং গাছ খর্বাকৃতি হয়ে যায় গ) ক্ষেতের যে কোন বয়সের গাছের এই রোগ হতে পারে এই রোগের ফলে গাছ ফুল কম হয় এবং ফল ছোট ও শক্ত হয়ে যায়।

৪. পাতায় দাগ ধরা রোগ : ক) অল্টারনেরিয়া হাইবিসেসিনামনামক ছত্রাক পাতায় বিভিন্ন আয়তনের গোলাকার বাদামী ও চক্রকার দাগ সৃস্টি করে। খ) সারকোসপোরাএবেলমোসছি এই ছত্রাক পাতার নিম্নদিকে কালো গুঁড়ার আস্তরণসৃস্টি করে। এই রোগের আক্রমণ বেশি হলেপাতা মুড়িয়ে মাটিতেঢলে পড়ে। গ) ফিল্লোসটিকটা হিবিসছিনি বড় বড় দাগ উৎপন্ন করে।এর মধ্যে বড় বড় স্পোর হয়।

ঢেঁড়শ গাছের বিভিন্ন রোগের প্রতিকার সম্পর্কে

১) উইল্ট রোগ: ক) এই রোগ দমনে তেমন কোন সুনির্দিস্ট পন্থা নেই। খ) রোগপ্রতিরোধী জাতের গাছ লাগিয়ে এই রোগ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টাকরা হয়।

২) গোড়া এবং কাণ্ড পচা রোগ ঃ ক) এই রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য মরশুমের শেষে ক্ষেতেরগাছ শিকড় সমেত উঠিয়ে গর্তে পুঁতে অথবা আগুনেপুড়িয়ে নষ্ট করতে হবে খ) জমিতে বীজ বপন করার পূর্বে বীজ ছত্রাকনাশক দ্বারা শোধন করেনিতে হবে। ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসের মধ্যে বীজ লাগালে রোগ কম হয়।

৩) শিরা স্বচ্ছতা রোগঃক) এই রোগনিয়ন্ত্রণের জন্য মাঝে মাঝে পোকা মারা কীটনাশক ছিটিয়ে দিতে হবে। তাহলে পোকা দমন হবে। খ) রোগপ্রতিরোধী জাতের গাছলাগিয়ে এই রোগ নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

৪) পাতায় দাগ ধরা রোগ: ক) এই সকল রোগ দমনের বিশেষ কোন ব্যবস্থা করা হয় না। খ) ম্যানের জায়নের ক্যাপটান, ডায়থেন, রোভরাল ইত্যাদি ছত্রাকনাশক ছিটিয়ে এই রোগ দমন করা যায়।

বাচ্চাদের বুদ্ধি বিকাশের একটাই পথ, দৌড়

বাচ্চাকে শুধুই ঘাড় গুঁজে বইপড়াচ্ছেন? স্কুল টিউশনেই ব্যস্ত সন্তান? ভুল করছেন এতে আপনার বাচ্চার কোনও লাভই হচ্ছে না। ওকে দৌড় করান । শরীর থাকবে ঝরঝরে। বাড়বে বুদ্ধিও। বই, খাতা, স্কুলের ভারে ভারাক্রান্ত শৈশব। মাঠ, ঘাট, দমকা হাওয়ায় ভেসে যাওয়ার টান বাঁধা পড়ছে ইট কাঠ কংক্রিটের জঙ্গলে। বইথেকে মুখ তুললেই ছোটা ভীমের হাট করে খোলা জগৎ। সবুজ মাঠ থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকার সব উপকরণ চার দেওয়ালের অন্দরেই মজুত। পড়াশোনা ছাড়া কার্টুন এভাবেই আবর্তিত ছেলেবেলা, মেয়েবেলা। সবুজ ঘাসে পা ফেলার ফুসরত কই! ভুল হয়ে যাচ্ছে। বিরাট ভুল। দৌড়তে হবে। আরওবেশি। পা ফেলতে হবে মাটিতে। বই খাতার মুখ গুঁজে থাকলেই বুদ্ধি বাড়ে না। টিভির পর্দায় চোখ আটকে থাকলে আই কিউ বাড়ে না। বুদ্ধি বিকাশের একটাই পথ। দৌড়। বিশেষজ্ঞদের দাবি, সাধারণত ৮ বছর বয়স পর্যন্ত বুদ্ধির বিকাশ হয়। চিকিৎসাশাস্ত্র বলে, একজন মানুষ খুব বেশি হলে তাঁর বুদ্ধির মাত্র ২ শতাংশ ব্যবহার করতে পারে। আমেরিকান দ্য ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অন এজিং এর গবেষণা বলছে, দৌড়লে মানুষের শরীরের মাংসপেশি থেকে ক্যাথাপসিন বি নামে একটি প্রোটিন বেরোয়।

সোমবার রাজধানীতে সিপিএম প্রধান কার্যালয়ে কমরেড মজফুর আহমেদের প্রয়ান দিবস পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

পুলিশী সন্ত্রাশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনকে ঘিরে রণক্ষেত্র, আহত ভারতী ঘোষ সহ প্রায় ৪০ জন

মেদিনীপুর, ৬ আগস্ট (হি. স.) : পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা জুড়ে পুলিশের বিরুদ্ধে বিজেপির ক্ষোভ জমেছে পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে । বিজেপি কর্মীদের মিথ্যা মামলাতে ফাঁসানো থেকে পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে সোমবার মেদিনীপুর পুলিশ অফিস ঘেরাও এর ডাক দিয়েছিল বিজেপি । সেই প্রতিবাদ মিছিল পুলিশি ব্যারিকেড ভেঙে এগোতেই অতর্কিত পুলিশী হামলা। বিজেপির অভিযোগ- কোনো বিধিবদ্ধ নিয়ন না মেনেই পুলিশ গুলি চালিয়েছে,জল কামান ব্যাবহার না করেই এলোপাথাড়ি টিয়ার গ্যাস , লাঠি চার্জ করে ৪০ জনের বেশি বেজেপি কর্মীকে জখম করা হয়েছে । অন্যদিকে পুলিশের ওপরে ইঁট ছোঁড়ার অভিযোগ উঠেছে বিজেপির বিরুদ্ধে । পুলিশের ৭ জন জখম হয়েছেন । আটক করা হয়েছে ৪০ জনের বেশি বিজেপি কর্মীদের । এই কান্ডে উপস্থিত বিজেপি নেত্রী ভারতী ঘোষও জখম হয়েছেন , এক বিজেপি কর্মীর চোখ প্রায় নষ্ট হয়েছে,আরও একজনকে টিয়ার গ্যাসের সেল লেগে গুরুতর জখম হয়েছেন ।

সোমবারের এই কর্মসুচীতে বিজেপির সাতা হাজারের বেশি কর্মী সমর্থক হাজির হয়েছিলেন মেদিনীপুর শহরে । কর্মসুচীর নেতৃত্বে ছিলেন প্রাক্তন পুলিশ সুপার তথা বিজেপি নেত্রী ভারতী ঘোষ, বিজেপির রাজ্য সম্পাদক সায়ন্তন বসু,সহ তুষার মুখোপাধ্যায়, পর্যবেক্ষক বিজয় বন্দোপাধ্যায়, জেলা সভাপতি সমিত দাশ ও অন্যান্যরা ।মেদিনীপুর শহরের ওল্ড এলআইসি মোড়ে প্রথমে কর্মীদের নিয়ে সভা করে বিজেপি। সেখানে পুলিশ তৃনমূলের দলদাসে পরিণত হয়েছে বলে অভিযোগও তোলেন তারা। বিজেপি নেতা সায়ন্তন বসু তো এও হুমকি দেন যে জম্মু কাশ্মীরের মতো পরিস্থিতি এখানেও তৈরি হতে পারে। জম্মু কাশ্মীর ও লাদাখকে ভাগ করে যেমন সেখানকার পুলিশ দিল্লীর কথায় চলবে, বেশী বাড়াবাড়ি করলে তেমন ঘটনা পশ্চিমবঙ্গেও ঘটতে পারে। তিনি পুলিশ আধিকারিকদের শুধরে যাওয়ারও পরামর্শ দেন। নরমে গরমে বক্তব্য রেখেছেন ভারতী ঘোষও। তিনিও বলেন- পুলিশ ও তৃণমূলের যৌথ সন্ত্রাস চলছে পশ্চিমবঙ্গে। তৃনমূলের এক্সপায়ারী ডেট পেরিয়ে গিয়েছে। বর্তমান প্রশাসন রাক্ষসের প্রশাসন । শুধু মানুষের রক্তখায় । জনসভা পর্যন্ত সবকিছুই ঠিকঠাক চলছিল। কিন্তু তাল কাটল পুলিশ সুপারের অফিস অভিযানকে কেন্দ্র করে। নেতাকর্মীরা পুলিশ সুপার অফিস অভিযান করবেন এজন্য আগে থেকেই প্রচুর পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা হয়েছিল গোটা এলাকায়। দুটি অস্থায়ী ব্যারিকেডও গড়া হয়েছিল। ভারতীদেবী, সায়ন্তনবাবুদের নেতৃত্বেই মিছিল এগিয়ে চলছিল পুলিশ সুপার অফিসের দিকে। প্রথম ব্যারিকেডের কাছে নেতারা থমকে গেলেও দমেননি কর্মীরা। তারা প্রথম ব্যারিকেড ভেঙে দ্বিতীয় ব্যারিকেড ভাঙতে শুরু করেন। তখনই উত্তেজনা তৈরী হয় দুই পক্ষের । বিজেপি কর্মীদের ঠেলে ব্যারিকেড থেকে নামানোর চেষ্টা হতেই শুরু হয়ে যায় ইঁট বৃষ্টি । এরপরই হঠাত কোনো হুশিয়ারী ছাড়াই টিয়ার গ্যাস ফাটানো শুরু করে পুলিশ , সেই সঙ্গে শুরু হয় লাঠিচার্জ। ছত্রভঙ্গ অবস্থায় ছোটাছুটি করতে থাকেন বিজেপি কর্মীরা। ইঁটের টুকরোয় ছেয়ে যায় শহরের রাজপথ। ভারতী ঘোষ, সায়ন্তন বসুরা দাবি করেছেন, মহিলা কর্মীদের উপরও পুলিশি অত্যাচার করা হয়েছে। গুলি করা সহ বোম মারা হয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে। এক কর্মীর চোখ নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। ৪০ জন আহত। তাদের মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিতা করাতে হয় ভারতী ঘোষকেও।

এদিন সায়ন্তন বসু বলেছেন, আমরা চাইলে এদিন এসপি অফিস জ্বালিয়ে দিতে পারতাম কিন্তু আমরা তা করিনি। কর্মীদের নিয়ন্ত্রন করেছি। কিন্তু পুলিশ বিনা প্ররোচনাতেই লাঠিচার্জ করেছে।ভারতী ঘোষ বলেন- প্রশিক্ষনের সময়েই পুলিশ কর্তাদের শেখানো হয় প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যাবহারের আগে বিধিবদ্ধ নিয়মানুসারে মাইকিং করে জনতাকে হুশিয়ারি দিতে হয় যে আমরা এগুলো প্রয়োগ করবো । এখানে তা করেন নি । হঠাত করে এই অস্ত্র প্রয়োগ করে বয়স্ক থেকে বালক,মহিলা সকলের ওপরে অত্যাচার করা হয়েছে । গুলি চলেছে, রাবার বুলেট, টিয়ার গ্যাস ব্যাবহার করা হয়েছে জলকামান থাকা সত্বেও । দায়ীত্বে থাকা পুলিশ সুপারকে প্রমান করতে হবে উনি এই নিয়ম মেনেছিলেন । আমরাও ভিডিও করেছি । এই ঘটনার তদন্ত করিয়ে আইনী পথে শাস্তি পেতে হবে ওনাদের ।

যদিও পুলিশ সুপার দিনেশ কুমার দাবি করেন মারমুখী হয়ে বিজেপি কর্মীরাই প্রথম পুলিশের উপর আক্রমন করে। নয়জন পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন। তাদের সকলকেই এখান থেকে খড়্গপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ।যেখানে রয়েছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ডিএসপি এডাম সহ অনেকেই । ওরা উত্তেজনা পুর্ন কথাবার্তা বলে পুলিশকে আক্রমণ করেছিল। তাই সমস্ত পদক্ষেপ নিয়ম মেনে নেওয়া হয়েছে ।

আস্থা ভোটের আগেই গঙ্গারামপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান নিখোঁজ

বালুরঘাট, ৫ আগস্ট (হি.স): আজ সোমবার আস্থা ভোটের আগেই গঙ্গারামপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান নিখোঁজ। শুধু তাই নয়, পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রশান্ত মিত্র, ভাইস চেয়ারম্যান সহ ৮ কাউন্সিলরও নিখোঁজ। রবিবার মধ্যরাত থেকে তাঁরা নিখোঁজ বলে খবর। অথচ হাইকোর্টের নির্দেশে সোমবার দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর পৌরসভার আস্থা ভোট হওয়ার কথা।

নিখোঁজ নয়, পৌরপ্রধান নাকি কলকাতায়। সোমবার হাইকোর্টের শুনানি থাকায় আস্থা ভোটে উপস্থিত থাকতে পারবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন পৌরপ্রধান প্রশান্ত মিত্র। সোমবার হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে অনাস্থা সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানি রয়েছে। তাই আস্থা ভোটে তিনি থাকবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন পৌরপ্রধান। তাঁর দাবি, যেহেতু হাইকোর্টে এদিনই শুনানি রয়েছে, তাই এদিনের অনাস্থা বৈঠক হওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। বিরোধী পক্ষ অবশ্য সোমবার আস্থা ভোট করতে অনড়। গঙ্গারামপুরের প্রাক্তন উপ পৌরপ্রধান অমলেন্দু সরকার বলেন, 'প্রশাসনও বলে দিয়েছে ৫ তারিখে ভোট হবে। হাইকোর্টের নির্দেশ এটা। অমান্য করা যাবে না'।

গঙ্গারামপুর পৌরসভার মোট কাউন্সিলর ১৮। খাতায় কলমে ১৮ জন কাউন্সিলরই তৃণমূলের। তাঁদের মধ্যে চেয়ারম্যান প্রশান্ত মিত্রের বিরুদ্ধে অনাস্থা এনেছেন তৃণমূলের ৯ জন কাউন্সিলর। তৃণমূলের ৯ জন কাউন্সিলর আবার অনাস্থার বিরোধিতা করেন। অনাস্থা নিয়ে মামলা গড়ায় কলকাতা হাইকোর্টে। ২২ জুলাই বিচারপতি সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায় নির্দেশ দেন, ৫ অগাস্ট গঙ্গারামপুর পৌরসভার অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর ভোটাভুটি হবে। এরপরই অনাস্থা সংক্রান্ত অন্য একটি মামলায় হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হন গঙ্গারামপুরের পৌরপ্রধান প্রশান্ত মিত্র। সোমবার সেই মামলারই শুনানি।

আবার হাইকোর্টের নির্দেশে, সোমবারই গঙ্গারামপুর পৌরসভার আস্থাভোট হওয়ার কথা। কিন্তু পৌরপ্রধান না থাকলে, আস্থা ভোট কীভাবে হবে, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে জটিলতা।

পৌরসভার আস্থা ভোট ঘিরে সোমবার সকাল থেকেই টানটান উত্তেজনা গঙ্গারামপুরে। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে জারি করা হয়েছে ১৪৪ ধারা। মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ। চলছে কড়া নজরদারি।

রাজ্যসভায় ১২৫-৬১ ভোটে পাশ জম্মু ও কাশ্মীর পুনর্গঠন বিল

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা তুলে দিল কেন্দ্র সরকার। যা নিয়ে সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভা উত্তাল ছিল দিনভর উ এই আবস্থায় সোমবার ভোটাভুটিতে পাশ হয়ে গেল জম্মু ও কাশ্মীর পুনর্গঠনের প্রস্তাব উ এ দিন সন্ধ্যায় ১২৫-৬১ ভোটে পাশ হয়ে যায় বিলটি।

ভবিষ্যতে দিল্লির মতোই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হতে চলেছে জম্মু-কাশ্মীর। থাকবে বিধানসভা, একই সঙ্গে থাকবেন লেফেন্যান্ট গভর্নর। লাদাখ হবে চণ্ডীগড়ের মতো যেখানে বিধানসভা থাকবে না। থাকবেন লেফেন্যান্ট গভর্নর। এ বার থেকে দেশ জুড়ে চালু থাকা যে কোনও উন্নয়ন মূলক প্রকল্পের আওতায় আসবে জম্মু-কাশ্মীর। রাজ্যের আলাদা করে পতাকা বা সংবিধানও আর থাকবে না।

সোমবার সংসদ শুরু হতেই রাজ্যসভার অধিবেশনে ৩৭০ ধারা তুলে দেওয়ার কথা ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। হইহট্টগোলের মধ্যে রাষ্ট্রপতির নির্দেশনামা পড়ে শোনান তিনি। ৩৭০ ধারার অবলুপ্তির ফলে জম্মু-কাশ্মীরের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারেও অনেকটা বদল আসবে। ওই রাজ্যের বিশেষ ফৌজদারি বিধি রণবীর পেনাল কোডের (আরপিসি) বিলুপ্তি ঘটবে। সরাসরি ভারতীয় দণ্ডবিধির (আইপিসি) আওতায় আসবে ওই রাজ্য।

এদিন রাজ্যসভায় জম্মু ও কাশ্মীর পুনর্গঠন বিল ২০১৯ রাজ্যসভায় পেশ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ উ ভোটাভুটি শুরুতেই যান্ত্রিক ত্রুটির কারনে ভোট হয় স্লিপের মাধ্যমে উ ভোটপর্ব শেষে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান বেঙ্কাইয়া নাইডু ফল ঘোষণা করে জানান ১২৫-৬১ ভোটে পাশ হয়ে যায় বিলটি।

অবসাদ ও দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচার শিক্ষা প্রাথমিক থেকে চালু করা উচিত : রবীন্দ্র কিশোর সিনহা

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট (হি.স.) : অবসাদগ্রস্থ হয়ে বহু মানুষই আত্মহননের পথ বেছে নেয়। পাশাপাশি সজাগ না থাকার জন্য দুর্ঘটনাও হচ্ছে। এই বিষয়ে ছোট বয়স থেকেই শিশুদের যাতে সচেতন করা যায় সেই বিষয়ে রাজ্যসভায় আহ্বান জানিয়েছেন বর্ষীয়ান বিজেপি সাংসদ রবীন্দ্র কিশোর সিনহা। এই বিষয়ে স্কুলের প্রাথমিক স্তর থেকে শিশুদের সচেতনতা করা উচিত বলে জানিয়েছেন তিনি।

সোমবার জিরো আওয়ারে রবীন্দ্র কিশোর সিনহা জানিয়েছেন, গোটা দেশজুড়ে বিভিন্ন সংবাদপত্রে এমন কোনও দিন বাদ যায় না যে বাচ্চাদের জলে ডুবে, বিষ খেয়ে, আগুনে পুড়ে, জন্তু জানোয়ারের কামড়ে আর সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু খবর না ছাপা হয়। প্রতিদিনই এমন খবর সংবাদপত্রে ছাপা হয়। অন্যদিকে প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতিতে পড়ুয়ারা অবসাদের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। যার ফলে পরিবারের লোকেরা সমস্যায় পড়ছে। তাই 'সেলফ কেয়ার এণ্ড প্রটেকশন মডিউল'-কে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচীতে অন্তভুক্ত করার প্রস্তাব দেন তিনি। এদিন স্বরাষ্ট্র এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকে উদ্দেশ্য করে

ছয়ের পাতায়

বিজেপির রাজ্য কমিটির বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন নাড্ডা

কলকাতা, ৫ আগস্ট (হি.স): আগামী ১০ এবং ১১ আগস্ট বিজেপির রাজ্য কমিটির বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন দলের সর্বভারতীয় কার্যনির্বাহী সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। খাতায় কলমে অমিত শাহ এখনও দলের সভাপতি হলেও দৈনন্দিন দায়িত্ব সামলাচ্ছেন কার্যনির্বাহী সভাপতি জগৎ প্রসাদ নাড্ডা। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে আগস্টের শেষ দিকে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির রাজ্য কমিটির বৈঠকে হাজির থাকবেন নাড্ডা।

রাজ্য কমিটির বৈঠকে জগৎ প্রসাদ নাড্ডার উপস্থিতি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। কেননা, অতীতে রাজ্য কমিটির বৈঠকে যোগ দিতে বিজেপির কোনও সভাপতি পশ্চিমবঙ্গে আসেন নি। বিজেপি সূত্রের খবর, নাড্ডা নিজেই রাজ্য নেতৃত্বকে জানিয়েছেন, তিনি রাজ্য কমিটির বৈঠকে উপস্থিত থাকতে চান। রাজ্য কমিটির বৈঠকের আগে চিন্তন শিবিরে বসবে রাজ্য বিজেপি। রাজ্য বিজেপির এক শীর্ষ নেতার কথায়, 'আগামী বিধানসভা ভোটে আমাদের রণকৌশলের ব্লু-প্রিন্ট আগস্ট মাসেই তৈরি হয়ে যাবে। চিন্তন বৈঠক এবং রাজ্য কমিটির পরেই আমরা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন শুরু করে দেব'। তবে সংসদ অধিবেশন দীর্ঘায়িত হলে চিন্তন শিবিরের দিনক্ষণ পরিবর্তিত হতে পারে বলে জানিয়েছেন রাজ্য বিজেপির এক শীর্ষ নেতা । আগামী ১০ এবং ১১ আগস্ট দু'দিনব্যাপী রাজ্য কমিটির বৈঠক হওয়ার কথা। সেখানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে দলের বাছাই করা কয়েক জনকে। রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ এবং পাঁচজন সাধারণ সম্পাদক ছাড়া হাতে গোনা কয়েকজন সাংসদকে সেখানে ডাকা হয়েছে। দুর্গাপুর অথবা হলদিয়ায় এই বৈঠক হবে। সাংসদের মধ্যে আমন্ত্রণ পেয়েছেন এ রাজ্য থেকে দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় এবং দেবশ্রী চৌধুরী। এ ছাড়াও আমন্ত্রিতদের তালিকায় আছেন লকেট চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ সরকার এবং এসএস আলুওয়ালিয়া। কেন্দ্রীয় নেতাদের মধ্যে মুকুল রায়, রাহুল সিনহা, শিবপ্রকাশ, অরবিন্দ মেননরাও চিন্তন শিবিরে হাজির থাকবেন।

সোমবার কৃমিনাশক দিবস উপলক্ষ্যে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখনে স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা। ছবি- নিজস্ব।

ব্যাঙ্ক আমনাতকারীদের টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ তুলে ব্যাঙ্কে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ ঝাড়গ্রামে

ঝাড়্গাম, ৫ আগষ্ট (হি. স.) : ব্যাঙ্কে টাকা জমা করার পর তুলতে গিয়ে দেখেন অ্যাকাউন্টে টাকা নেই। আর তাপরেই ব্যাঙ্ক আমনাতকারীদের টাকা আত্মসাৎ করেছে এই অভিযোগ তুলে ব্যাঙ্কে তালা ঝুলিয়ে ব্যাঙ্কের সামনে আমরণ অনশনে বসলেন ৬৫ জনগ্রামবাসী। এই ঘটনাটি ঘটেছে এদিন সোমবার বেলপাহাড়ি থানার কুসুমডাঙা গ্রামে এসবিআই ব্যাঙ্কের শাখা অফিসে এলাকার মানুষ ব্যাঙ্কের আমনতকারীরা ব্যাঙ্কে তালা বন্ধ করে অনশনে বসেন।

জানা গিয়েছে কুসুমডাঙা, আমঝর্না, কাকড়াঝোড়, মারড়ভোলা, লবনি, পাথরচাকডি, শিমূলপাল,শাখাভাঙা,বিরমাদল সহ এলাকার বিভিন্ন গ্রামের পঁয়ষট্টি জন গ্রামের মানুষদের টাকা ব্যাঙ্কে রাখার পর তার পান নি বলে অভিযোগ করেছেন।তাদের অভিযোগ ২০১৭ — ২০১৮ সালে এইসব গ্রামের পঁয়ষট্টি জন গ্রামবাসী তাদের অতি কষ্টের জমানো টাকা ব্যাঙ্কে রেখেছিলেন।কিন্তু তারা যখন সেই টাকা তুলতে গিয়েছেন তখন পান নি। তাদের আরো অভিযোগ নোট বন্দীর সময়ে তারা টাকা ব্যাঙ্কে জমা করেছিলেন।কিন্তু তৎকালিন ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ তাদের পাশ বইতে পেনসিল দিয়ে লিখে দিয়েছিলেন। তারা সহজ তা বিশ্বাস করেছিলেন।কিন্তু তাদের টাকা আদৌ জমা না করে তা আত্মসাৎ করা হয়েছে বলে তারা অভিযোগ করছেন। তাদের পঁয়ষট্টি জন আমানতকারীর প্রায় পঁত্রিশ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ করেছে বলে তারা অভিযোগ করছেন।টাকা ফেরৎ পাওয়ার দাবিতে ১৩ জুন আমনতকারীরা ব্যাঙ্কে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন।১৭ জুন আবারও তারা ব্যাঙ্কের সামনে অনশন শুরু করেছিলেন।অভিযোগ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ তাদের আশ্বাস দিয়েছিল তারা এক মাসের মধ্যে টাকা ফেরৎ পাবেন।কিন্তু টাকা ফেরৎ না পেয়ে তারা আবার এদিন কুসুমডাঙা এসবিআই ব্যাঙ্কের সামনে আমরণ অনশন শুরু করেন।আমানতকারী বুদ্ধেশ্বর বাস্কে বলেন " আমরা গরীব মানুষ তিলতিল করে টাকা জামিয়ে সেই টাকা বিশ্বাসের সাথে ব্যাঙ্কে রেখেছিলাম।আমাদের রক্ত জল করা টাকা।আমাদের ঠকানো হয়েছে।আমাদের পাশ বইতে পেনসিল দিয়ে লিখে দেওয়া হয় নানা অছিলায়। আমরা অনশন করে মরে যাব কিন্তু টাকা না ফেরৎ পেলে অনশন তোলা হবে না।"এই বিষয়ে এসবিআই ব্যাঙ্কের রিজিউন্যাল ম্যানেজার ধীরজ কুমার বলেন " দশ পনেরো দিনের মধ্যে আমরা ওনাদের টাকা দেওয়ার পক্রিয়া শুরু করে দেব।এর পক্রিয়াও শুরু হয়ে গিয়েছে।

আলিপুরদুয়ারে বৃদ্ধের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য

বীরপাড়া, ৫ আগস্ট (হি. স.) : আলিপুরদুয়ারে এক বৃদ্ধের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। মৃতের নাম পিপি রাজু (৭৫)। সোমবার এথেলবাড়ি এশিয়ান হাইওয়েতে একটি কারখানার পাশে নালা থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বীরপাড়া থানার পুলিশ জানা গিয়েছে, ওই বৃদ্ধ ২৫ বছর ধরে স্থানীয় নূর আলম নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে থাকতেন।

ছয়ের পাতায়

ভেলোর সংসদীয় আসনে ভোটগ্রহণ : দুপুর একটা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ২৯.৪৬ শতাংশ

চেন্নাই, ৫ আগস্ট (হি.স.): টাকা দিয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা! এই কারণে তামিলনাড়ুর ভেলোর লোকসভা কেন্দ্রের ভোট বাতিল করার নির্দেশ দিয়েছিল নির্বাচন কমিশনউ রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে সবুজ সঙ্কেত পাওয়ার পরই গত ১৮ এপ্রিল ভেলোর সংসদীয় আসনে নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করেছিল নির্বাচন কমিশনউ অবশেষে সোমবার, ৫ আগস্ট সকাল আটটা থেকে তামিলনাড়ুর ভেলোর লোকসভা কেন্দ্রে শুরু হয়েছে ভোটগ্রহণউ নির্বাচন কমিশন সূত্রের খবর, বেশ কয়েকটি পোলিং বুথ কেন্দ্রে ভিভিপ্যাট বিভ্রাট ছাড়া শান্তিপূর্ণভাবেই চলছে ভোটগ্রহণউ দুপুর একটা পর্যন্ত ভোট পড়েছে প্রায় ২৯.৪৬ শতাংশউ ভেলোর লোকসভা আসনে লড়াই হচ্ছে মূলত এআইএডিএমকে এবং ডিএমকে-র মধ্যে। প্রসঙ্গত, সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফায় তামিলনাড়ুর ৩৯টি আসনে ভোটগ্রহণ হওয়ার কথা ছিলউ কিন্তু, ভেলোর লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচন না হওয়ায় ৩৯টির বদলে ৩৮টি আসনে নির্বাচন হয়েছিলউ লোকসভা ভোটের আগে গোয়েন্দা অভিযানে মোট ১৯ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিলউ বিপুল পরিমাণে টাকা উদ্ধার হওয়ায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে নির্বাচন কমিশনউ তারপর রাষ্ট্রপতির সবুজ সঙ্কেত পাওয়ার পরই ভেলোর লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচন বাতিল করা হয়েছিল।

৩৭০ ধারা অবলুপ্তি, স্বাগত জানাল বিশ্বহিন্দু পরিষদ

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট (হি.স.) : সংবিধানের ৩৭০ ধারা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের পদক্ষেপকে স্বাগত জানাল বিশ্বহিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি)।

সোমবার রাজ্যসভায় সংবিধান থেকে ৩৭০ ধারা অবলুপ্তির প্রস্তাব পেশ করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। প্রস্তাবে জম্মু ও কাশ্মীর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পাশাপাশি জম্মু ও কাশ্মীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে লাদাখকে। কেন্দ্রের এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে বিশ্বহিন্দু পরিষদ তরফে ট্যুইট বার্তায় জানানো হয়েছে, সংবিধান থেকে ৩৭০ ধারা বিলুপ্তি নিয়ে সরকারি পদক্ষেপকে স্বাগত জানাই। বিষয়টি নিয়ে পরবর্তী সময় বক্তব্য রাখবেন কার্যকারী সভাপতি অলোক কুমার। অন্যদিকে প্রস্তাবের বিপক্ষে সরব হয়েছেন পিডিপি এবং রাজ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি। তিনি দাবি করেছেন সাম্প্রদায়িকতার নামে ফের ভাগ হতে পারে দেশ। সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে সরব হয়ে অমিত শাহ জানিয়েছেন যেঁ ভাবে সংবাদমাধ্যম এবং নাগরিক সমাজ উদযাপন করছে তা একেবারে অনুচিত। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যের জনবিন্যাসকে পরিবর্তন করতে চাইছে কেন্দ্র।

কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে লাদাখের সাংসদ জামইয়াঙ সেরিঙ নামগেয়াল। তিনি জানিয়েছে লাদাখবাসী হিসেবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ধন্যবাদ জানাই।

সোমবার শ্রাবন মাসের প্রথম সপ্তাহে ভোলে বাবার আরাধনায় ব্যস্ত ভক্তবৃন্দরা। ছবি- নিজস্ব।

অসম : বরপেটায় ধৃত 'খলিফা রাষ্ট্র' গঠনের স্বপ্নবিলাসী আরও এক জেএমবি সদস্য

বরপেটা (অসম), ৫ আগস্ট (হি.স.) : নিম্ন অসমের বরপেটায় পুলিশের জালে পড়েছে জেএমবি-র আরও এক সন্দেহজনক জেহাদি। ধৃতকে জনৈক দিলোয়ার হুসেনের বছর ২৮-এর ছেলে মুস্তাফির রহমান বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। তাকে শনিবার রাতে বরপেটা জেলার অন্তর্গত সর্থেবাড়ির চতলা এলাকা থেকে আটক করা হয়েছে। চতলায় তার একটি মোবাইল দোকান রয়েছে। ইতিমধ্যে ধৃতের কাছ থেকে বহু তথ্য উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রের খবরে জানা গেছে।

সূটি জানিয়েছে, বরপেটা পুলিশের হাতে এর আগে গত ৩০ জুলাই গ্রেফতার হয়েছে জেলার কারাগাড়ি গ্রামের হাফিজুর রহমান, কয়াকুচি পাম গ্রামের ইয়াকুব আলি, কয়াকুচির শরিফুল ইসলাম এবং চিরাং জেলার সিঁদলি এলাকার মোজাবাড়ি গ্রামের হানিফ আলি। এই হানিফের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে গত রাতে পুলিশের এক দল অভিযান চালিয়ে মুস্তাফির রহমানকে আটক করা হয়েছে। এরা জামাত-উল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি)-এর জেহাদি কার্যকলাপ বিস্তার-সহ অস্ত্রশস্ত্র আদান-প্রদান করত, জানিয়েছে পুলিশের সূত্রটি। প্রসঙ্গত, গত পাঁচদিনে এ পর্যন্ত বরপেটা ও চিরাং জেলা থেকে পাঁচ জেহাদিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।সূত্রের খবরে জানা গেছে, মুস্তাফির রহমানও আবাসিক মাদ্রাসা শিক্ষা গ্রহণ করেছে। মাদ্রাসায় অবস্থানকালেই সে নাকি জেহাদি কার্যকলাপের পাঠ নিয়েছে। উল্লেখ্য, গত ২০১৪ সালের ২ অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার খাগড়াগড়ে সংঘটিত বোমা বিস্ফোরণ কাণ্ডের অন্যতম মাস্টার মাইন্ড তথা অসম মডিউলের কুখ্যাত জেহাদি জঙ্গি শাহানুর আলম ওরফে ডাক্তারবাবুর বাড়িও বরপেটা জেলার এই চতলা গ্রামে। শাহানুর আলম এখনও কারাগারে বন্দি। শাহানুর, তার স্ত্রী সুজিনা বেগম জেএমবি-র শীর্ষ নেতা তথা বাংলাদেশি নাগরিক জাহিদুল ইসলাম ওরফে জাবিদুল ইসলামের সহযোগিতায় অসমে জেহাদির জাল বিস্তার করেছিল। ধৃত জেহাদিদের কাছে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সূটি, বলেছে, পুলিশ ও গোয়েন্দাদের চোখে ধুলো দিয়ে জেএমবি অসমে 'স্লিপার সেল' নামের একটি জেহাদি গোষ্ঠী গড়ার প্রক্রিয়া চালিয়েছে। এবার এই চতলা গ্রাম থেকে ফের এক সন্দেহভাজন জেএমবি সদস্য মুস্তাফির রহমানকে আটকের ঘটনায় বিষয়টি আরও পোক্ত হয়েছে, বলেছে পুলিশের সূত্রটি। সূত্রটি বলেছে, বরপেটা জেলা সদর, পাঠশালা, হাউলি, পাটাসারকুচি প্রভৃতি কয়েকটি থানায় পৃথক পৃথকভাবে তাদের রেখে জিকাসাবাদ চলছে। পাওয়া যাচ্ছে বহু বিস্ফোরক তথ্য।

ধৃতদের কাছে নাকি জানা গেছে, 'খলিফা রাষ্ট্র' গঠনের স্বপ্নে বিভোর বিশ্বত্রাস সন্ত্রাসবাদী সংগঠন আইসিস-এর মদতপুষ্ট জামাত-উল-মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি)-কে সঙ্গে নিয়ে ভারত উপমহাদেশে অস্থিরতা স্থাপন করাই তাদের লক্ষ্য। এ জন্য আইসিস ব্যবহার করছে পশ্চিমবঙ্গ-অসমে জেএমবি-র বিস্তৃত নেটওয়ার্ককে। এ-ব্যাপারে তাদের সহযোগের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে অসমের পথভ্রষ্ট এই সব যুবক।

ঘটনায় চাঞ্চল্য

আটের পাতার পর

উদ্ধারকরে স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে মাথাভাঙ্গা খানার পুলিশ। স্থানীয়রা জানান, ওই ব্যক্তি মাথাভাঙ্গায় তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। গতকাল রাতে সুটুঙ্গা নদীতে স্নান যান তিনি। এরপর জলে নেমে তলিয়ে যান তিনি। তারপর সারারাত তল্লাশি চালিয়েও তার খোঁজ মেলেনি। এদিন সকালে তাঁর দেহ জলে ভেসে উঠলে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে। খবর পেয়ে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মাথাভাঙ্গা মর্গে পাঠায়। ঘটনার তদন্ত চলছে।

বোমা আতঙ্ক

আটের পাতার পর

দেখে কাটলিছড়া থানায় খবর দেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। খবর পেয়ে বোম স্কোয়াড নিয়ে অকুস্থলে ছুটে যান পুলিশের লোকজন। তাঁরা বোমাটি উদ্ধার করে জামিরা গ্রামের এক জনমানবশূন্য স্থানে নিয়ে নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। এদিকে বোমাটি ওখানে কে বা কারা রেখেছে সে বিষয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে জামিল উদ্দিনকেও। তবে বোমা উদ্ধারের ঘটনায় জামিরা গ্রামে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

তৃণমূলের দিদিকে বলো কর্মসূচীর বিরোধিতায় মজিলপুর পৌরসভার পৌরপ্রধান

জয়নগর, ৫ আগস্ট (হি.স.) : রাজ্যজুড়ে যখন জনসংযোগ বাড়ানোর জন্য তৃণমূল সুপ্রিমো দিদিকে বলো কর্মসূচী পালনে উদ্যোগী হয়েছেন, ঠিক তখনই এই কর্মসূচীর বিরোধিতা করলেন রাজ্যের একমাত্র কংগ্রেস পরিচালিত পৌরসভা জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার পৌরপ্রধান সুজিত সরখেল। তিনি দাবি করেছেন দিদিকে বলে কোন লাভ নেই, দিদি নিজেই সমস্যায় আছেন।

গত ৩০শে জুলাই থেকে রাজ্যজুড়ে দিদিকে বলো কর্মসূচী শুরু করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেসের সমস্ত বিধায়ক, সাংসদ, পুরসভার প্রধান, কাউন্সিলররা সকলেই জনসংযোগ বাড়াতে দিদিকে বলো কর্মসূচী পালন করছেন। গ্রামে গ্রামে গিয়ে সাধারণ মানুষের কথা শুনছেন। পাশাপাশি দিদিকে বলোর লোগো ছাপা মোবাইল স্টিকার, ভিজিটিং কার্ড, গেঞ্জি বিলি করে তাতে দেওয়া নির্দিষ্ট ফোন নম্বরে নিজের নিজের সমস্যার কথা দিদিকে জানানোর কথা ঘোষণা করছেন। এমনকি গ্রামে গিয়ে বিধায়করা রাত ও কাটিয়েছেন জনসংযোগ বাড়াতে। লোকসভা ভোটে তৃণমূলের অনেক আসন কমে যাওয়ার কারণে নতুন করে জন সংযোগ বৃদ্ধির জন্য এই কর্মসূচী গ্রহণ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যজুড়ে যখন এই কর্মসূচী পালন করছে তৃণমূল কংগ্রেস, ঠিক তখন এই কর্মসূচী নিয়ে প্রশ্ন তুললেন রাজ্যের একমাত্র কংগ্রেস পরিচালিত পুরসভার চেয়ারম্যান সুজিত সরখেল। দেড়শ বছরের পুরানো জয়নগর মজিলপুর পুরসভার চেয়ারম্যান দাবি করেছেন, দিদিকে বলে কোন লাভ হবে না। কারণ তিনি নিজেই সমস্যায় আছেন। আর সমস্যায় আছেন বলেই পাঁচশো কোটি টাকা খরচ করে প্রশান্ত কিশোরের মত লোককে ভাড়া করে এনেছেন। দিদির কাছে এলাকার কোন মানুষ কোন সমস্যা বা অভিযোগের কথা জানালে উল্টে এলাকার পঞ্চায়েত প্রধান বা যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তার কাছেই খারাপ হয়ে যাবেন সেই ব্যক্তি, ফলে তার উপর আক্রমণের ও সম্ভবনা বেড়ে যাবে বলে মনে করেন সুজিত। অন্যদিকে যদি সত্যিই রাজ্যবাসীর সমস্যা সমাধানের কথা দিদি ভেবে থাকেন তাহলে নিজের দলীয় কর্মীদের দিয়ে জনগনের সমস্যার কথা না শুনে সরকারি আধিকারিক, কর্মীদেরকে এই কাজে লাগানো হোক বলে দাবী করেন সুজিত বাবু।

আইওএ সভায় কমনওয়েলথ গেমসে যোগদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, জানালেন সাধারণ সম্পাদক

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট (হি.স.) : আগামী মাসে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে বার্মিংহ্যাম কমনওয়েলথ গেমসে যোগদানের বিষয়ে। ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক রাজীব মেহতা পরিষ্কারভাবে জানালেন। বার্মিংহ্যাম কমনওয়েলথ গেমসে শুটিং ইভেন্ট নেই। এর প্রতিবাদে ২০২২ কমনওয়েলথ গেমস বয়কটের প্রস্তাব এনেছে আইওএ (ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন)। কার্যকরী সমিতির সভায় এবিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

গোটা বিষয়টিতে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে আগেই ক্রীড়ামন্ত্রকের দ্বারস্থ হয়েছিল আইওএ। রাজীব মেহতা জানান, 'শুটিং ইভেন্টে দেশের বেশ কিছু ক্রীড়াব্যক্তিত্ব ও ন্যাশনাল সিকিউরিটি ফোর্সের কয়েকজন প্রতিনিধির মতামত আমরা সংগ্রহ করেছি। প্রত্যেকেই কমনওয়েলথ গেমসে অংশগ্রহণের দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন। এইসব বিষয়গুলোকে মাথায় রেখেই কার্যকরী সমিতি আগামী মাসে কমনওয়েলথ গেমস বয়কটের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।' ২০১৫ সালে সাধারণ সভায় কমনওয়েলথ গেমস ফেডারেশনের সংবিধান সংশোধনে শুটিংকে বাধ্যতামূলক না করা হলেও বিষয়টি আইওএ গ্রহণ করে নেয়।

উল্লেখ্য, শুটিং কোনওদিনই কমনওয়েলথ গেমসে বাধ্যতামূলক ছিল না। তবে ঐচ্ছিক হলেও ১৯৭০ এডিনবার্গ কমনওয়েলথ গেমস বাদ দিলে ১৯৬৬ থেকে প্রত্যেকটি কমনওয়েলথ গেমসেই অন্তর্ভুক্ত ছিল শুটিং। ২০০৫ থেকে ২০০১৪ অবধি শুটিং ইভেন্টটি ছিল কমনওয়েলথ গেমস আয়োজকদের পছন্দের উপর নির্ভরশীল। ২০১০ দিল্লি কমনওয়েলথেও তার অন্যথা হয়নি।

সাতার শিখতে গিয়ে বিপত্তি, কলেজ স্কোয়্যারে জলে ডুবে নিহত নাবালক

কলকাতা, ৫আগস্ট (হি.স.) : সাঁতার শিখতে গিয়ে বিপত্তি। জলের তলায় তলিয়ে গিয়ে মৃত্যু এক নাবালকের। রবিবার সকালে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে আমহার্স্ট স্ট্রিট থানা এলাকার অন্তর্গত কলেজ স্কোয়্যারের একটি সাতাঁর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। নিহতের নাম মহম্মদ শাহবাজ। বয়স ১৭। পরিবারের অভিযোগ প্রশিক্ষকের গাফিলতির জেরে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

সুধীর বসু রোডের বাসিন্দা বছর ১৭-র মহম্মদ শাহবাজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সুইমিং ইনস্টিটিউটের ছাত্র ছিল। এদিন সাতাঁরের প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য জলে নামে সে। এরপরেই জলের তলায় তলিয়ে যায় বছর ১৭-র এই নাবালক। তৎক্ষণাৎ খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। প্রায় ৮ জন ডুবুরিকে নামানো হয় জলের তলায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই মহম্মদ শাহবাজকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করে গোটা ঘটনার তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। পরিবারের লোকেদের দাবি প্রশিক্ষকের গাফিলতির জেরে প্রাণ হারাতে হল শাহবাজকে।

পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে সকাল ৮টা ৩০মিনিট নাগাদ লালবাজারে ফোন করে এই বিষয়ে জানানো হয়। এরপর কলকাতা পুলিশের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর ডুবুরিদের জলে নামানো হয়। টানা দেড় ঘন্টা ধরে জলের তলায় তল্লাশি চালানোর পর মহম্মদ শাহবাজকে উদ্ধার করে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃতদেহটিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী ও প্রশিক্ষকদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

নিয়ে প্রশ্ন

আটের পাতার পর

পুরোপুরি একমত নন শিল্পী সৈকত মিত্র। তাঁর বক্তব্য, রিয়্যালিটি শোগুলোয় সব কিছু আগে থেকে ঠিক করা থাকে। তাতে বিদেশি কেউ থাকলেন না থাকলেন না কিছু এসে যায় না। কিন্তু আসল কথা হল যোগ্যতা। শিল্পীর যদি যোগ্যতা থাকে দেশের মানচিত্র তাঁর কাছে কোনও বাধা হয় না। লতা মুঙ্গেশকরকে কে, কীভাবে আটকাবেন দেশ-কালের বন্ধনে?" অন্যদিকে মৃণ্ময় দাস বলেন, "আমাদের এখানেই যথেষ্ঠ প্রতিভা আছে। দেশীয় অর্থাৎ স্থানীয় প্রতিভা এড়িয়ে বিদেশ থেকে শিল্পী আনার যুক্তি কোথায়?

রবীন্দ্র কিশোর সিনহা

পাচের পাতার পর

বহুভাষী সংবাদসংস্থা হিন্দুস্থান সমাচারের চেয়ারম্যান রবীন্দ্র কিশোর সিনহার বলেন 'সেলফ কেয়ার এণ্ড প্রটেকশন মডিউল' অভাবে বহু শিশুর মৃত্যু হয়ে চলেছে। এই মডিউলের মাধ্যমে প্রতিকূল পরিস্থিতি এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে নিজেকে কি করে বাঁচাবে তা শিখতে পারবে।

ঘটনায় চাঞ্চল্য

পাচের পাতার পর

এলাকার স্থানীয় নূর আলম জানান, ওই বৃদ্ধ সম্ভবত দক্ষিণ ভারতের। গত ২৫ বছর ধরে ওই বৃদ্ধ নূর আলমের বাড়িতেই থাকতেন। এদিন খবর পেয়ে বীরপাড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠায়। মৃতের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

লাদাখের

● **প্রথম পাতার পর**

সরকার ঊ জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা তুলে দিল কেন্দ্র সরকার। যার জেরে এর অন্তর্গত ৩৫-এ ধারাও বাতিল হয়ে গেল। সোমবার, এই 'ঐতিহাসিক' পদক্ষেপের জন্য অবশ্য আলাদা করে বিল পাশ করাতে হয়নি মোদী সরকারকে। যেভাবে এই ধারা সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল ঠিক সেইভাবেই এই ধারাকে সংবিধান থেকে ছেটে ফেললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জুটি ঊ সোমবার প্রথমে মন্ত্রিসভার বৈঠকে ৩৭০ ধারা বিলুপ্তির সিদ্ধান্ত এরপর রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ স্বাক্ষর করেন বিলে ঊ এদিন রাজ্যসভায় সেই নির্দেশনামাই পড়ে শোনান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ।

কিছুদিন আগেই আচমকাই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল অমরনাথ যাত্রা, পুন্যার্থীদের পাশাপাশি কাশ্মীর উপত্যকা ছাড়তে অনুরোধ করা হয়েছিল পর্যটকদেরওঊ এরইমধ্যে কাশ্মীরে বাড়ানো হয় আধাসেনার বহরঊ উদ্বেগ-উতণ্ঠার মধ্যেই রবিবার মধ্যরাত থেকে অনির্দিষ্টকালের জম্মু ও কাশ্মীরে জারি করা হয় ১৪৪ ধারাঊ জম্মু ও কাশ্মীরের সর্বত্র ১৪৪ ধারা জারি করা হলেও, শুধুমাত্র লাদাখ রিজিওনের ১৪৪ সিআরপিসি ধারা জারি করা হয়নিঊ তার আগে রবিবার রাত থেকেই দুই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা এবং মেহবুবা মুফতিকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়ঊ গৃহবন্দি করা হয় প্রাক্তন বিধায়ক সাজ্জাদ লোহ-কেওঊ গ্রেফতার করা হয় সিপিএম নেতা ইউসুফ তারিগামি এবং কংগ্রেস নেতা উসমান মজিদকেঊ এরপর কী হবে এই উদ্বেগের মধ্যেই ছিলেন জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষজনঊ ভূস্বর্গের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগে ছিলেন দেশের অন্যান্য রাজ্যের মানুষজনও।

সোমবার এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নিজেইঊ জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের প্রস্তাব করল কেন্দ্রীয় সরকারঊ সোমবার সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের প্রস্তাব করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহঊ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই প্রস্তাবের পরই উত্তাল হয় রাজ্যসভা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অবশ্য জানিয়েছেন, বিরোধীদের সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিতে তিনি প্রস্তুত রয়েছেনঊ কী হতে চলেছে কাশ্মীরে, তা নিয়ে উদ্বেগ ক্রমশই বাড়ছিলঊ এই আবহেই সোমবার সকালে ৭ লোক কল্যাণ মার্গে বিশেষ বৈঠক করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাঊ সোমবার সকাল ৯.৩০ মিনিট থেকে ৭ লোক কল্যাণ মার্গে শুরু হয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকঊ বৈঠক শেষে ৭ লোক কল্যাণ মার্গ থেকে সোজা সংসদে চলে যান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহঊ এরপর বেলা এগারোটা নাগাদ সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় বক্তব্য রাখেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

কাশ্মীরের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে এদিন রাজ্যসভায় কংগ্রেস সাংসদ গুলাম নবি আজাদ বলেছিলেন, 'কাশ্মীর উপত্যকা জুড়ে কারফিউ জারি রয়েছে, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী-সহ রাজনৈতিক নেতাদের গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছেঊ কাশ্মীরে এখন যুদ্ধের মতো পরিস্থিতি, তাই এই বিষয়টির উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিতঊ' এরপরই জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের প্রস্তাব করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, 'সমস্ত ধরনের আলোচনার জন্য আমি প্রস্তুত রয়েছিঊ কাশ্মীর ইস্যুতে সমস্ত বিরোধী দলের সঙ্গে আলোচনা করতে আমি প্রস্তুত রয়েছিঊ সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিতেও প্রস্তুত রয়েছিঊ' কিন্তু, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই প্রস্তাবের পরই উত্তাল হয় সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভাঊ বিরোধীদের তুমুল হই হট্টগোলের মধ্যেও রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের সই করা নির্দেশনামা পড়ে শোনান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহঊ সংশোধিত কাশ্মীর সংরক্ষণ বিল পেশ করে সংবিধানের ৩৭০ ধারা বিলোপের প্রস্তাব করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীঊ স্বাভাবিকভাবেই এই ধারার অধীনে ৩৫-এ ধারাও বিলুপ্তি হতে চলেছেঊ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, কাশ্মীরের উন্নয়নের জন্য ৩৭০ ধারা বিলোপ করার প্রস্তাবঊ তুলে নেওয়া হল জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদাঊ আলাদা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মর্যাদা পাচ্ছে জম্মু ও কাশ্মীরঊ জম্মু ও কাশ্মীরে বিধানসভা থাকবেঊ লাদাখও পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হবেঊ রবিবার পর্যন্তও জম্মু ও কাশ্মীর ছিল বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্ত রাজ্য। কিন্তু, সোমবার থেকে সেটাই পাল্টে গিয়ে হয়ে গেল আর পাঁচটা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মতো। সংবিধানের ৩৭০ ধারা রদ করল কেন্দ্র। এই ধারায় জম্মু কাশ্মীরকে যে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিল ভারতীয় সংবিধান, তার বিলুপ্তি ঘটল। উপত্যকাবাসীও ঢুকে পড়লেন আম ভারতীয়দের তালিকায়।

জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এদিন বলেছেন, '৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের জন্য এক সেকেন্ডেরও বিলম্ব হওয়া উচিত নয়ঊ' কংগ্রেসকে তিরস্কার করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, 'এটাই প্রথম নয়, ১৯৫২ এবং ১৯৬২ সালে অনুরূপ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ৩৭০ ধারা সংশোধন করেছিল কংগ্রেসঊ তাই প্রতিবাদ করার পরিবর্তে, দয়া করে আমাকে কথা বলতে দিন এবং আলোচনার সুযোগ দিনঊ আপনাদের সমস্ত সন্দেহ ও বিভ্রান্তি পরিষ্কার হয়ে যাবেঊ আমি আপনাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত রয়েছিঊ' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেছেন, '৩৭০ ধারার ছাতার তলায় থেকে তিনটি পরিবার বহু বছর ধরে জম্মু ও কাশ্মীরকে লুট করেছেঊ বিরোধী নেতা (গুলাম নবি আজাদ) বলছেন, ৩৭০ ধারা জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করেছে, এটা মোটেও সঠিক কথা নয়ঊ ১৯৪৭ সালের ২৭ অক্টোবর জম্মু ও কাশ্মীর ইনস্ট্রুমেন্ট অফ অ্যাকসেশন সই করেছিলেন মহারাজা হরি সিং, কিন্তু জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা এসেছিল ১৯৫৪ সালেঊ'

সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের এই প্রস্তাবের পরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন কংগ্রেস, পিডিপি-সহ বিরোধী সাংসদরাঊ সর্বাধিক ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন জম্মু ও কাশ্মীর পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিপি)-র সাংসদ মীর মহম্মদ ফায়াজ এবং নাজির আহমেদ লাবাইঊ তাঁরা এতটাই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন যে, সংবিধানের কপি ছিঁড়ে ফেলেনঊ তখনই বিক্ষুব্ধ পিডিপি সাংসদদের রাজ্যসভা থেকে বেরিয়ে যেতে নির্দেশ দেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডুঊ রাজ্যসভা থেকে বেরোনোর পর নিজের পরণে থাকা কুর্তাও ছিঁড়ে ফেলেন পিডিপি সাংসদ মীর মহম্মদ ফায়াজঊ পিডিপি সাংসদদের এই আচরণের তীব্র নিন্দা করেছে কংগ্রেসঊ রাজ্যসভার কংগ্রেস সাংসদ গুলাম নবি আজাদ জানিয়েছেন, 'সাংসদদের (পিডিপি-র দু'জন সাংসদ) এই আচরণের তীব্র নিন্দা করছি আমিঊ ভারতীয় সংবিধান রক্ষার স্বার্থে নিজেদের জীবনও উতর্গ করব আমরা, কিন্তু আজ সংবিধানের হত্যা করল বিজেপিঊ'

প্রসঙ্গত, জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের প্রস্তাব করেছে কেন্দ্রীয় সরকারঊ এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে পিডিপি, কংগ্রেস, জেডি (ইউ), এমডিএমকে ও ডিএমকে-সহ বেশ কয়েকটি বিরোধী রাজনৈতিক দলঊ তবে, মায়াবাতীর বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি) এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছেঊ বিএসপি-র রাজ্যসভার সাংসদ সতীশ চন্দ্র মিশ্র জানিয়েছেন, 'আমাদের দল পূর্ণ সমর্থন করবেঊ আমরা চাই এই বিল পাশ হোকঊ আমাদের দল ৩৭০ ধারা বিল অথবা অন্য কোনও যে কোনও বিল নিয়ে বিরোধিতা করবে নাঊ' বিএসপি ছাড়াও সমর্থনের আশ্বাস দিয়েছে এআইএডিএমকে, বিজু জনতা দল-সহ বেশ কয়েকটি দলঊ এআইএডিএমকে-র রাজ্যসভার সাংসদ এ নবনীতাকৃষণ জানিয়েছেন, 'দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার জন্য সুপরিচিত ছিলেন আম্মা (জয়ললিতা)ঊ তাই পুনর্গঠন ও সংরক্ষণ বিলকে সমর্থন করবে এআইএডিএমকেঊ' রাজ্যসভায় বিজু জনতা দল (বিজেডি)-এর সাংসদ প্রসন্ন আচার্য্য জানিয়েছেন, 'প্রকৃত অর্থে, জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গঊ আমাদের দল এই প্রস্তাবকে সমর্থন করবেঊ আঞ্চলিক দল হলেও, আমাদের কাছে দেশই সর্বাগ্রেঊ' শিবসেনার রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় রাউত জানিয়েছেন, 'আজ জম্মু ও কাশ্মীর নেওয়া হয়েছে, কাল বালুচিস্তান, পাক অধিকৃত কাশ্মীর নেওয়া হবেঊ আমার বিশ্বাস দেশের প্রধানমন্ত্রী অখণ্ড ভারতের স্বপ্নকে পূরণ করবেন।

তবে, এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নীতীশ কুমারের জনতা দল (ইউনাইটেড)ঊ জেডি (ইউ) নেতা কে সি ত্যাগী জানিয়েছেন, 'জে পি নারায়ণ, রাম মনোহর লোহিয়া ও জর্জ ফার্নান্ডেজের ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে আমাদের প্রধান নীতীশ কুমারজীঊ তাই রাজ্যসভায় আমাদের দল এই বিলকে সমর্থন করবে নাঊ আমাদের ভিন্ন চিন্তাভাবনাঊ ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার না করা হোক, এটাই আমরা চাইছিঊ' ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের প্রস্তাবকে সমর্থন করেছে এআইএডিএমকে, এ প্রসঙ্গে এআইএডিএমকে-কে তীব্র ভ্যতর্না করে ডিএমকে প্রেসিডেন্ট এম কে স্ট্যালিন বলেছেন, 'জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষজনের সঙ্গে কোনও রকম আলোচনা না করে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার করা হচ্ছে।

তরজা

● **প্রথম পাতার পর**

সমর্থক বাইক দিয়ে ধাক্কা দেয় ঐক্য মঞ্চের এক কর্মীর পায়ে আর তখনই ঘটে দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার। ঐক্য মঞ্চের কর্মীসমর্থকরা বিজয় মিছিলে থাকা কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারদের এ ব্যাপারে অবগত করেন।মুহুর্তের মধ্যে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা একত্রিত হয়ে কংগ্রেস সিপিএম এর সমর্থকদের ওপর আক্রমণ করে। বসে নেই কংগ্রেস, সিপিএম দলের সমর্থকরাও। উভয় পক্ষের মধ্যে চলে হাতাহাতি।তবে বিজেপি দলের কর্মী সমর্থকদের দাবি বিজয় মিছিল চলাকালীন সময় কংগ্রেস ও সিপিএম দলের কর্মীরা বিজেপি দলের এক কর্মী বাইকে যাওয়ার পথে আক্রমণ করেছিল।এই ঘটনার রেশ টানতে পুলিশ ব্যর্থ হলেও আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানরা এক প্রস্থ লাঠিচার্জ করে।তাতেও ঘটনা শান্ত হয়নি বরং আরো উত্তেজিত আকার ধারণ করে।মার মুখি বিজেপি সমর্থক রা বিরোধীদের উপর আক্রমণ করে।উভয় পক্ষের হাতাহাতিতে কেন্দ্রীয় বাহিনী সহ পুলিশ প্রশাসন এমনকি টিএসআর মোতায়েন করা হয় ঘটনাস্থলে।পূর্বঃনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী আজ সোমবার ছিল পূর্বঃ ফুলবাড়ী পঞ্চায়েতের বিজয় উৎসব।সকাল ১১ ঘটিকায় থেকে বিজয়ী প্রার্থীদের নিয়ে সকল কর্মী সমর্থক রা প্রতিটি ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে শুভেচ্ছা জানাতে কংগ্রেস -সিপিএম সংগঠিত করে বিজয় মিছিল।এই বিজয় মিছিল কে কেন্দ্র করে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে পুলিশ প্রশাসনের তৎপরতায় ছিল জোরদার। কিন্তু তারপরও পুলিশ প্রশাসনকে ঘুমিয়ে রেখে বিরোধী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বাক বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে উভয় দল।ঘটনাস্থলে চুড়াইবাড়ি থানার ওসি জয়ন্ত দাস, সেকেন্ড ওসি সাধন মজুমদারের নেতৃত্বে পরিস্থিতি অনেকটা স্বাভাবিক হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন উত্তর জেলার এডিশনাল এসপি ফেন্সিং ডার্লং। অ্যাডিশনাল এসপি ঘটনাস্থলে এসে দক্ষিণ ফুলবাড়ী স্কুলের মাঠে জড়ো হয়ে থাকা বিজেপি কর্মী সমর্থকদের নিজ নিজ বাড়িতে পাঠিয়ে দেন।তারপর কংগ্রেস ও সিপিএম দলের ঐক্য মঞ্চের কর্মী সমর্থকদেরও নিজ নিজ বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। তবে উভয় দলের কর্মী-সমর্থকদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়ার গটা পূর্ব ফুলবাড়ী রাস্তায় সময় মোতায়েন করা হয়েছিল বিশাল পুলিশবাহিনী টিএসআর সিআরপিএফ জওয়ান শহরে থানার অফিসারগণ।বর্তমানে গোটা পূর্ব ফুলবাড়িয়া এলাকা জুড়ে পুলিশ টি এস আর ও আধাসামরিক বাহিনী দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে গোটা পূর্ব ফুলবাড়ী এলাকা জুড়ে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে।

অনুষ্ঠিত

● **প্রথম পাতার পর**

সি কে জমাতিয়া বলেন, শান্তি-শ'ঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সমাজকেও এগিয়ে আসতে হবে। এলাকার সকল অংশের মানুষকে তার জন্য প্রশাসনকে সহযোগিতা করতে হবে। উন্নয়নের জন্য শান্তি-শ'ঙ্খলা বজায় রাখতে হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। আলোচনাসভায় মহকুমা স্তরের আধিকারিক, বিডিও, পুলিশ আধিকারিক, সমাজসেবী, বাজার কমিটি, মোটরশ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষে বুখরুই কমিউনিটি হলের প্রাঙ্গণ থেকে একটি শান্তি মিছিল বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, সমাজসেবী, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, বাজার কমিটি, সরকারি কর্মচারী, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীগণ মিছিলে অংশগ্রহণ করে।

দুই

● **প্রথম পাতার পর**

ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে দুইটি গাড়ীর মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। এই দুর্ঘটনায় কমান্ডার গাড়ী চালক লক্ষিছড়ার বাসিন্দা বরুন বিশ্বাস গুরুতর আহত হয়। দুর্ঘটনার পরবর্তী সময় শান্তিরবাজার দমকল বাহিনীর লোকজন গিয়ে আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে বাইখোড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক আহত ব্যক্তির অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে গোমতী জেলা হাসপাতালে স্থানান্তিরত করেন।

চুরি

● **প্রথম পাতার পর**

মুখে পড়েছে। একের পর এক চুরির ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে স্থানীয়রা প্রশ্ন তুলেছে। স্থানীয়রা দাবি তুলেছে রাতের বেলায় এলাকায় পুলিশের টহলদারি বৃদ্ধি করা হোক। পাশাপাশি হ্রাস টানা হোক চুরির ঘটনার।

মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ট্যুইটে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, "এক দেশ, এক বিধান, এক প্রধান এবং এক নিশান", শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের এই স্বপ্ন আজ বাস্তবে পরিণত হল। এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

উড়ালপুল

● **প্রথম পাতার পর**

বেশি লাগা স্বাভাবিক। কিন্তু, তাতে কোনওরকম দুর্নীতি হয়েছে বলে আমি মনে করিনা, বলেন তিনি। তাঁর দাবি, পুলিশ কর্মকর্তাদের বলেছি রাজ্য ও বহিঃরাজ্যের সংস্থার অনুমোদন মিলেছে উড়ালপুল চালু করার ক্ষেত্রে।

এদিকে, তাঁর বিরুদ্ধে পূর্ত দফতরের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ৮০০ কোটি টাকা দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কে বলেন, এই বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা। উড়াল পুলের সাথে এর কোনও যোগ নেই। তিনি বলেন, অডিট চলছে, প্রয়োজনে পরে জানাবেন। প্রসঙ্গত, বাদল চৌধুরী দীর্ঘ ২০ বছর টানা মন্ত্রী ছিলেন। তিনি পূর্তমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে ২০১৫ সালের ২৭ মে রাজ্যের প্রথম উড়ালপুলের কাজ শুরু হয়েছিল।

মেডিক্যাল কলেজের নকশা বলবে মোবাইল অ্যাপ

কলকাতা, ৫ আগস্ট (হি.স.): কলকাতা মেডিকেল কলেজের বিরাট ক্যাম্পাসে ঢুকে হারিয়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে এবার আসছে মোবাইল অ্যাপঊ হাসপাতালে ঢুকে রাস্তা হারিয়ে ফেললে সেই পথ বাতলে দেবে এই অ্যাপঊ এর ফলে সহজেই পৌঁছে যাওয়া যাবে গন্তব্যে। পাশাপাশি ডাক্তারদের তালিকাও দেবে এই অ্যাপঊ এ ছাড়াও কোনও রোগীর পরিবার যদি কোনও সাজেশন দিতে চান, সেটাও দেওয়া যাবে এই অ্যাপের মাধ্যমে।

সেন্ট্রাল ল্যাব, এক্স-রে রুম, সিটি স্ক্যান রুম, কেমো রুম, অ্যাকাউন্টস বিভাগ, সুপারের অফিস, এটিএম ওয়াটার, রিপোর্ট জমা দেওয়ার রুম সহ মোট ৫০টি গন্তব্য করা হয়েছেঊ নিজের লোকেশন থেকে দাঁড়িয়ে গন্তব্যর নির্দিষ্ট রুম নম্বর দিলেই অ্যাপে তীর চিহ্ন দেখিয়ে দেবে পথঊ মেডিক্যাল কলেজে ৪২টি বিল্ডিং রয়েছেঊ সেখানে প্রায় ৪০টি বিভাগ রয়েছেঊ সেগুলির সবই খুঁজে পাওয়া যাবে এই অ্যাপের মাধ্যমে।

মেডিক্যাল কলেজের সুপার ইন্দ্রনীল বিশ্বাস বলেন, "আপনি যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন, সেখান থেকে আপনার গন্তব্য ওয়ার্ড, বিভাগ, বিল্ডিং বা নির্দিষ্ট ঘরে পৌঁছতে পথ দেখাবে এই অ্যাপ। গুগল ম্যাপের সাহায্যে তীরচিহ্ন দিয়ে গন্তব্যে পৌঁছে দেবে এই অ্যাপ। এমন উদ্যোগ এই রাজ্যে এই প্রথম। আমরা কাজ শেষ করে এনেছি। ১৫ আগস্ট কিংবা এই মাসের শেষ এই অ্যাপ চালু করার চেষ্টা করা হচ্ছে।"

অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ অ্যাপ লিখলে সেই মোবাইল নম্বরে একটা ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড বা ওটিপি আসবে। সেই ওটিপি দিলেই অ্যাপটি ডাউনলোড হয়ে যাবে। তারপর অ্যাপ খুলে তাতে ডেস্টিনেশন বা গন্তব্য লিখলে তীরচিহ্নের সাহায্য কোন বিল্ডিংয়ের কোন তলায় সেই গন্তব্য, তা নির্দেশ করা হবে। ফলে তা দেখে সহজেই সেখানে পৌঁছে যাওয়া সম্ভব হবে।

টেস্ট জার্সিতে নাম ও নম্বর হাস্যকর: ব্রেট লি

বার্মিংহ্যাম: ১৪২ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম টেস্টে ক্রিকেটারদের সাদা জার্সির পিছনে নাম ও নম্বর ব্যবহৃত হচ্ছে। আইসিসি গত বছরই অনুমতি দিয়েছে টেস্টে ক্রিকেটারদের জার্সির পিছনে নাম ও পছন্দের নম্বর ব্যবহার করার। অবশেষে চলতি অ্যাশেজ টেস্টে রীতি ভেঙে নাম ও নম্বরসহ নতুন জার্সিতে মাঠে নেমেছে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটাররা।টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের বাকি দলগুলিও এই পরিবর্তনকে গ্রহণ করতে চলেছে। তবে সনাতনপন্থী মানসিকতার প্রাক্তন ক্রিকেটার ও বিশেষজ্ঞরা খোলা মনে মেনে নিচ্ছেন না এই রদবদল। আগের দিন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন উইকেটকিপার অ্যাডাম গিলক্রিস্ট বিষয়টিকে জঞ্জাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এবার জার্সির পিছনে নাম ও নম্বর ব্যবহারকে হাস্যকর বলে অভিহিত করলেন প্রাক্তন অজি স্পিড স্টার ব্রেট লি।টেস্ট ক্রিকেটকে আকর্ষণীয় করে তুলতে আইসিসি”র একাধিক পদক্ষেপ সমর্থন করলেও জার্সি নিয়ে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা একেবারেই পছন্দ হয়নি ব্রেট লি”র। নিজের অপছন্দের কথা সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। টুইটারে আইসিসিকে উদ্দেশ্য করে লি জানান, তাদের এমন ভাবনা যুক্তিহীন ও হাস্যকর।টুইটে ব্রেট লি লেখেন, ”জানি না এর পিছনে কী যুক্তি রয়েছে, তবে টেস্ট জার্সির পিছনে নাম ও নম্বর ব্যবহারের আমি ঘোর বিরোধী। আমার মনে হয় এটা অত্যন্ত হাস্যকর দেখাচ্ছে। ক্রিকেটের প্রসারে আইসিসি”র বিভিন্ন পরিবর্তন আমার পছন্দ হলেও এই বিষয়টা একেবারেই ঠিক নয়।”গিলক্রিস্ট ও ব্রেট লি”র অপছন্দের পাশাপাশি নতুন এই রীতি নিয়ে ভারতের তারকা স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন একটি প্রশ্ন করেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। টুইট করে অশ্বিন জানতে চেয়েছেন সোয়েটারেও কী নম্বর ব্যবহার করা উচিত?

সোমবার ফুটবল ম্যাচকে সামনে রেখে গোলপোস্ট পূজা করা হয়।

বিরাটকে নিয়ে মজা, সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রোলড এই কিউয়ি ক্রিকেটার

আজকাল ওয়েবডেস্ক: বিশ্বকাপ ফাইনালে দলকে জেতাতে পারেননি। ভেঙে পড়েছিলেন জিমি নিশাম। সোশ্যাল মিডিয়ায় বিশ্বকাপ ফাইনালের পর নানা পোস্ট করেছিলেন এই কিউয়ি ক্রিকেটার। মজা করতে ওস্তাদ। ভারত সেমিফাইনালে ছিটকে যাওয়ার পর নিশামই টুইট করে ভারতীয় ভক্তদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, ‘যারা ফাইনাল দেখতে যেতে চান না। তারা টিকিট বিক্রি করে দিন। অনেক নিউজিল্যান্ড সমর্থক টিকিট নেওয়ার জন্য বসে আছে।’ মাঝে কিছুদিন চুপচাপ ছিলেন। ফের সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করে শোরগোর ফেলে দিয়েছেন তিনি। যদিও টুইটটি তিনি মজা করেই করেছেন। তবে ভারতীয় ভক্তরা বিষয়টি মোটেই হালকাভাবে নেননি। অ্যাশেজ চলছে। ইংল্যান্ডের ররি বার্নস শতরান করেছেন। অ্যাশেজ অভিষেকে ইংরেজ ওপেনারের শতরান দেখার পর নিশাম টুইট করেছেন, ‘বিরাট কোহলি গোটা অ্যাশেজ সিরিজে যে রান করতে পারেনি। অ্যাশেজের প্রথম ইনিংসেই তা করে ফেলল ররি বার্নস।’আশ্চর্য কথা। বিরাট কেন অ্যাশেজ খেলবেন? বোকা বোকা পোস্ট। বলছেন অনেকেই। পাল্টাও দিয়েছেন ভারতীয় ভক্তরা। একজন বলেছেন, ‘প্রথমে বিশ্বকাপ টিকিট। তারপর বিরাট কোহলি বনাম ররি বার্নস। নিশামের সময়টা ভাল যাচ্ছে না বোধহয়।’ আর একজন বলেছেন, ‘মনে হচ্ছে আপনি রনজিতে ১০০০ উইকেট ও ১০০০০ রান করেছেন।’ আর এক ভক্তের কথায়, ‘বিষয়টা অনেকটা রজার ফেডেরারের শেষ চার অ্যাশেজ সিরিজে একটিও উইকেট না পাওয়ার মতো।’ আর একজন তো বলেই দিলেন, ‘অস্ট্রেলিয়া কিংবা ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারদের চেয়ে এশিয়া কাপে বিরাটের রান অনেক বেশি।’ এক ভক্ত কটাক্ষ করে বলেছেন, ‘বিরাট এখনও অবধি যা রান করেছে। নিউজিল্যান্ডের টপ অর্ডার গোটা কেরিয়ারে তা করতে পারবে না।’ মজা করতে গিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রোলড হতে হল নিশামকে।

ধোনির অনুপস্থিতিতে ঋষভ নিজেকে প্রমাণ করুক: বিরাট

আজকাল ওয়েবডেস্ক: মহেন্দ্র সিং ধোনির অনুপস্থিতিতে ঋষভ আরও ধারাবাহিক হয়ে উঠুক। এমনটাই চাইছেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি। ফ্লোরিডায় আজ সিরিজের প্রথম টি২০ ম্যাচে মুখোমুখি ভারত—ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সাংবাদিক সম্মেলনে কোহলি বলছিলেন, ‘ধোনির অভিজ্ঞতা আমাদের কাছে সবসময় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমি তো বলব ধোনির অনুপস্থিতিতে ঋষভ পন্থের মতো জুনিয়রদের কাছে বড় সুযোগ নিজের যোগ্যতা প্রমাণের। ঋষভের যোগ্যতা সম্পর্কে আমরা ওয়াকিবহাল। চাইব টিম ইন্ডিয়ার একজন ধারাবাহিক ক্রিকেটার হয়ে উঠুক ঋষভ। আশা করব ক্যারিবিয়ান সফরে ঋষভ সুযোগটা কাজে লাগাবে।’ এরপরই বিরাটের সংযোজন, ‘দলে জায়গা পাকা করতে হলে ঋষভকে সুযোগটা কাজে লাগাতেই হবে। হার্দিক ও ধোনির মতো দুই ফিনিশার এই সিরিজে নেই। সুযোগটা বাকিরা কাজে লাগাক। সামনের বছর টি২০ বিশ্বকাপ। তার আগে সবাইকে দেখে নিতে হবে।’ ফ্লোরিডায় শনি ও রবি দুটি টি২০ খেলবে ভারত। শেষ ম্যাচটি হবে ৬ আগস্ট গায়ানায়। তারপর রয়েছে তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজ। এরপর ভারত দুটি টেস্ট খেলবে ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে। ধোনি দু’মাসের বিশ্রাম নিয়েছেন। ক্যারিবিয়ান সফরে একাধিক তরুণকে নিয়ে এসেছে ভারত। মিডল অর্ডারে থিতু হওয়ার মতো ব্যাটসম্যান চাইছে টিম ইন্ডিয়া।

ক্যাপ্টেন কোহালি অসাধারণ, তবে ভারতের প্রয়োজন নতুন কোচ, বলছেন প্রাক্তন পাক ক্রিকেটার

নেতৃত্ব থেকে বিরাট কোহালিকে সরালে ভুল করবে ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ড। কোহালিকে না সরিয়ে বোর্ড বরং কোচিং স্টাফ বদলাক। ওয়াঘার ওপার থেকে ভারতীয় বোর্ডকে এমনই উপদেশ দিলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন পেসার শোয়েব আখতার।বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের কাছে হারের পরেই দুই ফরম্যাটে দুই অধিনায়ক নিয়োগের থিওরি সামনে আসে। কোহালিকে টেস্টের নেতা করে রোহিত শর্মাকে সীমিত ওভারের ক্রিকেটে নেতা করার প্রস্তাবও উঠেছিল। ক্যারিবিয়ান সফরে অবশ্য কোহালিকেই তিনটি ফরম্যাটে নেতা রাখা হয়েছে।শোয়েব বলছেন,”কোহালিকে নেতৃত্ব থেকে সরানো একেবারেই উচিত হবে না। গত তিন-চার বছর ধরে কোহালিই অধিনায়ক হিসেবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। কোহালির এখন দরকার একজন ভাল কোচ। সেই সঙ্গে দরকার খুব ভাল নির্বাচক কমিটি।”কোচ এবং নির্বাচন কমিটি ভাল হলে কোহালির কাজ আরও সহজ হয়ে যাবে,আরও ভাল নেতৃত্ব তিনি দিতে পারবেন বলে মনে করেন শোয়েব।রোহিতের হাতে সীমিত ওভারের ক্রিকেটে দলের দায়িত্ব তুলে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন অনেকে। কারণ, হিসেবে বলা হয়েছিল, রোহিতের নেতৃত্বে আইপিএলে সাফল্য পেয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স।শোয়েব বলছেন, ””রোহিত যে ভাল অধিনায়ক, সেই ব্যাপারে আমার কোনও সন্দেহই নেই। আইপিএল-এ ভাল নেতৃত্বই দিয়েছে। তবে আমার মতে, কোহালিকে রেখে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কোহালিকে নেতৃত্ব থেকে সরানো উচিত হবে না।””

SHORT NOTICE INVITING TENDER

Sealed tender in plain paper are invited by the undersigned on behalf of the Governor of Tripura from the bonafied resourceful contractor having financial stability for carrying, loading and unloading of different Agri. In - puts like Seed/ Ferti/ P.P.C. etc. from the Sub - Divisional Agri. Main Seed Store, Khowai to the different Sub - Seed Store, Within the Agri. Sub - Division, Khowai and Main Seed Store Khowai to seed processing centre Totabari, District Store, A.D.Nagar Agartala, Bio Control Laboratory Dattatilla Badharghat Agartala & back to HQ. The tender should quote the rate both in figures and words.

The tender will be received on 16.08.2019 at 10 am to 3 pm and likely to be opened on the same day if possible.

Detailed terms and condition of the tender will be available in this office on any working day from 10 am to 5.30 pm.

The 2019
ICA-C 206/19

(CHANDAN DEBBARMA)
Supdt. Of Agriculture Khowai
Agri. Sub - Division

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	LAST DATE AND TIME FOR RECEIPT OF APPLICATION FOR ISSUE OF TENDER FORM
1	Calibration of testing apparatus / equipments in the Tripura State Testing Lab., PWD (R&B), Pragati Road, Agartala during the year 2018-2019. DNITNO:-11/EE-I/2019-20,Dated 25/07/2019	Rs.35,308/-	Rs. 953/-	Up to 15.00 Hrs on 22-08-2019

All other details are available in the office of the undersigned & also may be seen at Website www tripurainfo.com www.neindia.com.

N.B:- Tender form to be issued on submission of Experience Certificate of similar nature of work.

ICA-C/710/19

(ER. R. CHOWDHURY)
EXECUTIVE ENGINEER AGARTALA
DIVISION NO-I, PWD (R&B),
AGARTALA, WEST TRIPURA

ADDENDUM
Ref: NIQ F.No. 5(5)-RD (TRLM)/2017/2889-95 dated 22.07.2019

The date for Notice Inviting Quotation(NIQ) has been extended till 07/08/2019 related to the Interlock sewing machine may be also known as Overlock sewing machine. The following criteria have been added as technical specification. :

1. The machine should have atleast 1/12 HP motor speed with an option of manual
operation on foot. 2. The speed of the machine should not be below 3000 SPM. 3. Single needle 2 thread / 3 thread stitching. 4. Crafted from heavy duty and grinded steel components. 5. The eligibility of financial bid will be subject to authenticity of technical bid. 6. Preference will be given to the branded sewing machines of established Indian company. 7. Successful bidder should arrange the post sale services as and when required.

The bidders who have already submitted the bid alongwith EMD are also requested to re-submit their bid as per above mentioned clauses, in such cases need not to submit the EMD again. The EMD is needed only for the new bidders for the said NIQ.

ICA-C/204/19

(Sudhakar Shinde,IAS)
Chief Executive Officer
Tripura Rural Livelihood

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

সোমবার সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত হয় রাজধানীতে এক র‍্যালী। ছবি- নিজস্ব।

উন্নাও মামলা : নিগৃহীতাকে দিল্লির এইমস-এ স্থানান্তরিত করার সুপ্রিম নির্দেশ তিহার জেলে সরানো হচ্ছে কুলদীপকে

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট (হি.স.): এখনও সঙ্কটমুক্ত নন উন্নাও-এর ধর্ষিতা তরুণীউ গাড়ি দুর্ঘটনার পর এক সপ্তাহ কেটে গিয়েছে, এখনও সঙ্কটজনক অবস্থায় লখনউয়ের কিং জর্জ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে চিকিতাধীন রয়েছেন উন্নাও ধর্ষিতাউ স্থিতিশীল হলেও, গভীর কোমায় রয়েছেন উন্নাও ধর্ষিতার আইনজীবীওউ এমতাবস্থায় উন্নাও ধর্ষিতাকে লখনউয়ের কিং জর্জ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল থেকে দিল্লির এইমস-এ স্থানান্তরিত করার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টউ উন্নাও ধর্ষিতা ও তাঁর আইনজীবীর শারীরিক অবস্থা প্রসঙ্গে কিং জর্জ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের পক্ষ থেকে মেডিক্যাল বুলেটিনে জানানো হয়েছে, নিগৃহীতা ও তাঁর আইনজীবী, উভয়ের শারীরিক অবস্থা সঙ্কটজনকউ তরুণী রোগীর শারীরিক অবস্থার একটু উন্নতি হয়েছেউ ভেন্টিলেটর সাপোর্ট ছাড়াই শ্বাস নিচ্ছেন তিনিউ কিন্তু, গভীর কোমায় রয়েছেন তিনি। এদিকে, উন্নাও ধর্ষণ মামলায় সোমবার দিল্লির তিস হাজারি আদালতে পেশ করা হয় বহিষ্কৃত বিজেপি বিধায়ক কুলদীপ সিং সেঙ্গার এবং অন্যতম অভিযুক্ত শশী সিংকেউ উন্নাও ধর্ষণ মামলায় কুলদীপ সিং সেঙ্গার এবং অন্যতম অভিযুক্ত শশী সিংকে দিল্লির তিহার জেলে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে তিস হাজারি আদালতউ আগামী ৭ আগস্ট পুনরায় আদালতে পেশ করা হবে কুলদীপ ও শশীকে।

কালীঘাট রোডে যুবকের দেহ উদ্ধার

কলকাতা, ৫ আগস্ট (হি.স.) : কালীঘাট রোডে এক অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায় উ দেহটি মেলে ১৬১ নম্বর কালীঘাট রোডে, কালীঘাট হাইস্কুলের উল্টোদিকের একটি বাড়ির সামনে উ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় কালীঘাট থানার পুলিশ। তারা দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য এসএসকেএম হাসপাতালে পাঠায়।

যে বাড়ির সামনে দেহটি পড়েছিল, সেই বাড়ির মালিকই প্রথম পুলিশে খবর দেন উ তার দাবি সোমবার সকাল ৭ টা ১০ মিনিটে দেহটি তার বাড়ির সামনে পড়ে থাকতে দেখেন তিনি উ যদিও এবিষয়ে দ্বিমত প্রসন করেছেন স্থানীয়রা উ তাদের দাবি রবিবার মধ্যরাত থেকেই ওই যুবকের দেহটি পড়ে ছিল সেখানে। এমনকি ঘটনাটিকে খুন বলেও দাবি করেন তারা উ ইতিমধ্যেই স্থানীয়দের অভিযোগের ওপর গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত শুরু করেছে কালীঘাট থানার পুলিশ উ যদিও প্রথম থেকেই তদন্তে বেগ পেতে হয় পুলিশকে, তার সঙ্গেই উঠে আসে প্রশাসনিক গাফিলতি উ পুলিশের তরফ থেকে জানা যায়, এই ঘটনায় এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ দেখতে গেলে জানা যায়, এলাকায় কোনও সিসিটিভিই নেই উ বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেয় স্থানীয়রাও উ স্থানীয়দের অভিযোগ, এর আগেও নিরাপত্তার দাবিতে স্মারকলিপি জমা জমা দেওয়া হয় থানায়, কিন্তু তার পরেও কোনও রকম পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি প্রশাসনের তরফ থেকে।

৩৭০ ধারা প্রত্যাহার : কেন্দ্রীয় সরকারের সাহসী পদক্ষেপকে স্বাগত আরএসএস-এর

নাগপুর ও নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট (হি.স.): নতুন ইতিহাসের সূচনা হতে চলেছে জম্মু ও কাশ্মীরেউ কাশ্মীর থেকে লাদাখকে পৃথক করে দেওয়ারও প্রস্তাব করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহউ দু'টি পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হতে চলেছে জম্মু ও কাশ্মীর ও লাদাখউ জম্মু ও কাশ্মীর ও লাদাখ দু'টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলেই নিয়োগ করা হবে দু'জন লেফটেন্যান্ট গর্ভনরকেউ সোমবার সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের প্রস্তাব করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহউ নরেন্দ্র মোদী সরকারের এই 'সাহসী' পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)উ জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের প্রস্তাব প্রসঙ্গে আরএসএস-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'কেন্দ্রীয় সরকারের সাহসী পদক্ষেপকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছিউ জম্মু ও কাশ্মীরের পাশাপাশি সমগ্র দেশের স্বার্থে এই পদক্ষেপ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিলউ স্বার্থপর উদ্দেশ্য ও রাজনৈতিক বিভেদ ভুলে, প্রত্যেকের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানানো উচিত এবং সমর্থন করা উচিত।

প্রসঙ্গত, নতুন করে জম্মু ও কাশ্মীর 'পুনর্গঠন'-এর পথে নরেন্দ্র মোদী সরকারউ সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে, জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের প্রস্তাব করেছে কেন্দ্রীয় সরকারউ ফলে নতুন করে সূচনা হতে চলেছে জম্মু ও কাশ্মীরের ইতিহাসউ একইসঙ্গে কাশ্মীর থেকে লাদাখকে পৃথক করে দেওয়ারও প্রস্তাব করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহউ দু'টি পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হতে চলেছে জম্মু ও কাশ্মীর ও লাদাখউ জম্মু ও কাশ্মীর ও লাদাখ দু'টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলেই নিয়োগ করা হবে দু'জন লেফটেন্যান্ট গর্ভনরকেউ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীরে বিধানসভা থাকবে, তবে লাদাখ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিধানসভা থাকবে নাউ জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের প্রস্তাবকে সমর্থন করেছে এআইএডিএমকে, বিজু জনতা দল (বিজেডি), শিবসেনা এবং বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)উ তবে, ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের প্রস্তাবকে বিরোধিতা করেছে কংগ্রেস, নীতীশ কুমারের জনতা দল (ইউনাইটেড) এবং এমডিএমতেউ কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তকে 'বেদনাদায়ক' আখ্যা দিয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ন্যাশনাল কনফারেন্স-এর সহ-সভাপতি ওমর আবদুল্লা।

৮ আগস্ট জাতীয় কৃমিনাশক দিবস, ত্রিপুরায় ৭ তারিখ সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগস্ট। আগামী ৮ আগস্ট ত্রিপুরায় পালিত হবে জাতীয় কৃমিনাশক দিবস। এর আগের দিন অর্থাৎ ৭ আগস্ট রাজ্যের গোমতি জেলার উদয়পুর মহকুমার কিল্লা এলাকায় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্য দফতরের মন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ছাত্রছাত্রীদের মুখে কৃমিনাশক ওষুধ তুলে দিয়ে এই কর্মসূচির সূচনা করবেন।

সোমবার আগরতলায় জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের (এনএইচএম) অফিসে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে এ-কথা জানান মিশন ডিরেক্টর ডা. শৈলেশ কুমার যাদব। তিনি জানান, এ-বছর রাজ্যে নবম দফায় এই দিবস পালিত হবে। রাজ্যের প্রতিটি সরকারি, বেসরকারি স্কুল, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র-সহ স্কুল-কলেজের ১ থেকে ১৯ বছর বয়সি সমস্ত ছেলেমেয়েকে কৃমিনাশক ওষুধ খাওয়ানো হবে।

তিনি জানান, ২০১৫ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত রাজ্যে মোট ৮ দফায় কৃমিনাশক কর্মসূচি সংগঠিত হয়েছে। ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মোট ৭ লক্ষ ৬৭ হাজার, ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে ৯ লক্ষ ৪৭ হাজার, ২০১৬ সালের আগস্ট মাসে ৯ লক্ষ ৭৮ হাজার, ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ১০ লক্ষ ৪৯ হাজার, ২০১৭ সালের আগস্টে ১০ লক্ষ ৬৮ হাজার, ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসে ১১ লক্ষ ৯৯ হাজার, ২০১৮ সালের আগস্ট মাসে ১০ লক্ষ ৫৯ হাজার এবং ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ১১ লক্ষ ৪৫ হাজার ছাত্রছাত্রীদের কৃমির ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে। আগামী ৮ আগস্ট রাজ্য জুড়ে কৃমিনাশক ওষুধ খাওয়ানোর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে ১২ লক্ষ ১৯ হাজার ১৮ জনকে। এর জন্য ৪,৫৫২টি সরকারি এবং সরকার অধিগৃহীত স্কুল, ৪৮০টি বেসরকারি স্কুল, ৯,৯১১টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, ৬৬টি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এছাড়াও স্কুলছুট ছেলেমেয়ে, ইটভাট্টা-সহ অন্যান্য অংশের ছেলেমেয়েদেরও ওষুধ খাওয়ানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, জানান ডা. শৈলেশ কুমার যাদব।

তিনি আরও জানান, ২০১৪ সালে ভারত সরকারের তরফে সার্ভে করা হয়েছিল। এতে দেখা গিয়েছিল, ত্রিপুরা রাজ্যে ৬০ শতাংশের বেশি ছেলেমেয়ের পেটে কৃমি রয়েছে। তাই ত্রিপুরা রাজ্যে বছরে ২ দফায় কৃমিনাশক ওষুধ খাওয়ানো হয় এবং যে-সকল রাজ্যের ৫০ শতাংশ ছেলেমেয়ের পেটে কৃমি পাওয়া গিয়েছে সেই সব রাজ্য বছরে একবার কৃমির ওষুধ খাওয়ানো হয়।

জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিল আগরতলায় বিজেপির মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগস্ট।। জম্মু ও কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা রদ করল কেন্দ্র। ফলে রাজ্যে মানুষজন সম্পত্তির অধিকার সহ যেসব সুযোগ পেতেন তা আর পাবেন না।

বিতর্কিত এই ধারা রদ করার পাশাপাশি রাজ্যটিকে নিয়ে ৫টি বড় সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র। প্রায় ৭ দশক পর তুলে দেওয়া হল ৩৭০ ধারা। জম্মু ও কাশ্মীরকে ভাগ করা হল ২ কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে। দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের একটি হল জম্মু-কাশ্মীর এবং দ্বিতীয়টি হল লাদাখ। কাশ্মীর ইস্যুতে ''নজিরবিহীন'' সিদ্ধান্ত নিয়ে ইতিহাস তৈরির পথ প্রশস্ত করল মোদী সরকার। এদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে সোমবার বিজেপি-র প্রতিষ্ঠাতা ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

এদিন শ্রদ্ধা জানান বিজেপি-র প্রদেশ সহ- সভাপতি রামপদ জমাতিয়া, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক রাজীব ভট্টাচার্য, বিজেপি-র কোর কমিটির সদস্য রতন লাল নাথ, মহিলা মোর্চার সভানেত্রী পাপিয়া দত্ত সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপি-র রাজ্য সাধারণ সম্পাদক রাজীব ভট্টাচার্য জানান ভারতীয় জনতা পার্টির একটাই লক্ষ্য ছিল ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার করার। কংগ্রেস দল ভারত বর্ষকে ভাগ করার জন্য ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু ভারতের অখন্ডতা রক্ষায় ভারত কেশরী ডাঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী এই ৩৭০ ধারার বিরোধীতা করে কাশ্মীরে প্রবেশ করে বলিদান হন। তাই এই বলিদান আজ সার্থক রুপ পেয়েছে।

এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে ধন্যবাদ জানিয়েছে প্রদেশ বিজেপি। ভারতের অখন্ডতা রক্ষার জন্য দেশের সরকার যে আন্তরিক ভাবে কাজ করছে তার প্রমান এদিন পাওয়া গেছে বলে জানান তিনি।

বিদেশ থেকে শিল্পী আনার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন

কলকাতা, ৫ আগস্ট (হি. স.) : বিদেশের শিল্পীদের এ দেশে আনার ব্যাপারে যাঁরা বিরোধিতা করছেন, তাঁদের সঙ্গে আমি একমত। প্রকাশ্যেই দাবি করলেন গৌরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অচিন্ত্য বিশ্বাস। এই মন্তব্যের সঙ্গে শিল্পী সৈকত মিত্র পুরোপুরি একমত না হলেও সহমত জানিয়েছেন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের (এবিভিপি) কলকাতা মহানগরীর সম্পাদক মৃণ্ময় দাস।

অচিন্ত্যবাবুর বক্তব্য, "বাংলাদেশের শিল্পীদের নিলে বাণিজ্যিক লাভ হয়? লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত থাকায় জানি, বাংলাদেশের নৈতিকতার মান, আইনের শাসন নিম্নমুখী। সব পরিচিত লেখা তারা জাল করে। আমাদের প্রাপ্য টাকা থেকে বঞ্চিত করে।

অন্য পক্ষে বাংলাদেশীরা আসেন উপার্জন করেন। পাইরেটেড এডিশন বন্ধ হয় না। এবারের নির্বাচনে প্রচারে নেমে পড়েছিলেন বাংলাদেশী তারকা, ওরা চিরকাল নিয়ম কানুন-কে বুড়ো আঙ্গুল দেখায়।

পাকিস্তানের শিল্পীদের মুম্বাই-তে অনুষ্ঠান করতে না দিলে পশ্চিমবঙ্গের 'মিনি পাকিস্তান'-এ ডেকে আনা আমরা ভুলিনি।অন্য দিকে ভারতীয় ছদ্মনামীয় চিত্র তারকা পাকিস্তানের সর্বোচ্চ সম্মান ''শান-ই-পাকিস্তান'' পান। পাকিস্তানে ত্রাণ দিতে হাজির হন ভারতীয় সুপার স্টাররা, বলা বাহুল্য তাঁরা বিশেষ ধর্মের মানুষ। এই রকম অন্যায় বন্ধ হওয়াই ভালো। কদিন আগে বাংলাদেশের এক 'সাম্প্রদায়িক বিকৃতমনা শিল্পী'-কে দৃষ্টিকটু রকম তোল্লাই দেওয়া আর সেই অহঙ্কারীর অবাঞ্ছিত রবীন্দ্র-বিরোধিতা আমরা দেখেছি। একে দিয়ে গান গাওয়ানো হলে পকেট ভরতে পারে, কারণ এই বঙ্গের সাম্প্রদায়িক মুসলমানদের সংখ্যা বিবর্ধমান, কিন্তু এর ফল ভালো হবে না।"

ছয়ের পাতায় দেখুন

মাথাভাঙ্গার এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য

মাথাভাঙ্গা, ৫ আগস্ট (হি. স.) : কোচবিহারের মাথাভাঙ্গার সুটুঙ্গা নদী থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। মৃতের নাম গৌতম দাস। বাড়ি কোচবিহারের চাকি মোড় এলাকায়। সোমবার সকালে মৃতদেহ ছয়ের পাতায় দেখুন

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্বপ্ন সফল হল : চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ জুলাই (হি. স.) : কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপের পর আমার মেজকাকা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্বপ্ন আজ সফল হল। এটা ভেবে আমার ভাল লাগছে। তবে, কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত ঠিক কি ভুল, বৈধতা নিয়ে বিতর্ক উঠতেই পারে। সোমবার এই মন্তব্য করলেন কলকাতা ও বোম্বে হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি নবতীপর চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়।

চিত্ততোষবাবু 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "স্বাধীনতার সময়ে কাশ্মীরের মহারাজা গুলাম সিং এ দেশে অন্তর্ভুক্তির জন্য ভারতের সঙ্গে চুক্তি করেন। তাতে ওই রাজ্যকে বেশ কিছু বাড়তি সুবিধা দেওয়া হয়। এই চুক্তি সাময়িক সময়ের জন্য বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। মেজকাকা এর বিরোধিতা করে বলেছিলেন এক দেশ, এক নিশান, এক সংবিধানের কথা। 'ইন্সট্রুমেন্ট অফ অ্যাকশেসন'-এর বলে কাশ্মীর যখন ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, তখন সেখানে কী কী ভারতীয় আইন প্রযোজ্য হবে বা হবে না, তার একটা রূপরেখা হয়। ৩৭০ ধারা বিলোপের ফলে সেই সুবিধা বিলুপ্ত হল। অর্থাৎ, কাশ্মীর আর দেশের অন্য রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের চেয়ে বাড়তি অধিকার বা সুযোগ পাবে না।

চিত্ততোষবাবু বলেন, দেশ, সময়, রাজনীতি বদলিয়েছে। তাই কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপের বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন বা বিতর্ক উঠছে। সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ হতেই পারে। নির্বাচনী ইস্তেহারে বিজেপি কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা বিলোপের আশ্বাস দিয়েছিল। তারা সাহস দেখিয়ে প্রতিশ্রুতি পালন করেছে। তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কেন্দ্রে ক্ষমতায় এসেছে। তাই বিরোধীরা এটাকে বেআইনি বলে দাবি করলেও আমি কীভাবে সে কথা বলব? এটাও বলে রাখি, শেষ কথা সুপ্রিম কোর্ট বলবে। এটার আইনি বৈধতা নিয়ে চূড়ান্ত রায় দেওয়ার এক্তিয়ার আমার নেই।

১৯৫৩-র ২৩ জুন কাশ্মীরে অত্যন্ত দুঃখজনক অবস্থায় মারা যান শ্যামাপ্রসাদ। এ কথা জানিয়ে বর্ষীয়ান আইনজীবী বলেন, "ফোন এসেছিল বাবার কাছে। ভাল করে শোনা যাচ্ছিল না। পরদিন এল মরদেহ। বিমানবন্দর থেকে ভবানীপুরের বাড়ি পর্যন্ত কত লোক। রাস্তায় রাতভর অপেক্ষা করছিল মেজকাকাকে শেষ দেখার জন্য। কেওড়াতলায় হল তাঁর শেষকৃত্য। পরে শ্যামাপ্রসাদের মা, মানে আমার ঠাকুমা প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে তদন্ত করার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। কিন্তু সেটাও মান্যতা পায়নি।

হাইলাকান্দিতে উদ্ধার বোমা আতঙ্ক

হাইলাকান্দি (অসম), ৫ আগস্ট (হি.স.) : এবার বরাক উপত্যকার হাইলাকান্দি জেলায় উদ্ধার হয়েছে বোমা। সোমবার সকালে দক্ষিণ হাইলাকান্দির কাটলিছড়া বিধানসভা এলাকার অন্তর্গত জামিরা গ্রামে উদ্ধার হয়েছে এই হাতে তৈরি বোমা।

জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আজ সকালে জামিরা গ্রামের বাসিন্দা জনৈক জামিল উদ্দিনের বাড়ি সংলগ্ন এলাকায় একটি বোমা ছয়ের পাতায় দেখুন

উদয়পুরের ডনবস্কো বিদ্যালয়ে শটর্কিট থেকে অগ্নি সংযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৫ আগস্ট।। সোমবার শটর্কিট থেকে অগ্নি সংযোগের ঘটণা ঘটে উদয়পুরের ডনবস্কো বিদ্যালয়ে। এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবকদের মধ্যে তিব্র আতংক ছড়িয়ে পরে। আতঙ্ক ছড়িয়ে পরে গোটা উদয়পুর মহাকুমা জুড়ে। দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রনে আনে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় এইদিন বিদ্যালয়ের বিদ্যুতের মেইন সুইচ বক্সে শটর্কিটের ফলে অগ্নি সংযোগ ঘটে। সাথে সাথে খবর দেওয়া হয় দমকল বাহিনীকে। ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর কর্মীদের পাশাপাশি রাধাকিশোর পুর থানার পুলিশ, বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মী ও মহকুমা শাসক ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। তবে তাঁর আগেই ক্লাস রুম থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপদে খোলা ময়দানে নিয়ে আসা হয়। পরে দমকল বাহিনীর কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রনে আনেন। এইদিকে বিদ্যালয়ে অগ্নিসংযোগের খবর পেয়ে অভিভাবকরা ভিড় জমান বিদ্যালয়ে। মহকুমা শাসক অভিভাবকদের আতঙ্কিত না হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন আগুন নিয়ন্ত্রনে নিয়ে এসেছে দমকল বাহিনীর কর্মীরা। বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সোমবার বিদ্যালয় ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। কারন বিদ্যুৎ পরিষেবা বিদ্যালয়ে স্বাভাবিক হতে কিছুটা সময় লাগবে।

তিনি আরও জানান সহসাই তিনি বিদ্যালয়ে এসে বিদ্যালয় কতৃপক্ষর সাথে কথা বলবেন। সব বিষয় খতিয়ে দেখবেন। তবে এইদিন বড় ধরনের কোন ঘটনা না ঘটলেও বিদ্যালয়ে আসা ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

সংবিধান ছিঁড়ে তীব্র প্রতিবাদ : রাজ্যসভা থেকে বেরিয়ে যেতে নির্দেশ দু'জন পিডিপি সাংসদকে, নিন্দা কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের প্রস্তাব করেছে কেন্দ্রীয় সরকারউ দু'টি পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হতে চলেছে জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখউ সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের এই প্রস্তাবের পরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিরোধী সাংসদরাউ সর্বাধিক ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন জম্মু ও কাশ্মীর পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিপি)-র সাংসদ মীর মহম্মদ ফায়াজ এবং নাজির আহমেদ লাবাইউ তাঁরা এতটাই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন যে, সংবিধানের কপি ছিঁড়ে ফেলেনউ তখনই বিক্ষুব্ধ পিডিপি সাংসদদের রাজ্যসভা থেকে বেরিয়ে যেতে নির্দেশ দেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডুউ রাজ্যসভা থেকে বেরোনোর পর নিজের পরণে থাকা কুর্তাও ছিঁড়ে ফেলেন পিডিপি সাংসদ মীর মহম্মদ ফায়াজউ

পিডিপি সাংসদদের এই আচরণের তীব্র নিন্দা করেছে কংগ্রেসউ রাজ্যসভার কংগ্রেস সাংসদ গুলাম নবি আজাদ জানিয়েছেন, 'সাংসদদের (পিডিপি-র দু'জন সাংসদ) এই আচরণের তীব্র নিন্দা করছি আমিউ ভারতীয় সংবিধান রক্ষার স্বার্থে নিজেদের জীবনও উতর্গ করব আমরা, কিন্তু আজ সংবিধানের হত্যা করল বিজেপিউ' প্রসঙ্গত, জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের প্রস্তাব করেছে কেন্দ্রীয় সরকারউ এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে পিডিপি ও কংগ্রেসউ তবে, মায়াবাতীর বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি) এই প্রস্তাব স্বাগত জানিয়েছেউ বিএসপি-র রাজ্যসভার সাংসদ সতীশ চন্দ্র মিশ্র জানিয়েছেন, 'আমাদের দল পূর্ণ সমর্থন করবেউ আমরা চাই এই বিল পাশ হোকউ আমাদের দল ৩৭০ ধারা বিল অথবা অন্য কোনও বিল নিয়ে বিরোধিতা করবে না

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।